পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 81 Frisday, 20 February, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৮১ সংখ্যা ✱ ৭ ফাল্গুন ১৪৩২, শুক্রবার, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্ন!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ গত বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে ২০২৬-এর উচ্চ মাধ্যমিকের শেষ সেমিস্টার। চলতি বছর থেকে শুরু হয়েছে এই সেমিস্টার ভিত্তিক পরীক্ষা। এতদিন নির্বিঘ্নে পরীক্ষা চললেও উচ্চ মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষায় তিনটি প্রশ্ন সিলেবাস বহির্ভূত বলে অভিযোগ উঠতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। ফলে চিন্তায় পড়েছেন পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। আর এই ঘটনায় সরব হয়েছেন শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চ। জানা গিয়েছে, অঙ্ক পরীক্ষায় বেশ কিছু প্রশ্ন নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে

পরীক্ষার্থীদের মধ্যে। তাদের দাবি, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ওই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে সমস্যা হয়েছে। সে জন্য আরও সময় প্রয়োজন ছিল। শিক্ষকদের অভিযোগ, অবকল সমীকরণে (ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন) যে প্রশ্নটি রয়েছে তা সিলেবাস বহির্ভূত। এমনকী বাজার চলতি যে বইগুলি রয়েছে, সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, এই প্রশ্নগুলি পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত নয়। এই প্রশ্নটি ৫ (এ) নম্বরে রয়েছে। এই প্রশ্নের পূর্ণমান ২। এছাড়া, ১১ (বি) এবং (সি)-এর প্রশ্ন পাঠ্যক্রম বহির্ভূত হয়েছে বলে অভিযোগ শিক্ষকদের। এই দু'টি প্রশ্নের পূর্ণমান ৪ করে। অর্থাৎ, মোট ১০ নম্বরের প্রশ্ন পাঠ্যক্রম বহির্ভূত বলে দাবি। শুধু তাই নয়, অঙ্ক পরীক্ষা ঘিরে অভিযোগ রয়েছে আরও। শিক্ষকদের একাংশের দাবি, এমন বেশ কিছু প্রশ্ন এসেছে, যা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এবং সংসদ নির্দিষ্ট উত্তরপত্রে সমাধান করা পরীক্ষার্থীদের পক্ষে অসুবিধাজনক। অন্যদিকে, শিক্ষকদের অভিযোগ সামনে আসতেই উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সূত্রে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা করা হবে। যদিও তিনটি প্রশ্ন ভুল থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। জানিয়েছেন, ''দু'টি প্রশ্ন পাঠ্যক্রম বহির্ভূত বলে আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছি। ছাত্রস্বার্থে যা যা করণীয়, সংসদ তাই করবে।'' এই ঘটনায় উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চ। শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিঙ্কর অধিকারী বলেন, ''উচ্চ মাধ্যমিকের অঙ্কের প্রশ্ন নিয়ে অভিযোগ আসছে। এমনিতেই এবারে পড়াশোনার এবং ক্লাসের সময় খুব কম পেয়েছে ছাত্র-ছাত্রীরা। তার উপর অভিযোগ, পাঠ্যক্রম বহির্ভূত প্রশ্ন করা হয়েছে। এমনকী বেশ কিছু প্রশ্নের সমাধান করতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। এই অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা দুরূহ ব্যাপার। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের কাছে আমরা দাবি জানাচ্ছি ছাত্র-ছাত্রীদের যথাযথ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হয়।''

লালকেল্লার কাছে সন্দেহজনক গাড়ি

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ দিল্লির লাল কেল্লা সংলগ্ন এলাকায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হঠাৎ চাঞ্চল্য ছড়ায়। দিল্লি পুলিশের কোতওয়ালি থানার একটি দল সাধারণ টহলদারির সময় একটি সন্দেহজনক গাড়ি দেখতে পায়। সন্দেহ ঘনীভূত হয় যখন জানা যায় কালো হুন্ডাই স্যান্ট্রো গাড়িটির নম্বর জম্মু ও কাশ্মীরের। গাড়িটি পার্ক করা ছিল 'দিল্লি চলো পার্ক'-এ, লালকেল্লার পিছনে। ভিতরে বসে ছিলেন দু'জন ব্যক্তি, যাঁদের আচরণ প্রথমে অস্বাভাবিক মনে হয়নি, কিন্তু পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যায়। প্রায় তিন মাস আগে, ২০২৫ সালের ১০ নভেম্বর, একই এলাকায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। একটি সাদা হুন্ডাই আই২০-এ বিস্ফোরণে ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল। অভিযোগ, গাড়িটি চালাচ্ছিলেন কাশ্মীরের চিকিৎসক উমর নবি। পরে জানা যায়, সেই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে জম্মু-কাশ্মীরের চিকিৎসকদের এক সংগঠিত 'হোয়াইট কলার' দল। সেই ঘটনার পর থেকেই লালকেল্লা এলাকায় নজরদারি ও টহলদারি বাড়ানো হয়েছিল। সেই জোরদার টহলদারির ফলেই নজরে আসে এই স্যান্ট্রো গাড়ি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জিজ্ঞাসাবাদে এক ব্যক্তি নিজের নাম বলেন মুদাসসর আহমেদ মির (৩৬)। তিনি দাবি করেন, তিনি ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি-র একজন অফিসার। তাঁর সঙ্গে ছিল এক নাবালক। মুদাসসার একটি পরিচয়পত্র দেখান, যা দেখে পুলিশের সন্দেহ আরও বাড়ে। তিনি জানান, দু'জনেই পুলওয়ামার বাসিন্দা, যে জায়গার সঙ্গে আগের বিস্ফোরণ-কাণ্ডের অভিযুক্তদেরও যোগ ছিল। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে দ্রুত দু'জনকে কোতওয়ালি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরে দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল, এনআইএ এবং ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর কর্মকর্তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরা করেন। শেষমেশ স্বস্তির খবর এটাই যে, কোনও বড় জঙ্গি যোগ বা হামলার পরিকল্পনা মেলেনি। পুলিশ জানায়, মুদাসসার আসলে এক প্রতারক, যিনি ভুয়ো পরিচয় ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ঠকাতেন। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, ওই ব্যক্তির আইডি সম্পূর্ণ ভুয়ো। এনআইএ এমন পরিচয়পত্র দেয় না। প্রতারণার অভিযোগে মুদাসসরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্তে উঠে এসেছে, কাশ্মীরে একটি গ্যারাজ চালাতেন মুদাসসার। সেই সূত্রেই তিনি একটি পুরনো স্যান্ট্রো গাড়ি কেনেন। এক রাজমিস্ত্রির নাবালক ছেলেকে চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিল্লিতে নিয়ে আসেন। এর জন্য ১০ হাজার টাকার চুক্তি হয়েছিল, যার মধ্যে ৩ হাজার টাকা আগাম নিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। ১৩ ফেব্রুয়ারি তারা দিল্লিতে এসে জামা মসজিদ এলাকায় একটি গেস্ট হাউসে ওঠেন। পরদিন থেকে মুদাসসার ওই নাবালকের জন্য কাজ খোঁজার চেষ্টা শুরু করেন। তবে কোনও কাজের ব্যবস্থা করতে না পারায়, নাবালকটি ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, ঠিক তখনই পুলিশের নজরে পড়ে তারা।

ভোটের মুখে খয়রাতি?

রাজ্যগুলির 'দায়িত্বজ্ঞানহীনতা' নিয়ে প্রশ্ন তুলল সুপ্রিম কোর্ট

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ ভোটের আগে হঠাৎ করে ঘোষণা হওয়া 'বিনামূল্য' প্রকল্পে রাজ্যগুলির আর্থিক শৃঙ্খলা কতটা নষ্ট হচ্ছে, তা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। বিদ্যুৎ ভর্তুকি সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে দেশের শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, আর্থিক পরিকল্পনা ছাড়া বিপুল ভর্তুকির বোঝা নেওয়া দায়িত্বজ্ঞানহীনতার সামিল। বৃহস্পতিবারের শুনানিতে বিশেষ করে তামিলনাড়ু সরকারকে প্রশ্ন করা হয়, কেন শেষ মুহূর্তে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ প্রকল্প ঘোষণা করা হল। আদালতের পর্যবেক্ষণ, এমন সিদ্ধান্তে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থাগুলিকে হঠাৎ করেই শুল্ক নির্ধারণ ও বাজেটের হিসেব নতুন করে সাজাতে হচ্ছে, যা প্রশাসনিক অনিশ্চয়তা তৈরি করছে। সুপ্রিম কোর্ট এও বলে, এইসব ভর্তুকির ফলে উন্নয়নের জন্য এক পয়সাও থাকছে না, সবই বিনামূল্যে পরিষেবা দিতে গিয়ে খরচ করছে সরকার। বিচারপতিরা জানান, বহু রাজ্য ইতিমধ্যেই আয়-ব্যয়ের ঘাটতিতে ভুগছে। এই অবস্থায় পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া বড়সড় ভর্তুকি চালু করলে দীর্ঘমেয়াদে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হতে পারে। সাম্প্রতিক নির্বাচনের আগে একাধিক রাজ্যে আচমকা জনকল্যাণমূলক প্রকল্প ঘোষণার নজির রয়েছে বলেও আদালত উল্লেখ করে। সরাসরি নগদ সহায়তা দেওয়া হলে মানুষ কাজ করার

আগ্রহ হারাবে কিনা- এ প্রশ্নও তোলা হয়। এই মামলার শুনানি করে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি বিপুল পাঞ্চোলি-র বেঞ্চ। তামিলনাড়ু বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা একটি রিট আবেদনে বিদ্যুৎ সংশোধনী বিধির একটি ধারাকে চ্যালেঞ্জ জানায়। আদালতের পর্যবেক্ষণ, যদি ভর্তুকির সিদ্ধান্ত আগেভাগে জানানো হত, তা হলে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থাগুলি শুল্ক নির্ধারণ ও আর্থিক পূর্বাভাসে তা অন্তর্ভুক্ত করতে পারত। হঠাৎ ঘোষণায় নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং সিদ্ধান্তগ্রহণে স্বেচ্ছাচারিতার আশঙ্কা বাড়ে। প্রধান বিচারপতি সিনিয়র আইনজীবী গোপাল সুব্রহ্মণ্যমকে প্রশ্ন করেন, বিদ্যুতের সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করা আদৌ জনস্বার্থে কিনা। তাঁর মতে, বিষয়টি শুধু তামিলনাড়ুতে সীমাবদ্ধ নয় সারা দেশে 'বিনামূল্যে সুবিধা'কে কেন্দ্র করে এক ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠছে। এই প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক মহলে স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসছে পশ্চিমবঙ্গের একাধিক প্রকল্পের প্রসঙ্গ। যেমন, রাজ্য সরকারের বহুল আলোচিত 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'- যেখানে মহিলাদের মাসিক ভাতা দেওয়া হয়। সদ্য ঘোষিত 'যুবসাথী' প্রকল্পেও নির্দিষ্ট শ্রেণির যুবদের আর্থিক সহায়তার কথা বলা হয়েছে। শাসক দলের দাবি, এগুলি খয়রাতি নয়, সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের অংশ। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর হাতে নগদ পৌঁছে দিলে তা স্থানীয় অর্থনীতিকেও চাঙ্গা করে। মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতায়ন বা বেকার যুবকদের ন্যূনতম সহায়তা- এই যুক্তিই সামনে আনা হয়। তবে বিরোধীদের প্রশ্ন, রাজস্ব তলানিতে যাওয়া রাজ্যে ক্রমবর্ধমান অর্থ সহায়তা প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব কী? উন্নয়নমূলক পরিকাঠামো বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র কি তাতে চাপে পড়ছে না? সুপ্রিম কোর্ট সরাসরি কোনও রাজ্যের নাম না করলেও, তাদের পর্যবেক্ষণ কার্যত গোটা দেশের রাজ্য সরকারগুলির জন্যই প্রযোজ্য। কল্যাণমূলক ব্যয় ও ভোটমুখী খয়রাতির মধ্যে সীমারেখা কোথায়- সেটাই এখন মূল প্রশ্ন। অর্থনীতিবিদদের একাংশ মনে করেন, প্রকল্পের লক্ষ্য, আর্থিক স্বচ্ছতা ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাই নির্ধারণ করবে কোনও পদক্ষেপ সামাজিক সুরক্ষা নাকি নির্বাচনী খয়রাতি। আদালতের মন্তব্য সেই বিতর্ককে আরও উসকে দিল বলেই মনে করা হচ্ছে।

ভোটের আগে পাহাড়ে হড়কাল বিজেপি

তৃণমূলে যোগ দিলেন পদ্মের বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ ২৬-এর বিধানসভা ভোট ঘোষণার আগেই পাহাড়ে ধাক্কা খেল বিজেপি। কার্শিয়াংয়ের বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা যোগ দিলেন তৃণমূলে। বৃহস্পতিবার তৃণমূল ভবনে রাজ্যের দুই মন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও শশী পাঁজার উপস্থিতিতে

আনুষ্ঠানিকভাবে শাসক দলে নাম লেখালেন তিনি। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কার্শিয়াং কেন্দ্র থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়ে জয়ী হয়েছিলেন বিষ্ণুপ্রসাদ। সেই বার তিনি গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা (তামাং)-এর প্রার্থী শেরিং লামা দহলকে ১৫,৫১৫ ভোটে পরাজিত করেন। পরে বিজেপিতে যোগ দেন এবং বিধানসভায় গেরুয়া শিবিরের সদস্য হিসেবেই ছিলেন এতদিন। তবে সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা অধিবেশনে তাঁর মন্তব্য ঘিরেই জল্পনা শুরু হয়। তিনি বলেছিলেন, ''আমি আর রাজনীতির সঙ্গে নেই। এখন আমি মুক্ত পাখি, শৃঙ্খলমুক্ত।'' সেই মন্তব্যের পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছিল তাঁর ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ নিয়ে। অবশেষে সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন পাহাড়ের এই বিধায়ক। ভোটের প্রাক্কালে এই দলবদল পাহাড়ের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করতে পারে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তৃণমূলে যোগ দিয়ে কার্শিয়াংয়ের বাসিন্দাদের উদ্দেশে বিষ্ণুপ্রসাদ বলেন, ''আপনারা যে রাজনৈতিক চিহ্নে আমাকে ভোট দিয়েছিলেন, সেই রায়ের মর্যাদা আমি আজ পর্যন্ত রেখেছি।'' নিজের দলবদলের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁর দাবি, মানুষের স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ। তিনি বলেন, ''আমার জনগণ আমার উপর বিশ্বাস করেছিলেন। তাঁদের স্বপ্ন-উন্নত সমাজ, উন্নত ভবিষ্যৎ, উন্নত প্রজন্ম। সেই লক্ষ্যেই আমি তৃণমূলে এলাম।'' পুরনো দল বিজেপি-কে আক্রমণ করে বিষ্ণুপ্রসাদের অভিযোগ, ''যে দলে ছিলাম, কেন্দ্র থেকে টাকা পাঠায় না। কুণ্ঠা নিয়ে ছিলাম বিজেপিতে।'' তাঁর দাবি, গত ১৭ বছর ধরে গোর্খা জনগণকে অন্ধকারে রাখা হয়েছে। বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের দাবি, বিষ্ণুপ্রসাদ অনেকদিন ধরেই দল ও পরিষদীয় দল থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন ছিলেন। শঙ্করের কথায়, ''২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তিনি বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্তার বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়ে সাতটি বিধানসভা মিলিয়ে ৭ হাজার ভোটও পাননি।'' সেই ফলাফলের উল্লেখ করে তাঁর কটাক্ষ, ''যাঁর জনভিত্তি এতটাই সীমিত, তাঁকে দলে নিয়ে তৃণমূল কী বার্তা দিতে চাইছে?'' তৃণমূলের দিকে প্রশ্ন ছুড়ে শঙ্কর বলেন, ''ওঁকে ঠিক কী কী প্রতিশ্রুতি দিয়ে দলে নেওয়া হল, সেটা তৃণমূল কংগ্রেসকেই জানাতে হবে।'' তাঁর দাবি, বিষ্ণুপ্রসাদ-তৃণমূল দু'পক্ষের কেউই এই সমীকরণে লাভবান হবেন না। শঙ্কর বলেন, ''২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনেই দেখতে পাবেন- দু'জনেই ডুববে। কে কাকে নিয়ে ডুববে, সেটা এখন বলা মুশকিল।''

এনআরএস হাসপাতালে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ কলকাতার সরকারি হাসপাতাল ঘিরে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন নতুন নয়। ফের চুরির অভিযোগ উঠল নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। রোগীর পরিবারের দাবি, একের পর এক চুরির ঘটনায় পুলিশ ও নিরাপত্তারক্ষীদের নিষ্ক্রিয়তা পরিস্থিতিকে আরও উদ্বেগজনক করে তুলছে। অভিযোগ, রাত ৯টা নাগাদ এক মহিলাকে চুরির অভিযোগে ধরে ফেলেন রোগীর আত্মীয়রা। তাঁকে তুলে দেওয়া হয় এন্টালি পুলিশের হাতে। কিন্তু পরিবারের দাবি, রাত ১১টা নাগাদই ওই মহিলাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপর থেকেই নাকি তিনি রোগীর পরিজনদের হুমকি ও হেনস্থা করছেন। এখানেই শেষ নয়।

১৯ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে আরও দু'জনকে চুরির অভিযোগে পাকড়াও করেন রোগীর আত্মীয়রা। কিন্তু ইমার্জেন্সিতে থাকা পুলিশকর্মী বা নিরাপত্তারক্ষীদের তরফে তেমন কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলেই অভিযোগ। সূত্রের খবর, ধৃত দু'জনের বিরুদ্ধেও এখনও পর্যন্ত কোনও মামলা রুজু হয়নি। যদিও গোটা ঘটনায় পুলিশ প্রশাসনের তরফে আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু জানানো হয়নি। এক আত্মীয়ের অভিযোগ, ''বটুয়া থেকে মোবাইল-টাকা সব চুরি হয়েছে। পুলিশ চোর ধরতেই পারছে না।'' আর এক জনের দাবি, ''আমার ভাই ভর্তি রয়েছেন। এক ছেলেকে বারবার হাসপাতালের আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি। সেই ছেলেটাই ফোন চুরি করছে। পুলিশ ধরতে পারেনি।'' রোগীর পরিবারগুলির আশঙ্কা, হাসপাতালের চত্বরে দুষ্কৃতীদের অবাধ যাতায়াত তাঁদের নিরাপত্তাকে প্রশ্নের মুখে ফেলছে। রাতের বেলা পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে বলে দাবি তাঁদের। অনেকেই আরজি কর হাসপাতালের কথাও মনে করিয়ে দিচ্ছেন। ২০২৪-এর আগস্ট মাসের ঘটনার পর কিছুটা হলেও ছবি পাল্টেছে। কর্তব্যরত মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের নেপথ্যে নিরাপত্তার গাফিলতিকেই অনেকাংশে দায়ী করা হয়েছিল সেই সময়। নিরাপত্তা ও অন্যান্য সংস্কারের নানা দাবি তুলে পথে নেমেছিলেন জুনিয়র ডাক্তাররা। এখন কলকাতা শহরের অধিকাংশ সরকারি হাসপাতালেই নিরাপত্তা আগের চেয়ে বেড়েছে। বাড়তি সিসিটিভি-ও বসানো হয়েছে। নিরাপত্তার দায়িত্ব সিভিক ভলান্টিয়ারদের হাত থেকে গিয়েছে পুলিশ বা বেসরকারি নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে। তবু এনআরএস-এ চুরির ঘটনা ফের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল।

রামকৃষ্ণ পরমহংসকে মোদির 'স্বামী' সম্বোধন

বাংলাকে 'অসম্মান' করার অভিযোগ মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ রামকৃষ্ণ দেবের জন্মতিথিতেও বিতর্ক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এক্স মাধ্যমে করা পোস্ট নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংসদে বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, রামকৃষ্ণদেব যুগাবতার ছিলেন, তাই তাঁকে 'ঠাকুর' হিসেবেই সম্বোধন করা হয়। তাঁর শিষ্য অর্থাৎ সন্ন্যাসীদের নামের আগে ব্যবহার করা হয় 'স্বামী'।

প্রধানমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'বঙ্গিম দা' সম্বোধন করায় বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। আর এবার রামকৃষ্ণ দেবকে 'স্বামী' সম্বোধন করায় প্রশ্ন তুলল তৃণমূল। এভাবে বাংলার সংস্কৃতিকে অপমান করা হয়েছে বলে এক্স মাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মমতা। বিজেপির দাবি, সম্বোধনে কিছু যায় আসে না, শ্রদ্ধাটাই আসল। আজ, বৃহস্পতিবার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মতিথি পালিত হচ্ছে। এদিন মোদি এবং মমতা উভয়েই রামকৃষ্ণ দেবকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন। প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'স্বামী রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্ম জয়ন্তীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি।' এই পোস্ট ঘিরেই বিতর্কের সূত্রপাত। প্রধানমন্ত্রী পোস্ট করার কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রশ্ন তুলে পোস্ট করেন মমতা মুখ্যমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেছেন, রামকৃষ্ণ দেবকে 'ঠাকু', বিবেকানন্দকে 'স্বামী' ও সারদা দেবীকে 'মা' হিসেবে সম্বোধন করা হয় বাংলায়। এইভাবে নতুন প্রত্যয় যুক্ত করবেন না বলে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন মমতা। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ কটাক্ষ করে বলেছেন, ''কী বলতে হয় এরা জানে না। অবিলম্বে সংশোধন করা উচিত। যারা রিসার্চ করছেন, তাঁদের জানা উচিত।'' তবে বিজেপির দাবি, সম্বোধনে কিছু যায় আসে না। বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা বলেন, ''স্বয়ং রামকৃষ্ণ দেবই বলে গিয়েছেন যত মত তত পথ, কেউ ভগবান বলে, কেউ ঠাকুর বলে, কেউ দেব বলে, যে ভাবে ঈশ্বরকে ডাকবে, সেভাবেই তিনি দেখা দেবেন। শ্রদ্ধা দেখানো হয়েছে কি না, সেটাই বড় জিনিস।''

প্রায় ৬৩ লক্ষ নাম বাদ, ভাগ্য ঝুলে অন্তত ৬০ লক্ষের!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্যের এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে শেষ হতে আর বেশিদিন বাকি নেই। তবে এরই মধ্যে যে তথ্য সামনে এসেছে তা চমকে দেওয়ার মতো। তাই মনে করা হচ্ছে, প্রক্রিয়ার সময়সীমা বাড়াতে পারে নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্ক শুরু থেকেই ছিল। এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, ৫৮ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গেছিল। তবে বৃহস্পতিবার জানা গেল, আরও ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ৯৭০ জন ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে অযোগ্য হিসেবে। কারণ তাঁরা পর্যাপ্ত নথিই দেখাতে পারেননি। অর্থাৎ এখনও পর্যন্ত প্রায় ৬৩ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গেল। অন্যদিকে, এসআইআর শুনানি পর্বে ৫ লক্ষ ভোটার আসেইনি বলে জানা গেছে। পাশাপাশি জেলাশাসকদের তরফে ভেরিফিকেশন বাকি ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার ৩২৩ জন ভোটারের। এছাড়া 'ফাউন্ড ওকে' করা সত্ত্বেও যে ভোটারদের ক্ষেত্রে 'টু বি রিভিউড' করা হয়েছে সেই সংখ্যাটা প্রায় ৩০ লক্ষ। ইআরও-এইআরও-দের পক্ষ থেকে ডিসপোসল বাকি অন্তত ২০ লক্ষ ভোটারের তথ্য। সব মিলিয়ে প্রায় ৬০ লক্ষ ভোটারের ভাগ্য এখনও ঝুলে রয়েছে।

অসম সফরে প্রিয়ঙ্কা, কংগ্রেস সাংসদকে ঘিরে অঘোরীদের উল্লাস

'আমাদের মেয়ে প্রধানমন্ত্রী হবে'

সংবাদ সংস্থা, গুয়াহাটি, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতির আবহে দু'দিনের অসম সফরে পৌঁছেছেন, কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়ঙ্কা গান্ধি বঢরা। বৃহস্পতিবার সকালেই গুয়াহাটির লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদোলই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামেন তিনি। সেখান থেকে সরাসরি যান শক্তিপীঠ কামাখ্যা মন্দিরে পুজো দিতে। তবে রাজনৈতিক কর্মসূচির থেকেও বেশি চর্চা কুড়িয়েছে মন্দির সঙ্গে একাধিক বৈঠক করার কথা রয়েছে তাঁর। মহিলা কংগ্রেস ও এনএসইউআই-সহ বিভিন্ন ফ্রন্টাল সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও আলোচনা নির্ধারিত। দলীয় সূত্রে খবর, অসমে প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়ায় প্রিয়ঙ্কা নিজে নজর রাখছেন। তাঁদের কথায়, এ বার 'অভূতপূর্ব ও পদ্ধতিগত' স্ক্রিনিং প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে। সম্ভাব্য প্রার্থীদের মূল্যায়ন, সাংগঠনিক প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা এবং রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে অল

চত্বরে ঘটে যাওয়া এক মুহূর্ত। মন্দিরে এক নাগা সাধুর (প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, অঘোরী বাবা) সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলাপ হয় প্রিয়ঙ্কার। একটি ছবি তোলার অনুরোধ জানান ওই সাধু। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, তিনি প্রিয়ঙ্কার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করছেন এবং বলছেন, ''হামারা বেটি প্রধানমন্ত্রী বনেগা (আমাদের মেয়ে প্রধানমন্ত্রী হবে)।'' মন্তব্য শুনে প্রিয়ঙ্কাকে হালকা বিস্মিত হাসি হেসে সরে যেতে দেখা যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই মুহূর্তটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে সময় নেয়নি। কংগ্রেস শিবির অবশ্য ঘটনাটিকে 'আশীর্বাদমাত্র' বলেই দেখছে। মন্দির দর্শনের পর প্রিয়ঙ্কা যান গুয়াহাটির রাজীব ভবনে (কংগ্রেস ভবন)। সেখানে ব্লক কংগ্রেস কমিটি, জেলা কংগ্রেস কমিটি এবং অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নেতাদের ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সমন্বয়- এই বিষয়গুলিই বৈঠকের মূল আলোচ্য। অসম কংগ্রেস নেতাদের দাবি, ভোটের প্রচার যত গতি পাবে, প্রিয়ঙ্কার সফরও তত ঘন ঘন হবে। রাজনৈতিক তাৎপর্যের পাশাপাশি কামাখ্যার সেই আশীর্বাদী মুহূর্ত আপাতত সফরের আলোচনাকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। অসমের ভারপ্রাপ্ত এআইসিসি নেতা জিতেন্দ্র সিংহ বলেন, ''এই প্রথম ব্লক কংগ্রেস কমিটি, জেলা কংগ্রেস কমিটি, গ্রাম কংগ্রেস কমিটি, যুব কংগ্রেস, মহিলা কংগ্রেস, দলের জনজাতি ও আদিবাসী শাখার প্রতিনিধিদের মতো তৃণমূল স্তর পর্যন্ত কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করবেন স্ক্রিনিং কমিটির পর্যবেক্ষকরা। এ ছাড়া দলের সাংসদ, বিধায়ক, পরিচালন কমিটি ও নির্বাচন কমিটির সঙ্গেও প্রার্থী বাছাই নিয়ে বিস্তারিত কথা হবে প্রিয়ঙ্কার।''

ইংল্যান্ডের মাটিতেই গ্রেপ্তার ব্রিটেনের রাজার ভাই, নাম জড়িয়েছে যৌন কেলেঙ্কারিতে

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ ব্রিটেনে হুলস্থূল, রাজা তৃতীয় চার্লসের ছোট ভাই অ্যান্ড্রু মাউন্টব্যাটেন-উইন্ডসরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সরকারি পদে অসদাচরণ সন্দেহে অ্যান্ড্রুকে গ্রেপ্তার করা হযেছে বলে সূত্রের খবর। জেফ্রি এপস্টিন কেলেঙ্কারি নিয়ে জলঘোলা চলছে। তার মধ্যেই বৃহস্পতিবার এই বড় ঘটনা ঘটল। বিবিসি-র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, পুলিশের ছয়'টি সাদা গাড়ি এবং প্রায় আটজন সাদা পোশাকধারী অফিসার বৃহস্পতিবারের সকালে পূর্ব ইংল্যান্ডের নরফোক কাউন্টির স্যান্ড্রিংহাম এস্টেটের উড ফার্মে পৌঁছন। তারপরই সামনে আসে অ্যান্ড্রু মাউন্টব্যাটেন-উইন্ডসরকে গ্রেপ্তারের খবর। চলতি মাসের শুরুতে, টেমস ভ্যালি পুলিশ বলেছিল যে- কর্মকর্তারা মাউন্টব্যাটেন-উইন্ডসর অ্যান্ড্রু প্রয়াত যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টিনের কাছে গোপনীয় সরকারি নথিপত্র হস্তান্তর করেছিলেন বলে তদন্তে উঠে এসেছে। মার্কিন বিচার বিভাগ সম্প্রতি এপস্টিন সম্পর্কিত যেসব নথি প্রকাশ করেছে, তাতে ব্রিটেন ষ্ট্র ও ইউরোপের প্রভাবশালী অনেক ব্যক্তির মধ্যে ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লসের ছোট ভাই প্রিন্স অ্যান্ড্রুর নামও রয়েছে। নথিগুলোর মধ্যে এমন কিছু ইমেইল রয়েছে, যাতে এপস্টিনকে বাকিংহাম প্যালেসে নৈশভোজে

আমন্ত্রণ জানানোর কথা উল্লেখ রয়েছে। পুলিশ, সম্প্রতি মার্কিন সরকার প্রকাশিত ফাইলগুলিতে উল্লেখ থাকা দাবিগুলি পরীক্ষা করছিল। এই নথিগুলির বিষয়বস্তু, ডিউক অফ ইয়র্কের অতীতের সম্পর্কগুলির পুনর্বিবেচনার সূত্রপাত করেছে। বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তারের রিপোর্টের পর টেমস ভ্যালি পুলিশের তাৎক্ষণিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের দ্বিতীয় পুত্র মাউন্টব্যাটেন-উইন্ডসর, এপস্টিনের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও অন্যায়ের কথা ধারাবাহিকভাবে অস্বীকার করে আসছেন। আগের বিবৃতিতে অ্যান্ড্রু বলেছেন যে, যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টিনের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় তিনি অপমানিত, এটা তাঁরই অর্থদাতা। এই জন্য তিনি অনুতপ্ত। তবে তাঁর দাবি, তিনি কোনও বেআইনি কাজ করেননি। মার্কিন সরকারের সর্বশেষ ফাইল প্রকাশ্যে আসার পর থেকে অবশ্য অ্যান্ড্রু এ সংক্রান্ত কোনও প্রশ্নেরই জবাব দেননি। এই পরিস্থিতিতে বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। তিনি বলেন, জেফরি এপস্টিন সংক্রান্ত নথি ও কর্মকাণ্ডের তদন্তে ব্রিটেনের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রিন্স অ্যান্ড্রুর সহযোগিতা করা উচিত। ব্রিটেনের রাজা তথা অ্যান্ড্রুর ব। ভাই রাজা তৃতীয় চার্লস তদন্তে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। গত ৯ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, অভিযোগগুলো টেমস ভ্যালি পুলিশ খতিয়ে দেখলে বাকিংহাম প্যালেস সহায়তা করতে প্রস্তুত। যদিও বৃহস্পতিবার বাকিংহাম প্যালেসের তরফেও এখনও অ্যান্ড্রুর গ্রেপ্তারের বিষয়ে কোনও বিবৃতি জারি করা হয়নি। ব্রিটিশ রাজপরিবারের একজন শীর্ষ সদস্য এই প্রথম এমন গুরুতর আইনি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলেন। ফলে জনসাধারণের মধ্যে চর্চা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক বিতর্কও ক্রমশ বাড়ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথিতে বেলুড় মঠে ভক্তদের ঢল, দিনভর বিশেষ পূজা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি,হাওড়া, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস-এর ১৯১তম জন্মতিথি উপলক্ষে বৃহস্পতিবার ভোর থেকেই বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। ভোর সাড়ে চারটায় মঙ্গল আরতির মধ্য দিয়ে দিনের বিশেষ পূজা ও ধর্মীয় কর্মসূচির সূচনা হয়। এরপর সারাদিন ধরে নানা আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।মঠের মূল মন্দিরের ডানদিকে অস্থায়ী মঞ্চে সকাল থেকেই ভক্তিগীতি, স্তবগান, বেদপাঠ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তরা অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ঠাকুরের জীবনাদর্শ ও মানবধর্মের বাণী নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট সন্ন্যাসীরা। জন্মতিথি উপলক্ষে এদিন বেলুড় মঠে আগত সকল ভক্ত ও দর্শনার্থীদের জন্য বিশেষ প্রসাদের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। শৃঙ্খলা বজায় রাখতে মঠ কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসনের তরফেও নিরাপত্তার ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।ভক্তদের মতে, শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের জন্মতিথি শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং মানবতা, সহিষ্ণুতা ও সম্প্রীতির বার্তা পুনরুজ্জীবিত করার এক পবিত্র দিন।

বিহারের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে ফের বিক্ষোভ আরজেডি-র

পাটনা(সংবাদ সংস্থা), ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ বিহারের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে ফের বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)। বৃহস্পতিবার বিহার বিধানসভার বাইরে, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিক্ষোভ দেখান আরজেডি বিধায়করা। নীতীশ কুমার সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন তাঁরা।আরজেডি বিধায়ক রণবিজয় সাহু বলেছেন, বিহারের পরিস্থিতি খারাপ। রাজ্যে ক্রমাগত খুন ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। বিহারে অপরাধীদের মনোবল বেড়ে গেছে এবং সরকার নীরব। মুখ্যমন্ত্রী কিছু বলতে প্রস্তুত নন। আমরা ক্রমাগত প্রতিবাদ করছি, কিন্তু সরকার শুনতে প্রস্তুত নয় বলে খবর সূত্র জানান।

তৃণমূলের ‘খাদ্য ফ্যাসিবাদ’ নিয়ে এবার সরব বিজেপি

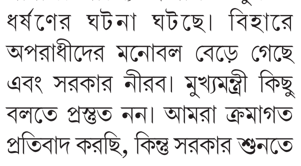

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ অন্যত্র কাল্পনিক 'আমিষ নিষিদ্ধকরণ' নিয়ে তৃণমূল চেঁচামেচি করে। কিন্তু যখন তাদের পরিচালিত পুরসভাগুলি জনসমক্ষে মাছ ও মাংসকে নিরুসাহিত করার পোস্টার লাগায়, তখন তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে সম্পূর্ণ নীরবতা। বৃহস্পতিবার 'আমিষ নিষিদ্ধকরণ' নিয়ে এভাবেই কটাক্ষ করল রাজ্য বিজেপি। দক্ষিণ দমদম পুরসভার একটি বিজ্ঞপ্তি-র ছবি-সহ এক্সবার্তায় বিজেপি লিখেছে, কাল্পনিক 'আমিষ নিষিদ্ধকরণ'-এর নামে খাদ্য ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে চিৎকার করে তৃণমূল। এটা তাদের দ্বিমুখী নীতি স্পষ্ট করে তোলে। মাছ ও মাংস (মুরগি, খাসির মাংস এবং শুয়োরের মাংস) বাংলার সংস্কৃতির সাথে গভীরভাবে মিশে আছে এবং কারও এটি লঙ্ঘন করার অধিকার নেই।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি করছেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মেশিনগুলিকে বুদ্ধিমান করে তুলছে, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, এআই মানুষের ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি করছে। বৃহস্পতিবার ইন্ডিয়া-এআই ইম্প্যাক্ট সামিটে এই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, কেবল একটি পার্থক্য আছেঃ এবার গতি অভূতপূর্ব এবং স্কেলও অপ্রত্যাশিত। আগে, প্রযুক্তির প্রভাব দৃশ্যমান হতে কয়েক দশক সময় লাগত। এখন মেশিন লার্নিং থেকে লার্নিং মেশিনে যাত্রা আগের চেয়ে দ্রুত, গভীর এবং বিস্তৃত।প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন বলেন, বিশ্বের তরুণরা যে গতিতে এআই-কে গ্রহণ করছে এবং এর মালিকানা নিচ্ছে তা প্রশংসনীয়। এআই সামিটের জন্য তরুণদের মধ্যে প্রচণ্ড উৎসাহ রয়েছে। এই সম্মেলনে অংশ নেওয়া বিশ্বনেতাদের ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, বিশ্বের বৃহত্তম ও ঐতিহাসিক এআই ইমপ্যাক্ট সামিটের জন্য আপনাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন। যে ভারতে এই সামিট অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেখানে বিশ্বের এক-ষষ্ঠাংশ জনসংখ্যা রয়েছে। ভারতে বিশ্বের বৃহত্তম যুব জনসংখ্যা রয়েছে। ভারত বৃহত্তম প্রযুক্তি-সক্ষম বাস্তুতন্ত্রের একটি উদাহরণ।প্রধানমন্ত্রী বলেন, নতুন প্রযুক্তি নিয়ে কিছু মানুষের সন্দেহ আছে। কিন্তু তরুণ প্রজন্ম যেভাবে এআই-কে গ্রহণ করছে তা অভূতপূর্ব। মোদী বলেন, মানব ইতিহাসের ধারাবাহিকতায়, এমন কিছু মোড় এসেছে যা সমগ্র শতাব্দীকে রূপ দিয়েছে। এই মোড়গুলি সভ্যতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করেছে এবং উন্নয়নের গতিকে রূপান্তরিত করেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ইতিহাসের এমনই একটি রূপান্তর। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মেশিনগুলিকে বুদ্ধিমান করে তুলছে। একই সঙ্গে, এটি মানুষের ক্ষমতাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করছে। অন্যদিকে ভারত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় এক শক্তিশালী ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে, জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, আমাদের প্রতিভা, শক্তির ক্ষমতা এবং নীতিগত স্পষ্টতা রয়েছে। আমি আপনাদের সকলকে জানাতে পেরে আনন্দিত যে, এই শীর্ষ সম্মেলনে, তিনটি ভারতীয় কোম্পানি নিজেদের এআই মডেল এবং অ্যাপ চালু করেছে। এই মডেলগুলি আমাদের তরুণদের প্রতিভা প্রদর্শন করে। আমি আপনাদের সকলকে ভারতে নকশা এবং বিকাশের জন্য, বিশ্ব, মানবতার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।ইন্ডিয়া-এআই ইম্প্যাক্ট সামিটে বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা এমন এক যুগে প্রবেশ করছি, যেখানে মানুষ এবং বুদ্ধিমান ব্যবস্থা সহ-সৃষ্টি, সহ-কাজ এবং সহ-বিকশিত হবে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, কয়েক দশক আগে, যখন ইন্টারনেট শুরু হয়েছিল, তখন কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে, এটি কত বেশি কর্মসংস্থান তৈরি করবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ভবিষ্যতে এই ক্ষেত্রে কী ধরণের কর্মসংস্থান তৈরি হবে তা এই মুহূর্তে কল্পনা করা কঠিন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে কাজের ভবিষ্যৎ পূর্বনির্ধারিত নয়। এটি আমাদের সিদ্ধান্ত, আমাদের গতিপথ এবং কর্মপদ্ধতির উপর নির্ভর করবে। আমি বিশ্বাস করি কাজের ভবিষ্য আমাদের জন্য একটি নতুন সুযোগ। এটি মানুষ এবং বুদ্ধিমান ব্যবস্থার একসাথে কাজ করার যুগ।এআই রূপান্তরকারী শক্তি, দিকনির্দেশনাহীন হলে ব্যাঘাতে পরিণত হয়। এমনটাই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার ইন্ডিয়া-এআই ইম্প্যাক্ট সামিটে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এআই একটি রূপান্তরকারী শক্তি। যদি দিকনির্দেশনাহীন হয়, তাহলে এটি একটি ব্যাঘাতে পরিণত হয় যদি সঠিক দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়, তাহলে এটি একটি সমাধানে পরিণত হয়। কীভাবে এআই-কে যন্ত্র-কেন্দ্রিক থেকে মানব-কেন্দ্রিক করা যায়, কীভাবে এটিকে সংবেদনশীল এবং প্রতিক্রিয়াশীল করা যায়, এটিই এই গ্লোবাল এআই ইমপ্যাক্ট সামিটের মূল লক্ষ্য। এই শীর্ষ সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করে যে ভারত এআই-কে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে। সকলের কল্যাণ, সকলের সুখ। এটিই আমাদের মানদণ্ড।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, এআই-এর জন্য, মানুষ কেবল তথ্যের কেন্দ্রবিন্দু। এআই-কে গণতন্ত্রীকরণ করতে হবে। এটিকে অন্তর্ভুক্তি এবং ক্ষমতায়নের একটি মাধ্যম করতে হবে, বিশেষ করে গ্লোবাল সাউথ-এ। আমাদের এআই-কে একটি উন্মুক্ত আকাশ দিতে হবে এবং জিপিএসের মতো কমান্ডও আমাদের হাতে রাখতে হবে। জিপিএস আমাদের পথ দেখায়, কিন্তু আমাদের কোন দিকে যাওয়া উচিত তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমাদের। এখন আমরা এআই-কে কোন দিকে নিয়ে যাব তা আমাদের ভবিষ্যত নির্ধারণ করবে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আসুন আমরা এআই-কে একটি বিশ্বব্যাপী সাধারণ কল্যাণ হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার করি। আজকের দিনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হল বিশ্বব্যাপী মান প্রতিষ্ঠা করা। ডিপফেক এবং বানোয়াট বিষয়বস্তু উন্মুক্ত সমাজকে অস্থিতিশীল করে তুলছে। ডিজিটাল বিশ্বে, বিষয়বস্তুতেও সত্যতা লেবেল থাকা উচিত যাতে মানুষ জানতে পারে কোনটি আসল এবং কোনটি এআই দিয়ে তৈরি। এআই যত বেশি টেক্সট, ছবি এবং ভিডিও তৈরি করে, শিল্পের ক্রমবর্ধমানভাবে ওয়াটারমার্কিং এবং ক্লিয়ার-সোর্স মানদণ্ডের প্রয়োজন হয়। অতএব, শুরু থেকেই প্রযুক্তির উপর এই বিশ্বাস তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, আজ নতুন দিল্লির এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে, আমি এআই-এর জন্য মানব ভিশন উপস্থাপন করছি। মানব মানে মানুষ, এবং মানব ভিশন বলে এম- নৈতিক ও নীতিগত ব্যবস্থাঃ এআই নীতিগত নির্দেশনার উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত। এ- জবাবদিহিমূলক শাসন মানে স্বচ্ছ নিয়ম, দৃঢ় তত্ত্বাবধান এন- জাতীয় সার্বভৌমত্ব মানে যার তথ্য, তার অধিকার। এ- অ্যাক্সেসযোগ্য এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থ এআই একটি গুণক হওয়া উচিত, একচেটিয়া নয়। ভি - বৈধ এবং বৈধ অর্থ এআই আইনসঙ্গত এবং যাচাইযোগ্য হওয়া উচিত। ভারতের এই মানব ভিশন একবিংশ শতাব্দীর এআই-ভিত্তিক বিশ্বে মানবতার কল্যাণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্ক হয়ে উঠবে।অন্যদিকে নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়া

শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা নরেন্দ্র মোদীর

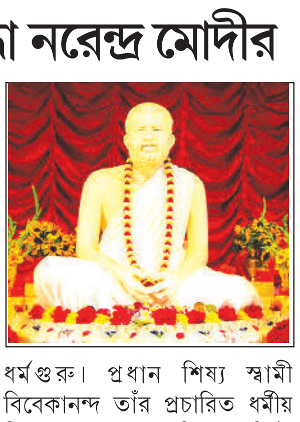

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃস্বামী রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মবার্ষিকীতে, আমি তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি। বৃহস্পতিবার এক্স-বার্তায় এ কথা লিখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, তিনি যেভাবে আধ্যাত্মিকতা এবং ভক্তিকে জীবনীশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা প্রতিটি যুগে মানবতার উন্নতির জন্য কাজ করে যাবে। তাঁর মহ চিন্তাভাবনা এবং শিক্ষা চিরকাল অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।প্রসঙ্গত, রামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬ - ১৬ আগস্ট ১৮৮৬)-র পূর্বাশ্রমের নাম গদাধর চট্টোপাধ্যায়। ঊনবিংশ শতকের যোগসাধক, দার্শনিক ও ধর্মগুরু। প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর প্রচারিত ধর্মীয় চিন্তাধারায় রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা উভয়েই বঙ্গীয় নবজাগরণের এবং ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বাংলা তথা ভারতীয় নবজাগরণের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তাঁকে তাঁর অনুসারীরা

মহারাষ্ট্রে পালিত শিবাজী জয়ন্তী, ছত্রপতিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রধানমন্ত্রীর

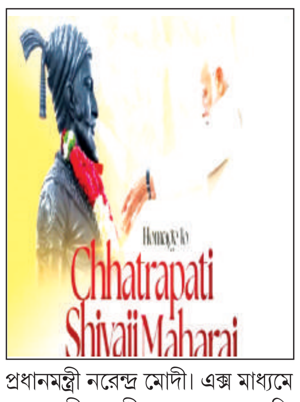

মুম্বই, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ মুম্বই, পুণে-সহ মহারাষ্ট্রজুড়ে বৃহস্পতিবার যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের জন্মবার্ষিকী। মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রত, মুম্বইয়ের মেয়র রিতু তাওদে এদিন সকালে শিবাজি পার্কে ছত্রপতি শিবাজি মহারাজকে শ্রদ্ধা জানান। শিবজয়ন্তী উপলক্ষ্যে পুণের শিবনেরি দুর্গে ছত্রপতি শিবাজি মহারাজকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন অভিনেতা রীতেশ দেশমুখ। রীতেশ বলেন, শিবজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আমি সকল শিব ভক্তদের শুভেচ্ছা জানাই। ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ আমাদের অনুপ্রাণিত করে চলেছেন ও নতুন শক্তি দিয়ে যাচ্ছেন। দেশের জন্য তিনি যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন সে সম্পর্কে তরুণদের অবহিত করা উচিত। আমাদের সকলেরই ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টা করা উচিত।ছত্রপতি শিবাজী মহারাজকে এদিন শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের জয়ন্তীতে, আমরা দূরদর্শী নেতা, ব্যতিক্রমী প্রশাসক, কৌশলগত চিন্তাবিদ এবং স্বরাজ্যের রক্ষককে শ্রদ্ধা জানাই। তাঁর সাহস আমাদের অনুপ্রাণিত করুক, তাঁর শাসন আমাদের পথ দেখাক ও তাঁর ন্যায়বিচার এবং আত্মসম্মানের চেতনা আমাদের সমাজকে শক্তিশালী করুক।

রাশিফল

মেষঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি শক্তি এবং অনুপ্রেরণার একটি নতুন উৎস খুলে যেতে পারে। আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে এবং আপনি আপনার লক্ষ্য অর্জনের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাবেন। শুভদিন

বৃষঃরাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি ইতিবাচক দিন। আপনার ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনে ভারসাম্য আনার সময় এসেছে। এই দিন আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে আপনার সম্পর্কের উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শুভদিন

মিথুনঃ অন্যদের সাথে খুশি ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে স্বাস্থ্যের বিকাশ ঘটতে পারে। ব্যস্ততার মধ্যে বিনিয়োগ করবেন না- তাতে লোকসান হবেই যদি না আপনি বিনিয়োগ সময় সব দিক লক্ষ্য রাখেন। বিবাহের যোগ হবে না।

কর্কট রাশিঃ আপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান হোন, বিশেষ করে উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা। জমিজমায় বিনিয়োগ করা লাভদায়ক হবে। সংসারে শান্তি হবে।

সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি বিশেষ দিন। আপনি আপনার চারপাশে ইতিবাচক শক্তি অনুভব করবে, যা আপনার আত্মবিশ্বাসকে শক্তিশালী করবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা করা হবে এবং সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে। আপনার চিন্তাভাবনা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করা আপনার পক্ষে সহজ হবে, যা আপনাকে নতুন সম্পর্কের সৃষ্টি করতে সাহায্য করবে।

কন্যা ঃজাতক জাতিকাদের এই দিনটি ইতিবাচক হতে চলেছে। আপনার কাজে নতুন শক্তি এবং উসাহ বজায় থাকবে। আপনার সামনে কিছু নতুন পরিকল্পনা বা প্রজেক্ট আসতে পারে, যা নিযে. আপনি উত্তেজিত থাকবেন।

তুলাঃ আপনার খাবার সম্পর্কে সঠিক যত্ন নিন, বিশেষ করে মাইগ্রেনের রোগীরা, যাঁদের খাওয়া বাদ দেওয়া উচিত নয় অন্যথায় এটি তাঁদেরকে অহেতুক মানসিক চাপ দিতে পারে। আজ আপনি সহজেই মূলধন- অনাদায়ী ঋণ জোগাড় করতে পারবেন- বা নতুন প্রকল্পে কাজ করার জন্য পুঁজির অনুরোধ করতে পারেন। আর্থিক উন্নতি হবে

বৃশ্চিকঃ বাচ্চাদের সঙ্গে সান্ত্বনা খুঁজে নিন। শুধুমাত্র আপনার নিজের পরিবারের বাচ্চারাই নয় বরং অন্যদের সন্তানদেরও উপশমকারী ক্ষমতা আপনাকে প্রবোধ দিতে এবং উদ্বেগ শান্ত করতে পারে। শুভদিন।

ধনুঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি ইতিবাচক শক্তিতে পূর্ণ হবে। আপনার আত্মবিশ্বাস অনেক বেশি থাকবে, যা আপনাকে অনেক চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে সক্ষম করবে। সন্তান হতেপারে আজ

মকরঃ জাতক জাতিকাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিন হতে চলেছে। আপনি আপনার চিন্তাভাবনা এবং উদ্দেশ্য স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করার সুযোগ পাবেন। এটি আপনার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময়। শুভ দিন।

কুম্ভঃদ্ব ঃদ্ব এড়িয়ে চলুন কারণ এটি আপনার অসুস্থতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। দিনের শেষ ভাগে আর্থিক উন্নত হবে। আপনাকে শান্তি বজায় রাখার জন্য আপনার রাগকে দমন করতে হবে এবং পারিবারিক পরিবেশকে দূষিত হতে দেবেন না।

মীনঃমন কোন কাজকর্মে নিযুক্ত হোন যা উৎসাহব্যঞ্জক এবং আপনাকে ভারমুক্ত রাখবে। আজ আপনার পথে আসা নতুন বিনিয়োগের সুযোগ অন্বেষণ করুন- কিন্তু একবার প্রকল্পগুলির কার্যকারিতা পরীক্ষা করার পরেই তাতে নিজেকে সঁপে দিন। শুভদিন

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় শীতের বিদায় এবার আসন্ন। আগামী দু'দিনে তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের না হলেও, তারপর থেকে তাপমাত্রা বাঙবে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা বা।তে পারে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে আগামী ৫ দিন শুষ্ক আবহাওয়া ও মেঘমুক্ত আকাশ থাকবে। আগামী দু'দিনে তাপমাত্রার তারতম্য না হলেও, তারপর কিছুটা বাঙবে তাপমাত্রার পারদ। অর্থা তাপমাত্রা কমার সম্ভাবনা আর নেই, উল্টে বাঙবে। মৃদু শীতও ধীরে ধীরে উধাও হবে। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বভাবিকের থেকে ১.৭ ডিগ্রি কম।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৪ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ২৭ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়নি।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫৫মিনিট এবং ০৯ রাত ৫৫টা। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫২মনিট এবং রাত ০৮টা ৫২মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০৮মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৩৩মনিটে হতে পারে।

রেশন ডিলারদের অনশন হাওড়া ময়দানে

হাওড়া,১৯ফেব্রুয়ারিঃন্যায্য কমিশন, হ্যান্ডেলিং লস, সহ একগুচ্ছ দাবিতে গত বুধবার হাওড়া ময়দানে জেলাশাসকের দফতরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ এবং অনশনে বসেন হাওড়া জেলার গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের রেশন ডিলাররা। বিক্ষোভ শেষে পুলিশি ব্যবস্থাপনায় সংগঠনের নেতৃত্বরা জেলাশাসকের দফতরে প্রতিবাদপত্র ও জমা দেন। আন্দোলনের নেতৃত্ব অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডারেশনের জাতীয় কমিটির অন্যতম সম্পাদক সুমিত কুমার দে এর বক্তব্য অনুযায়ী, কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকার ই রেশন ডিলারদের বছরের পর বছর শুধু বঞ্চনাই করে গেছে। জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা যোজনার অধীনে রেশন ডিলার রা কেন্দ্রীয় প্রকল্পের চাল - গম বিলি করলেও বছরে পর বছর ধরে রেশন ডিলারদের কমিশন বৃদ্ধির কোনো চিন্তা ভাবনাই কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। অথচ, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা প্রতি ৬ মাস অন্তর অন্তর বেড়েই চলেছে। উপরন্তু, বিনামূল্যে খাদ্যশস্যের সরাসরি গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি ভর্তুকির টাকা পাঠিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ করে তা রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে গরিব মানুষদের মধ্যে বিলি বন্টনের পুরো ব্যাবস্থাটাই ধ্বংস করে প্রকারান্তরে পুরো ব্যাবস্থাটাই বেসরকারী হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত করছে কেন্দ্রীয় সরকার।অপর দিকে এই রেশন ডিলাররাই রাজ্য সরকারের খাদ্যসাথী প্রকল্পের রূপকার হাওয়া সত্ত্বেও আর্থিক অভাবের বাহানায় রাজ্য সরকারও রেশন ডিলারদের কমিশন বৃদ্ধির বিষয়ে সম্পূর্ন উদাসীন। তিনি আরও অভিযোগ করেন, অন্যান্য ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার অনুদান, ভাতা বৃদ্ধি করলেও, যে রেশন ডিলাররা করোনা মহামারীর সময়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পরিষেবা দিয়ে গেছেন, এমনকি, দিঘা জগন্নাথ ধামের প্রসাদ বিলির জন্যে যাদের কথা রাজ্য সরকারের মনে পড়ে, বাজেট বরাদ্দ করার সময় সেই রেশন ডিলারদের কথাই ভুলে যায় এই সরকার।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী প্রধানদের সাক্ষাৎ

ঢাকা, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দ্বিতীয় দিনের মতো অফিস করছেন। নিজের সরকারি কার্যালয়ে.তিন বাহিনী প্রধানের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী।আজ বৃহস্পতিবার সকালে এনএসআই ও ডিজিএফআই- এর মহাপরিচালকের সঙ্গে পৃথকভাবে বৈঠক করেছেন তিনি।এর পর তিন বাহিনী প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বেলা সাড় ১১টায় তিনি যোগ দেন 'ফ্যামিলি কার্ড' চালু করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত আন্ত ঃমন্ত্রালয় সভায়।এদিকে অপরাহ্নে তারেক রহমান আবারও বসবেন আন্ত ঃমন্ত্রালয় সভায়। সেখানে ৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ এবং জাতীয় পর্যায়ে নদী-খাল-জলাধার খনন ও পুনঃখনন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার কথা রয়েছে।

বিহারে লাল-সন্ত্রাসের দিন শেষ, শেষ মাওবাদীর আত্মসমর্পণে হয়ে গেল নকশাল-মুক্ত

পাটনা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ নকশাল-মুক্ত হয়ে গেল বিহার। মুঙ্গেরে শেষ সশস্ত্র মাওবাদী সুরেশ কোড়ার আত্মসমর্পণের পর বিহার এই গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করেছে। মুঙ্গের রেঞ্জের ডিআইজি, পুলিশের উপ-মহাপরিদর্শক, রাকেশ কুমার জানিয়েছেন, নকশালবাদ দ্বারা প্রভাবিত ২৩টি জেলার কোনওটিতেই বর্তমানে কোনও সশস্ত্র নকশাল স্কোয়াড সক্রিয় নেই।মুঙ্গেরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নিখিল ধনরাজ নিপ্পানিকর বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের আত্মসমর্পণ ও পুনর্বাসন নীতির অধীনে, সুরেশ কোড়াকে শীঘ্রই নির্ধারিত সুবিধা প্রদান করা হবে। এদিকে, সুরেশ কোড়ার স্ত্রী, প্রমীলা দেবী, আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্তে আনন্দ প্রকাশ করে বলেছেন, পরিবারে এখন স্বস্তি ও আনন্দের অনুভূতি রয়েছে।

রমজান মাসের সূচনায় মুখ্যমন্ত্রী আন্তরিক শুভেচ্ছা

অরূপ নস্কর,কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃরমজান মাসের সূচনায় মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বার্তা। এই উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স' হ্যান্ডেলে এক বার্তায় লিখেছেন- আজ পবিত্র রমজান মাসের শুভ সূচনায় আপনাদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। আপনারা ভালো থাকুন, পবিত্র রমজান মাসে আপনাদের পবিত্র কর্তব্য পালন করুন। আমরাও এই পবিত্র রমজান মাসে আপনাদের সংকল্প সাধনে আপনাদের সঙ্গে আছি।উল্লেখ্য, ইসলামি বর্ষপঞ্জি অনুসারে নবম মাস হলো রমজান, যে মাসে বিশ্বব্যাপী মুসলিমগণ রোজা পালন করে থাকেন। রমজান মাসে রোজাপালন ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে তৃতীয়। রমজান মাস চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে ২৯ অথবা ৩০ দিনের হয়ে থাকে, যা নির্ভরযোগ্য হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। প্রসঙ্গত, এই মাসে মুসলিমগণ অধিক ইবাদত করে থাকেন, কারণ অন্য মাসের তুলনায় এ মাসে ইবাদতের সওয়াব বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

দুয়ারে সরকারে নতুন সরকারী প্রকল্প

মধুশ্রী মন্ডল,দক্ষিণ বারাশত(দঃ২৪ পরগণা),১৯ফেব্রুয়ারিঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর-১ বি.ড়ি.ও অধীন দক্ষিণ বারাশত পঞ্চায়েতের পাশ্ববর্তী ফুটবল ময়দানে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প চলছে, বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় উক্ত ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন কৃষি দপ্তরের আধিকারিক রিমি মন্ডল, কৌশিক কুমার সাহা, সুপারভাইজর গৌতম মন্ডল সহ অন্যান্যরা। ক্যাম্পর পঞ্চম দিনে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের জন্য বার্ষিক আর্থিক সাহায্য চার হাজার পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদান করবেন। এছাড়াও এখানে লক্ষীরভান্ডার প্রকল্পের ফর্ম বিতরণ ও যুবসাথী প্রকল্পের ফর্ম বিতরণ ও জমা নেওয়ার কাজ চলছে, যা আগামী আর্থিক বৎসর(২০২৬-২৭) উপভোক্তারা পেতে চলেছেন।।

রাজগীর সফরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু

রাজগীর, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বৃহস্পতিবার বিহারের রাজগীরে গ্লাস ব্রিজ, নেচার সাফারি এবং জু সাফারি পরিসর পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, রাজগীর এমন একটি পর্যটন কেন্দ্র যা প্রকৃতি, অ্যাডভেঞ্চার এবং আধ্যাত্মিকতার সংমিশ্রণে এক বিস্ময়কর সঙ্গমস্থল। তিনি এও বলেন, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে এখানে পর্যটনের বিকাশ করা হচ্ছে। এই উদ্যোগ শুধুমাত্র স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগই বৃদ্ধি করছে না, বরং পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতাও বৃদ্ধি করছে।পরিদর্শনকালে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ প্রকল্প, ইকো ট্যুরিজম এবং পর্যটন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে খুঁটিয়ে জানেন। তিনি বলেন, রাজগীরের এই পর্যটন মডেল দেশের অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্রের জন্য অনুসরণযোগ্য হতে পারে।

কলেজ টিলা থেকে ১৮ কেজি গাঁজাসহ দুই পাচারকারী গ্রেফতার

আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজধানী আগরতলায় কলেজ টিলা এলাকা থেকে ১৮ কেজি গাঁজাসহ দুই নেশা কারবারিকে গ্রেফতার করেছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। বুধবার বিকেলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ এই সাফল্য অর্জন করে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতরা হল ভাটি অভয়নগরের বাসিন্দা প্রদীপ দাস এবং ৭৯ টিলা এলাকার আশিস নমঃ। তারা রেলপথে বহিঃরাজ্যে গাঁজা পাচারের উদ্দেশ্যে দুটি ব্যাগে

ভারত ও ফ্রান্স একসঙ্গে এআই-এর ভবিষ্যত গঠনে সহায়তা করবেঃইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারত ও ফ্রান্স একসঙ্গে এআই-এর ভবিষ্যত গঠনে সহায়তা করবে। জোর দিয়ে বললেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। বৃহস্পতিবার ইন্ডিয়া-এআই ইম্প্যাক্ট সম্মেলনে ফরাসি রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বলেছেন, আমি মুম্বইয়ের একজন রাস্তার বিক্রেতার গল্প দিয়ে শুরু করেছিলাম। দশ বছর আগে, বিশ্ব ভারতকে বলেছিল, ১.৪ বিলিয়ন মানুষকে ডিজিটাল অর্থনীতিতে আনা যাবে না। ভারত তাঁদের ভুল প্রমাণ করেছে। এখন কেউ কেউ বলে এআই এমন একটি খেলা যা কেবল সবচেয়ে বড়রা খেলতে পারে। ভারত, ফ্রান্স, ইউরোপ, আমাদের অংশীদারদের সঙ্গে, যারা আমাদের পদ্ধতিতে বিশ্বাস করে, কোম্পানি, সরকার, বিনিয়োগকারীরা, তাদের ভিন্ন পথ থাকতে পারে। এআই-এর ভবিষ্যত তাঁদের দ্বারা গঠন হবে যারা উদ্ভাবন এবং দায়িত্ব, প্রযুক্তিকে মানবতার সঙ্গে একত্রিত করে, এবং ভারত এবং ফ্রান্স একসঙ্গে এই ভবিষ্যত গঠনে সহায়তা করবে।ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ আরও বলেন, এখন, এই শীর্ষ সম্মেলনের মূল লক্ষ্য কেবল বলা নয়, আসুন আরও কিছু করি, আসুন একসঙ্গে আরও ভালো করি। এআই উপাদনশীলতার একটি শক্তিশালী ত্বরণকারী এবং শ্রমবাজারের জন্য একটি বড় পরিবর্তন হতে পারে। এই কারণেই সকলের জন্য এআই-এর উপলব্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রান্স এবং ভারত একটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি ভাগ করে নেয়। একটি সার্বভৌম এআই যা আমাদের পৃথিবীকে রক্ষা করতে এবং সকলের জন্য সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করতে ব্যবহৃত হত। গত বছর প্যারিসে, আমরা এটিকে অ্যাকশন বলেছিলাম। এই বছর দিল্লিতে, আমরা এটিকে ইমপ্যাক্ট বলি। কিন্তু আসল নামটি সহজ, একসাথে এআই।অন্যদিকে ভারত এমন কিছু তৈরি করেছে, যা বিশ্বের কোনও দেশ তৈরি করেনি, দাবি করলেন ফরাসি রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়া-এআই ইম্প্যাক্ট সম্মেলনে ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বলেন, ভারত এমন কিছু তৈরি করেছে, যা বিশ্বের কোনও দেশ তৈরি করেনি। ১৪০ কোটি মানুষের জন্য ডিজিটাল পরিচয়। একটি পেমেন্ট সিস্টেম যা এখন প্রতি মাসে ২০ বিলিয়ন লেনদেন প্রক্রিয়া করে। একটি স্বাস্থ্য পরিকাঠামো যা ৫০ কোটি ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিচয়পত্র জারি করেছে। এখানে ফলাফল রয়েছে। তারা এটিকে ইন্ডিয়া স্ট্যাক ওপেন ইন্টারঅপারেবল সোভেরিন বলে।ফরাসি রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, গত বছর যখন ফ্রান্স এবং ভারত প্যারিসে এআই অ্যাকশন সামিটের যৌথ আয়োজন করেছিল, তখন আমরা এমন প্রযুক্তির জন্য একটি বিশ্বব্যাপী নির্দেশিকা নীতি নির্ধারণ করেছিলাম যা আমাদের সমাজ এবং আমাদের অর্থনীতিকে রূপান্তরিত করবে। আমরা বলি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের মানবজাতির জন্য দ্রুত উদ্ভাবন করতে, স্বাস্থ্যসেবা, শক্তি, গতিশীলতা, কৃষি এবং জনসেবাগুলিকে ব্যাহত করতে সক্ষম করবে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। আমরা উভয়ই, আমরা এই বিপ্লবে বিশ্বাস করি। এআই কৌশলগত প্রতিযোগিতার একটি প্রধান ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে, এবং বড় প্রযুক্তি আরও বড় হয়েছে।ম্যাক্রোঁ আরও বলেন, এআই, জিপিইউ, চিপস এখন সরাসরি ভূ-রাজনৈতিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিভাষায় অনুবাদ করা হয়। কিছু সময় সেরার জন্য, কিছু সময় সবচেয়ে খারাপের জন্য, আমি বলতে বাধ্য। এক বছর আগে, আমরা অন্য কিছু দেখিয়েছিলাম। ভারত একটি ইচ্ছাকৃত সার্বভৌম পছন্দ করেছে, এসএমএল, ছোট ভাষার মডেল। টাস্ক-স্পেসিফিক, স্মার্টফোনে চালানোর জন্য ডিজাইন করা, ভারত প্রথম সরকার-অর্থায়িত এআই তৈরি করেছে এবং দেশের প্রতিটি স্টার্টআপে সবচেয়ে কম দামে ৩৮,০০০ জিপিইউ স্থাপন করেছে, যেমনটি আপনি নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন, মিঃ মন্ত্রী।

বিড়ি শ্রমিক ও পরিবারের স্বাস্থ্য পরিষেবায় হাসপাতাল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ বিড়ি শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর মুর্শিদাবাদে একটি বিশেষ হাসপাতাল চালু করেছে। সামশেরগঞ্জের অনুপনগর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে ১০০ শয্যা যুক্ত এই হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে।এরমধ্যে ২৯টি আই সি ইউ শয্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। এইজন্যে ১৪ জন চিকিতসককে নিয়োগ করা হয়েছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে প্রায় ১৩ লক্ষ বিড়ি শ্রমিক রয়েছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি বিড়ি শ্রমিক রয়েছে জঙ্গীপুর মহকুমায়।

আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ডের ২৪ দিন পরও হয়নি শনাক্তকরণ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ আনন্দপুরের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ২৪ দিন কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত কোনও মৃতের পরিচয় পাওয়া যায়নি। শোকস্তব্ধ পরিবারগুলো এখনও তাঁদের প্রিয়জনদের শেষ অবশেষটুকু পাওয়ার অপেক্ষায় দিন গুনছেন। এরই মধ্যে রাজ্য সরকারের ঘোষিত ১০ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য ২৭টি পরিবারের হাতে পৌঁছে গিয়েছে। তবে সরকারিভাবে মৃত্যুর শংসাপত্র বা পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার আগেই এভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া নিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের মনে নানা প্রশ্ন দানা বাঁধছে। পাশাপাশি, পরিচয় শনাক্ত না হওয়ায় শেষকৃত্য সম্পন্ন করা নিয়েও তৈরি হয়েছে চরম অনিশ্চয়তা। রাজ্য সরকার অগ্নিকাণ্ডের পরপরই মৃতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল। ভস্মীভূত গুদামগুলোর মধ্যে একটি ছিল 'ওয়াও মোমো' সংস্থার। সেই সংস্থাও তাদের তিন কর্মীর পরিবারকে আলাদাভাবে আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিল। সম্প্রতি জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় নেতাদের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর হাতে ১০ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়েছে। তবে আইনিভাবে মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার আগেই এই ক্ষতিপূরণ প্রদান নিয়ে প্রশাসনিক মহলেও গুঞ্জন শুরু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া দেহাবশেষগুলো এতটাই দগ্ধ যে ডিএনএ পরীক্ষা ছাড়া পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব নয়। ফরেন্সিক বিভাগের সঙ্গে পুলিশ নিয়মিত যোগাযোগ রাখলেও এই ধরণের পরীক্ষায় অতিরিক্ত সময় লাগে। ফলে ডিএনএ রিপোর্টের অপেক্ষায় থমকে আছে গোটা প্রক্রিয়া। এই ঘটনায় পুলিশ এখনও পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। গুদামের মালিক গঙ্গাধর ছাড়াও 'ওয়াও মোমো' গুদামের ম্যানেজার মনোরঞ্জন শিট এবং ডেপুটি ম্যানেজার রাজা চক্রবর্তী বর্তমানে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন। আগুন লাগার সময় মাত্র দুজন কর্মচারী কোনওক্রমে প্রাণ বাঁচাতে পেরেছিলেন, পুলিশ তাঁদের বয়ানও রেকর্ড করেছে। এছাড়া সংস্থার অফিস মালিক ও অন্য কর্মীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। ডিএনএ রিপোর্ট কবে আসবে, সে বিষয়ে এখনও কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা জানা যায়নি। এই পরিস্থিতিতে মেদিনীপুরের নিরঞ্জন মণ্ডল এবং ঝাড়গ্রামের রবীশ হাঁসদার পরিবারে এখনও শোকের ছায়া। তাঁদের বাড়িতে উনুন জ্বলছে না, আত্মীয়দের বাড়ি থেকে খাবার আসছে। মেদিনীপুরের দেবদিত্য দিন্ডার পরিবারও হাতে ক্ষতিপূরণের চেক পেলেও প্রিয়জনের মৃত্যু নিয়ে সরকারি নিশ্চিত বার্তার অপেক্ষায় দিন গুনছে।

শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে খুনের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ভাঙড়ের তৃণমূল রাজনীতিতে নতুন করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। প্রাণনাশের আশঙ্কা প্রকাশ করে ভাঙড় থানায় এফআইআর দায়েরের আবেদন জানিয়েছেন ভাঙড়ের তৃণমূল নেতা কাইজার আহমেদ। ইমেল মারফত জমা দেওয়া লিখিত অভিযোগে তিনি সরাসরি ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক তথা ভাঙড়ের দলীয় পর্যবেক্ষক শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন। কাইজারের দাবি, তাঁকে খুন করার জন্য ভাড়াটে খুনি নিয়োগ করা হয়েছে। লিখিত অভিযোগে কাইজার জানিয়েছেন, তিনি নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক মতবিরোধের জেরে তাঁকে শারীরিকভাবে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে তিনি ২০২৩ সালের ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৭৩ ধারায় এফআইআর দায়েরের আবেদন জানিয়েছেন। একইসঙ্গে অবিলম্বে অভিযুক্তদের শনাক্ত করা এবং তাঁর ও তাঁর পরিবারের জন্য উপযুক্ত পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়ার দাবিও জানিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগপত্র পাওয়ার পর বিষয়টি খতিয়ে দেখতে প্রাথমিক তদন্ত শুরু হয়েছে। যদিও অভিযুক্ত শওকত মোল্লার তরফে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

সপ্তাহান্তে একগুচ্ছ লোকাল বাতিল, হাওড়া ডিভিশনে পাওয়ার ব্লকে যাত্রী দুর্ভোগের আশঙ্কা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ সপ্তাহান্তে আবারও ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্তে চাপে পড়তে চলেছেন নিত্যযাত্রীরা। পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি মোট ৩০টি লোকাল ট্রেন বাতিল করা হচ্ছে। ফলে সপ্তাহান্তে ভ্রমণ পরিকল্পনা করা যাত্রী থেকে শুরু করে জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষ সমস্যার মুখে পড়তে পারেন বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পূর্ব রেল সূত্রে জানানো হয়েছে, হাওড়া ডিভিশনের তারকেশ্বর শাখায় শেওড়াফুলি ও দিয়াড়া স্টেশনের মধ্যে পাওয়ার ও ট্রাফিক ব্লক নেওয়া হবে। বিশেষ করে দিয়াড়া স্টেশনে পরিকাঠামোগত কাজের জন্য এই ব্লক কার্যকর থাকবে। শনিবার রাত ১১টা ২০ মিনিট থেকে রবিবার সকাল ৯টা ২০ মিনিট পর্যন্ত এই কাজ চলবে। এই সময়ের মধ্যেই একাধিক ট্রেন বাতিল রাখা হয়েছে বলে রেলের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। শনিবার রাত থেকেই বাতিলের প্রক্রিয়া কার্যকর হবে। এইদিন বাতিল থাকছে রাত ১০টা ১৮ মিনিটের ৩৭৩৮৪ গোঘাট-হাওড়া লোকাল। রাত ৯টা ৩৮মিনিটের ৩৭৩৫৮ তারকেশ্বর-হাওড়া লোকাল। বাতিল থাকবে রাত ৭ টা৪০ মিনিটের হাওড়া-গোঘাট লোকাল। চলবে না রাত ১১টা ০৫মিনিটের ৩৭৩৫১ হাওড়া তারকেশ্বর লোকালও। অনুরূপভাবে, রবিবার ভোর থেকে একাধিক ডাউন ট্রেন বাতিলের তালিকায় রয়েছে। ভোর ৩টে ৫০মিনিটের ৩৭৩১২ তারকেশ্বর-হাওড়া লোকাল। ভোর ৪টা ৫০ মিনিটের ৩৭৩১৪ তারকেশ্বর-হাওড়া লোকাল। ভোর ৫টা ৩৫ মিনিটের ৩৭৩১৬ তারকেশ্বর-হাওড়া লোকাল। ভোর ৬টা ২০মিনিটের ৩৭৩১৮ তারকেশ্বর-হাওড়া লোকাল। সকাল ৭টার ৩৭৩২০ তারকেশ্বর-হাওড়া লোকাল। সকাল ৭টা ৪০মিনিটের ৩৭৩২২ তারকেশ্বর-হাওড়া লোকাল। সকাল ৭টা ৫৫মিনিটের ৩৭৩২৪ তারকেশ্বর-হাওড়া লোকাল। চলবে না সকাল ৮টা ৫০ মিনিটের ৩৭৩২৬ তারকেশ্বর-হাওড়া লোকাল। এছাড়াও একাধিক ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। আপ লাইনেও একই পরিস্থিতি। রবিবার যে আপ ট্রেনগুলি বাতিল থাকছে সেগুলি হল- ভোর ৪টা ০৫ মিনিটের হাওড়া-তারকেশ্বর লোকাল। ভোর ৫টা ৩০ মিনিটের হাওড়া-তারকেশ্বর লোকাল। ভোর ৫টা ৪৮ মিনিটের হাওড়া-তারকেশ্বর লোকাল। ভোর ৬টা ৩২মিনিটের হাওড়া-তারকেশ্বর লোকাল। ভোর ৬টা ৪৫মিনিটে হাওড়া-তারকেশ্বর লোকাল-সহ একাধিক ট্রেন বাতিল করেছে পূর্ব রেল। সপ্তাহান্তে সাধারণত অফিসযাত্রীর ভিড় তুলনামূলক কম থাকলেও অনেকেই পরিবার নিয়ে ঘুরতে বের হন। ফলে পর্যটনমুখী যাত্রীদেরও সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বিশেষ করে তারকেশ্বরমুখী যাত্রীদের উপর এর প্রভাব পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। পূর্ব রেল আরও জানিয়েছে, হাওড়া ডিভিশনে উন্নয়নমূলক কাজ চলার কারণে আগামী কয়েক মাস ধরেই মাঝে মধ্যে ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। বাঁশবেড়িয়ায় রোড ওভারব্রিজ নির্মাণের কাজের জন্য বাঁশবেড়িয়া ও ত্রিবেণী স্টেশনের মাঝে নির্দিষ্ট দিনে প্রায় তিন ঘণ্টা করে পাওয়ার ও ট্রাফিক ব্লক নেওয়া হবে। ফেব্রুয়ারি মাসের ১৯, ২০, ২৫, ২৬, ২৭ ও ২৮ তারিখ ব্লক নেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এই কাজ মে মাসের ৩ তারিখ পর্যন্ত চলবে বলে রেল সূত্রে খবর। এই কারণে বেশ কয়েকটি ট্রেনের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। যাত্রীদের স্টেশনে পৌঁছে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের ঘোষণা শোনার এবং রেলের বিজ্ঞপ্তির দিকে নজর রাখার অনুরোধ করা হয়েছে। উন্নয়নমূলক কাজের স্বার্থে সাময়িক অসুবিধা হলেও দীর্ঘমেয়াদে পরিকাঠামোর উন্নতি হবে বলেই রেলের তরফে জানানো হয়েছে। তবে আপাতত সপ্তাহান্তে ট্রেন বাতিলের জেরে যাত্রীদের ভোগান্তির আশঙ্কাই প্রকট হয়ে উঠেছে।

কয়লা পাচার কাণ্ডে কিরণ খাঁর ভাঙা মোবাইল এবার ফরেনসিকে, মামলায় নতুন মোড়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের কয়লা পাচারের সিন্ডিকেটকে কেন্দ্র করে তদন্তে নতুন মোড় এসেছে। কয়লা পাচারের অভিযোগে ধৃত কিরণ খাঁ, যিনি চিন্ময় মণ্ডলের সঙ্গে এই অবৈধ চক্রের অংশ, তল্লাশির সময় নিজের মোবাইল ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেছেন। এই ঘটনায় আগের এক বিতর্কিত ঘটনাও মনে পড়েছে, যেখানে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত চলাকালীন বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা নিজের মোবাইল পুকুরে ফেলে দিয়েছিলেন। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) কিরণ খাঁর ভাঙা ফোন উদ্ধার করে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠিয়েছে। তদন্তকারীরা আশাবাদী যে, মোবাইলের ভিতরের তথ্য ধৃতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিন্ডিকেটের পরিধি এবং পাচারের পরিমাণ সম্পর্কে নতুন প্রমাণ দিতে পারে। গত কয়েকদিন আগে ইডি ধৃত দুই কয়লা মাফিয়া চিন্ময় মণ্ডল এবং কিরণ খাঁকে গ্রেপ্তার করে। দুজনেরই সম্পর্ক মামা-ভাগ্নে। গ্রেপ্তারের পর নতুন কয়লা পাচারের মামলায় তাদের আদালতে তোলা হয়। ইডি আদালতে জানিয়েছে, চিন্ময় মণ্ডলের জন্য তারা আরও পাঁচদিনের হেফাজতের আবেদন করেছেন। কিরণ খাঁকে জেল হেফাজতে পাঠানোর প্রক্রিয়ায় আদালত জানানো হয়, তার মোবাইল ভেঙে ফেলায় ফরেনসিকে পাঠানো হয়েছে। ফরেনসিক রিপোর্ট হাতে এলে কিরণ খাঁকে পুনরায় ইডি নিজেদের হেফাজতে নিতে পারবে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, চিন্ময় মণ্ডলকে ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ইডি হেফাজতে রাখা হয়েছে এবং কিরণ খাঁকে ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেল হেফাজতে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুর্গাপুর ও আসানসোলে কয়লা পাচারের ঘটনায় প্রথমে ৪৭টি এবং পরে আরও সাতটি অভিযোগের ভিত্তিতে ইডি তদন্ত শুরু করে। আদালতে ইডির দাবি, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের সিন্ডিকেটের সদস্যরা একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে অপরাধে যুক্ত ছিলেন। ঝাড়খণ্ডের অবৈধ খাদান ও খনি থেকে কয়লা উত্তোলন করে ভুয়ো চালানের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় পাচার করা হত। অভিযোগ অনুযায়ী, প্রতিটি ধাপ পদ্ধতিগতভাবে পরিকল্পিত ছিল। ধৃতরা এই সিন্ডিকেটের মূল হোতা। ইডি হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট থেকে একটি রেট চার্ট উদ্ধার করেছে, যেখানে প্রতি টনের জন্য ৪০০ থেকে ১৫০০ টাকার রেট উল্লেখ ছিল। অভিযোগ, এই হিসাব অনুযায়ী তোলাবাজি চালানো হতো এবং কালো টাকা সাদা করার চেষ্টা করা হতো। এ ধরনের প্রক্রিয়ায় ধৃতরা দুর্নীতির মাধ্যমে বিপুল সম্পত্তি অর্জন করেছে। তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, কিরণ খাঁর মোবাইল থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেলে তা মামলার গতিপথ বদলে দিতে পারে। ফরেনসিক বিশ্লেষণ শেষে কিরণ খাঁর মোবাইলের চ্যাট, কল লগ এবং অন্যান্য ডিজিটাল তথ্য সিন্ডিকেটের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তার যোগাযোগ এবং পাচারের পরিমাণ নির্ধারণে সহায়ক হবে। বিশ্লেষকরা বলছেন, ধৃতদের এই ধরনের কর্মকাণ্ড কেবল নিজের প্রমাণ লোপাট করার চেষ্টা নয়, বরং সিন্ডিকেটের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডকে লুকানোর প্রচেষ্টা। কিন্তু আধুনিক ফরেনসিক প্রযুক্তি তাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতে সক্ষম। মোবাইল ভাঙার পরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পুনরুদ্ধার সম্ভব হচ্ছে, যা মামলার প্রমাণ সংগ্রহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফরেনসিক রিপোর্ট পাওয়ার পর কিরণ খাঁ ও সিন্ডিকেটের অন্যান্য সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলার পরবর্তী কৌশল নির্ধারণ করা হবে। তদন্তকারীরা আশা করছেন, এই রিপোর্ট ধৃতদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ও পাচারের পরিমাণ স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করবে। পাশাপাশি, ইডি এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সিন্ডিকেটের সম্পত্তি ও অর্থনৈতিক লেনদেন সম্পর্কিত আরও তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে।

তৃণমূল কার্যালয় থেকে মুদিখানা দোকান! প্রাক্তন কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে দখলের অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ পানিহাটি পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিনগর এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের একটি পুরনো কার্যালয় রাতারাতি মুদিখানা দোকানে পরিণত হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগের তীর ওই ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর তপন সিনহার দিকে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে দলীয় স্তরে জানানো হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় নেতৃত্ব। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শান্তিনগর এলাকায় বহু বছর ধরেই একটি তৃণমূল কার্যালয় ছিল। প্রয়াত তৃণমূল নেতা কাজল সিনহা এলাকার কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে এই কার্যালয় গড়ে তুলেছিলেন। তারপর থেকে সেটি দলীয় কার্যক্রম, বৈঠক এবং বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজে ব্যবহার করা হত। এলাকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবেই পরিচিত ছিল এই অফিস। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যায়, সেই কার্যালয়ের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। দলীয় পতাকা ও চিহ্ন সরিয়ে সেখানে মুদিখানা দোকান চালু হয়েছে। স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের অভিযোগ, প্রাক্তন কাউন্সিলর তপন সিনহা দলীয় জায়গা দখল করে ব্যক্তিগত ব্যবসা শুরু করেছেন। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন কর্মীরা। তাঁদের দাবি, একবার কোনও জায়গা দলীয় কার্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলে তা আর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় তৃণমূল কর্মী জয়দেব পাইক বলেন, 'ঘটনাটি আমি শুনেছি। কোনও ব্যক্তি নিজে বা কয়েকজনের সাহায্যে দলে কোনও কার্যালয় তৈরি করতেই পারেন। একবার দলের কাজে তা ব্যবহার করা হলে, তা আর কোনও ব্যক্তির নয়, দলেরই হয়ে যায়। যে কাণ্ডটি ঘটেছে তা খুব অন্যায়। আমরা উচ্চ নেতৃত্বকে জানাব।' পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নির্মল ঘোষও বিষয়টি দলীয় ব্যাপার বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি জানান, 'দলীয় ব্যাপার। দলকে জানাব। যাতে দলীয় অফিস কোনওভাবে নষ্ট না হয়, আমার পক্ষে যা যা করার করব।' তবে অভিযুক্ত প্রাক্তন কাউন্সিলর তপন সিনহা এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। স্থানীয় বিজেপি নেতা জয় সাহা কটাক্ষ করে বলেন, 'কাজল সিনহা চলে যাওয়ার পর থেকে ওখানে কাউকে আর পাত্তা দেওয়া হয়না। এখন অঞ্চলটা বহিরাগতদের হাতে। তবে ওরা বুঝতে পেরেছে যে নির্বাচনে পর আর ক্ষমতায় আসবে না। কিছু করে তো সংসার চালাতে হবে। তাই মুদিখানা দোকান খুলেছে।' এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পানিহাটির রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। দলীয় কার্যালয়ের মালিকানা, ব্যবহার এবং নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মতে, রাজনৈতিক দলগুলির সম্পত্তি নিয়ে স্বচ্ছ নীতি থাকা প্রয়োজন, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের বিতর্ক এড়ানো যায়। তৃণমূলের অন্দরে এই ঘটনাকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোনও সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না, এখন সেটাই দেখার। তবে দলীয় কার্যালয় রাতারাতি মুদিখানা দোকানে পরিণত হওয়ার ঘটনায় শান্তিনগর এলাকায় যে রাজনৈতিক অস্বস্তি তৈরি হয়েছে, তা স্পষ্ট।

সিপিএমের তরুণ নেতৃত্বের সংঘাত প্রকাশ্যে, প্রতীক উর, শতরূপের বাকযুদ্ধে বাড়ছে অস্বস্তি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ সিপিএমের অন্দরে দীর্ঘদিনের চাপা ক্ষোভ এবার কার্যত প্রকাশ্যে চলে এল। পদত্যাগপত্র ও দলবদলের জল্পনার আবহে ডায়মন্ড হারবারের বাম নেতা প্রতীক উর রহমান ও দলের তরুণ মুখ শতরূপ ঘোষের মধ্যে শুরু হয়েছে তীব্র বাকযুদ্ধ। নাম না করেই প্রথমে খোঁচা দিয়েছিলেন প্রতীক উর, আর তার জবাবে পালটা মন্তব্য করে পরিস্থিতিকে আরও স্পষ্ট করে দিলেন শতরূপ। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই সংঘাত কেবল ব্যক্তিগত নয়, বরং দলের তরুণ নেতৃত্বের মধ্যে বাড়তে থাকা দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত বহন করছে। গত কয়েকদিন ধরে শিরোনামে রয়েছেন প্রতীক উর রহমান। সিপিএমের রাজ্য ও জেলা কমিটির সদস্য এই তরুণ নেতা পদত্যাগপত্র দেওয়ার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়, তিনি কি অন্য দলে যোগ দিতে চলেছেন? বিশেষ করে তৃণমূলে যোগদানের সম্ভাবনা ঘিরে নানা আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রথমদিকে নীরব থাকলেও ধীরে ধীরে দলের একাংশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন প্রতীক উর। তাঁর বক্তব্য, দল নয়, বরং দলের কিছু নেতার আচরণ ও মনোভাবই তাঁর অসন্তোষের কারণ। পদত্যাগের চিঠি দেওয়ার পর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেননি বলে অভিযোগ করেন প্রতীক উর। এই ঘটনাই তাঁর ক্ষোভকে আরও উসকে দেয় বলে মনে করা হচ্ছে। তবে তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে, অভিমান কেবল শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নয়। নাম না করে দলের নতুন প্রজন্মের কিছু নেতাকেও নিশানা করেছেন তিনি। এক মন্তব্যে প্রতীক উর বলেন, তএই রাজ্য কমিটিতে আরও অনেকেই আসতে পারতেন, যাদের যোগ্যতা আছে। তাঁরা হয়তো পারফিউম লাগিয়ে টেলিভিশনে যান না বা দামী গাড়ি নেই বা হাতে পায়ে দামী ক্রিম লাগাতে পারেননি বলে জায়গা পাননি।দ এই মন্তব্যে কার্যত শতরূপ ঘোষকেই নিশানা করা হয়েছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। শতরূপ ঘোষ সিপিএমের অন্যতম পরিচিত তরুণ মুখ। নিয়মিত টেলিভিশন বিতর্কে উপস্থিতি এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয়তার জন্য তিনি আলোচনায় থাকেন। অতীতে তাঁর গাড়ি সংক্রান্ত বিতর্কও দলীয় মহলে আলোচিত হয়েছিল। ফলে প্রতীক উরের মন্তব্যে তাঁর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে শতরূপ ঘোষ পালটা প্রতিক্রিয়া জানাতে দেরি করেননি। তিনি বলেন, 'প্রতীক উর তো সবচেয়ে বেশি পেয়ারের লোক। ওকে দলের সবাই ভালোবাসে। সেই কারণেই অত অল্প বয়সে প্রতীক উরকে বিধানসভায় প্রার্থী করা, লোকসভায় প্রার্থী করা হয়েছে। আমার তিন বছর আগে প্রতীক উর রাজ্য কমিটির সদস্য হয়েছে। ও নিজের যোগ্যতায় এই জায়গায় এসেছে। ওর অনেক কথা নিয়েই প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। কিন্তু প্রতীক উর পার্টির জন্য অনেক লড়াই করেছে। সেটা মিথ্যে হয়ে যায় না।' বাকযুদ্ধ সিপিএমের অন্দরে তরুণ নেতৃত্বের মধ্যে বাড়তে থাকা অসন্তোষকে সামনে এনেছে। অনেকের মতে, কেবল মহম্মদ সেলিম নয়, দলের তরুণ নেতাদের একাংশের প্রতিও প্রতীক উরের মনে তীব্র ক্ষোভ জমা হয়েছে। সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশই তাঁর পদত্যাগপত্র এবং সাম্প্রতিক মন্তব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। দলের অভ্যন্তরে এই দ্বন্দ্ব আগামী দিনে আরও বাড়বে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

মৃত ব্যক্তির হাড় প্রতিস্থাপনে নজির সৃষ্টি আর জি করের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্ব ভারতে প্রথমবারের মতো মৃত ব্যক্তির হাড় প্রতিস্থাপন করে জীবিত রোগীর পা বাঁচাল আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। জটিল এই অস্ত্রোপচার সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হয়েছে। বর্তমানে রোগীকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে এবং হাসপাতাল সূত্রে দাবি, অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা রিজাউদ্দিন মণ্ডল ২০২৩ সালে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হন। একটি লরির ধাক্কায় তাঁর বাঁ পা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পায়ের ফিমার হাড় প্রায় সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় এবং লিগামেন্ট ছিঁড়ে যায়। পরপর দু'বার অস্ত্রোপচার করা হলেও কাঙ্ক্ষিত ফল মেলেনি। পরে হাঁটুর নীচের অংশ থেকে হাড়ের টুকরো ও টেন্ডন নিয়ে লিগামেন্ট পুনর্গঠনের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু সেই প্রক্রিয়াও সফল হয়নি। চিকিৎসকরা একসময় জানিয়ে দেন, পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে পা কেটে বাদ দেওয়া ছাড়া উপায় নাও থাকতে পারে। এই অবস্থায় আর জি কর হাসপাতালের চিকিৎসকরা নতুন উদ্যোগ নেন। চেন্নাই থেকে এক মৃত ব্যক্তির সংরক্ষিত হাড় সংগ্রহ করা হয়। রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তর প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ে সেই হাড় আনায়। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি জটিল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়। চিকিৎসকদের একাধিক বিশেষজ্ঞ দল এই অস্ত্রোপচারে অংশ নেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে এবং রিজাউদ্দিন বর্তমানে স্থিতিশীল রয়েছেন। তবে সংক্রমণ বা অন্য কোনও জটিলতার ঝুঁকি এড়াতে তাঁকে এখনই ছাড়া হচ্ছে না। চিকিৎসকদের মতে, এই সাফল্য পূর্ব ভারতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক।

হাওড়ায় 'পথশ্রী' প্রকল্পে বিভিন্ন রাস্তার কাজ চলছে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যে মা মাটি মানুষ সরকারের 'পথশ্রী-রাস্তাশ্রী' প্রকল্প গ্রামীণ ও শহরের রাস্তা সংস্কার এবং নতুন রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। এর মাধ্যমে গ্রামীণ ও শহুরে এলাকার রাস্তা পুনর্নির্মাণ, মেরামত এবং নতুন রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে। হাওড়া পুর এলাকাতেও 'পথশ্রী' প্রকল্পে বর্তমানে বিভিন্ন রাস্তার কাজ চলছে। এই প্রকল্পে রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছে হাওড়ার শিবপুর এবং মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায়। কেএমডিএ দ্বারা সেই কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে প্রতিটি এলাকায় বৃহস্পতিবার পরিদর্শনে যান পুরসভার বিদায়ী প্রশাসকমন্ডলীর উপ মুখ্য প্রশাসক দেবাংশু দাস। এর পাশাপাশি প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাজ্য সরকারের 'পথশ্রী' প্রকল্পে দক্ষিণ হাওড়ায় ৬নং বরো অফিসের নিকটবর্তী নতুন একটি বড়ো রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু করেছে কেএমডিএ। হাওড়ার ৪০ নং ওয়ার্ডে ওই রাস্তা নির্মাণের কাজ বুধবার থেকেই শুরু হয়েছে। ওই কাজ পরিদর্শনের পর এই বিষয়ে হাওড়া পুরসভার বিদায়ী প্রশাসকমন্ডলীর উপ মুখ্য প্রশাসক সৈকত চৌধুরী বলেন, 'পুরসভার প্রস্তাবিত ওই রাস্তাটি তৈরি করছে কেএমডিএ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম জনমুখী 'পথশ্রী' প্রকল্পে এই রাস্তাটি নির্মাণ করা হচ্ছে। ব্যয় হচ্ছে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা। রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে এই রাস্তা নির্মাণ হলে বহু মানুষ উপকৃত হবেন। এর জন্য বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।'

প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর বাড়িতে সিবিআই হানা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি, বসিরহাট ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সাইপালায় প্রভাবশালী ব্যবসায়ী অভিজিৎ ঘোষের বাড়িতে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে তল্লাশি চালাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। সকাল প্রায় ৭টা নাগাদ চারজন সিবিআই আধিকারিক তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করেন এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন। সূত্রের খবর, অভিযানের সময় ব্যবসায়ী বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন না। তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতার বড়বাজারে তাঁর একটি পার্টসের দোকান রয়েছে। সেই ব্যবসার আড়ালে অন্য কোনও আর্থিক লেনদেন বা বেআইনি কার্যকলাপ চলছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি কলকাতায় তাঁর একাধিক বিলাসবহুল বাড়ির খোঁজও পেয়েছেন তদন্তকারীরা। কেন্দ্রীয় সংস্থার দাবি, বিশাল অঙ্কের আর্থিক লেনদেনের সূত্র ধরেই তাঁর নাম উঠে আসে। ইতিমধ্যে দিল্লিতে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সীমান্তবর্তী বা দিল্লির কিছু প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর সঙ্গে তাঁর কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে সি বি আই। এদিন বসিরহাটের বাড়ি ছাড়াও কলকাতার কয়েকটি ঠিকানায় তল্লাশি চালানো হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

ভোটের আগে শহরের রাস্তায় জোর মেরামতি, রাস্তা সংস্কারে অনুমোদন পুরসভার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ বিধানসভা নির্বাচনের আগে শহরের রাস্তাঘাটের বেহাল দশা নিয়ে নাগরিকদের ক্ষোভ প্রশমনে তৎপর হল কলকাতা পুরসভা। সম্প্রতি মেয়র পরিষদের বৈঠকে শহরের মোট ২৮টি রাস্তা সংস্কারের কাজে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। বিরোধীদের দাবি, আসন্ন নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই এই তৎপরতা। যদিও পুর প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, রাস্তা সারাইয়ের সঙ্গে ভোটের কোনও সম্পর্ক নেই; এটি সম্পূর্ণ পরিকাঠামোগত প্রয়োজনের ভিত্তিতে নেওয়া সিদ্ধান্ত। গত লোকসভা নির্বাচনের ফল বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছিল, শহরের ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৪৪টিরও বেশি ওয়ার্ডে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এগিয়ে গিয়েছিল। ভোট বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, নাগরিক পরিষেবা নিয়ে অসন্তোষই শহরের একাংশের ভোটারদের শাসকদলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে উৎসাহিত করেছিল। বিশেষ করে রাস্তাঘাটের দুরবস্থা, খোঁড়াখুঁড়ির পর দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়া এবং জল জমে থাকার মতো সমস্যা নিয়ে বহু এলাকায় ক্ষোভ ছিল স্পষ্ট। সেই প্রেক্ষাপটে বিধানসভা নির্বাচনের আগে নাগরিক পরিষেবার মানোন্নয়নে প্রশাসনের সক্রিয়তা রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। পুর প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরসভার ৭, ১০, ১১ ও ১৩ নম্বর বরোর আওতাভুক্ত অন্তত ২৫টি রাস্তা জলপ্রকল্পের পাইপলাইন পাতার কারণে নতুন করে নির্মাণ করতে হচ্ছে। বাকি তিনটি রাস্তা 'পথশ্রী'-সহ অন্যান্য প্রকল্পের আওতায় মেরামত করা হবে। যাদবপুর ও টালিগঞ্জ বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত বাঘাযতীন, পাটুলি, কসবা, ই এম বাইপাস, হালতু, রামলাল বাজার, গড়ফা, বেহালা ও ঠাকুরপুকুরের বিভিন্ন অংশে ইতিমধ্যেই রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। বহু জায়গায় খোঁড়াখুঁড়ির পর রাস্তা দীর্ঘদিন অপরিষ্কার ও খানাখন্দে ভরা থাকায় বাসিন্দাদের দুর্ভোগ বাড়ছিল। পুর প্রশাসনের দাবি, নাগরিকদের দীর্ঘদিনের অভিযোগের ভিত্তিতেই এই একযোগে সংস্কার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। মেয়র পরিষদের বৈঠকে দ্রুত অনুমোদন দিয়ে কাজ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ধাপে ধাপে টেন্ডার ডেকে বাকি রাস্তাগুলির কাজও শুরু করা হবে। মোট প্রায় ৭০টি রাস্তা নতুন করে তৈরি করার প্রয়োজন রয়েছে বলে পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে। আপাতত ২৫টির কাজ শুরু হলেও আগামী মাসগুলিতে পর্যায়ক্রমে আরও রাস্তায় কাজ শুরু হবে। তবে বিরোধী শিবির এই তৎপরতাকে রাজনৈতিক পদক্ষেপ বলেই দেখছে। তাঁদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে নাগরিকরা রাস্তার দুরবস্থা নিয়ে অভিযোগ জানালেও প্রশাসনের তেমন উদ্যোগ দেখা যায়নি। ভোট আসন্ন বলেই হঠাৎ করে একাধিক রাস্তা সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে ভোটারদের মন জয়ের চেষ্টা চলছে বলেও দাবি বিরোধীদের। এই অভিযোগ অবশ্য মানতে নারাজ পুরকর্তারা। তাঁদের বক্তব্য, জলপ্রকল্পের মতো বৃহৎ পরিকাঠামোগত কাজের পরে রাস্তা সংস্কার করা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কাজ শেষ না হলে সংস্কারও সম্পূর্ণ করা যায় না। এখন যেহেতু পাইপলাইন বসানোর কাজ শেষের পথে, তাই পরিকল্পনা অনুযায়ী রাস্তা পুনর্নির্মাণ শুরু হয়েছে। ভোটের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই বলেই তাঁরা দাবি করেছেন। শহরবাসীর একাংশ অবশ্য উন্নয়নমূলক কাজের দ্রুত বাস্তবায়নকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, কারণ যাই হোক, দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হলে তাতেই উপকার। তবে এই উদ্যোগ নাগরিকদের অসন্তোষ কতটা কমাতে পারে এবং তা নির্বাচনী সমীকরণে কোনও প্রভাব ফেলবে কি না, তা সময়ই বলবে। আপাতত কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হওয়া রাস্তা সংস্কারের কাজই রাজনৈতিক ও নাগরিক মহলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৯১তম জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে অগণিত ভক্ত সমাগম

দুরন্তবার্তা, সুমন আদক, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৯১তম জন্মতিথি উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই বেলুড় মঠে অগণিত ভক্ত সমাগম হয়। ভোর সাড়ে চারটেয় মঙ্গল আরতির মধ্যে দিয়ে জন্মতিথি অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর সারাদিনব্যাপী বেলুড় মাঠে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মূল মন্দিরের ডানদিকে অস্থায়ী মঞ্চে সকাল থেকেই ভক্তিগীতি, স্তবগান, বেদ পাঠ, ধর্মসভা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে এদিন বেলুড় মঠে আগত ভক্ত ও দর্শনার্থীদের জন্য বিশেষ প্রসাদেরও ব্যবস্থা করা হয়। বেলুড় মঠ সূত্রে জানা গেছে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৯১তম জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে এদিন ৬ই ফাল্গুন ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে মঙ্গলারতি'র মাধ্যমে এদিন অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর হয় বেদপাঠ ও স্তবগান। এরপর হয় ঊষা-কীর্তন। এদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয়। এরপর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বন্দনা অনুষ্ঠিত হয়। সভামণ্ডপেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা, ভক্তিগীতি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা, গীতি-আলেখ্য 'পতিতপাবন শ্রীরামকৃষ্ণ', তাল-বাদ্য, ভজন, যন্ত্র-সঙ্গীত অনুষ্ঠিত হয়। বিকেলে হয় ধর্মসভা। বিষয় ছিল 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জীবন ও বাণী'। সভাপতিত্ব করেন স্বামী সুবীরানন্দ মহারাজ। বক্তা ছিলেন স্বামী বাণেশানন্দ (বাংলা), স্বামী সর্বভূতানন্দ (হিন্দী) এবং স্বামী শুদ্ধিদানন্দ (ইংরাজী)। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে সন্ধ্যারতি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন মা সারদা সদাব্রত ভবন থেকে হাতে হাতে ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এদিন বেলুড় মঠে আসা বেলুড় গার্লস প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকা বলেন, 'প্রতি বছরই আমরা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে বেলুড় মঠে এই বিশেষ দিনে আসি। আজকে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথিতে বাচ্চাদের এখানে নিয়ে এসেছি। ওরাও রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, মা সারদা সম্পর্কে ওনাদের চিনছে জানছে। এই দিনটির মাহাত্ম্য বাচ্চাদের কাছেও বিশেষভাবে থাকবে। প্রত্যেক বছরই সেই জন্য স্কুলের বাচ্চাদের এখানে নিয়ে আসি।' এদিন সকালে বেলুড় মঠে আসা বালির প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রবীর রায়চৌধুরী বলেন, 'আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ঈশ্বরকে পাওয়া। সেই পথ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আমাদের দেখিয়েছিলেন। আজকের দিনে এখানে আসতে পেরে খুব ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে সারা জীবন যেন এভাবেই ঠাকুরের আশীর্বাদ নিয়ে বেঁচে থাকা যায়।'

পুলিশের তৎপরতায় চুরি যাওয়া ২৪ টি মোবাইল ও নগদ টাকা

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ আবারও বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। মানুষের সাথে ওতোপ্রোতো ভাবেই জড়িয়ে আছে বর্তমানে মোবাইল ফোন। আর বর্তমানে মোবাইল চুরির ঘটনা বেড়ে চলেছে। আর এবার বারুইপুর পুলিশ জেলার জীবনতলা থানার ঘুটিয়ারীশরিফ পুলিশ ক্যাম্পের ওসি এস আই তুহিন মন্ডল মোবাইল চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার সন্ধ্যায় ঘুটিয়ারীশরিফ রেলগেট এলাকা থেকে দুজন সন্দেহভাজন যুবককে প্রথমে আটক করে জিজ্ঞেসাবাদ করে পরে গ্রেফতার করে। ধৃত দুজন হলো- খুরশিদ আলম সরদার (৩৪), বাড়ি জীবনতলা থানার বনমালিপুর চরকডাঙা এলাকায় এবং আবু জাফর সরদার (৩১), বাড়ি জীবনতলা থানার বনমালিপুর সরদার পাড়া এলাকায়। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ২৪টি স্মাট ফোন, নগদ ৩১০০ টাকা, একটি সোনার আংটি ও একটি ইয়ামা স্কুটি। ধৃতদের বৃহস্পতিবার আলিপুর আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতদের সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করেছে তদন্তকারি পুলিশ আধিকারিক। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা-৮১, শুক্রবার, ০৭ ফাল্গুন, ১৪৩২

ভোটের পাহারাদার না কি নাগরিক আতঙ্কের কারিগর

গণতন্ত্রের প্রাণভোমরা ভোট। আর সেই ভোটের বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষার গুরুদায়িত্ব যার কাঁধে, সেই প্রতিষ্ঠানই যদি নাগরিকদের মনে আতঙ্ক, ক্ষোভ ও অপমানের অনুভূতি জাগায়, তবে প্রশ্ন উঠবেই। সাম্প্রতিক সময়ে ভোটার তালিকা সংশোধন ও তথ্যাকথিত সংক্রান্ত কার্যকলাপ ঘিরে বহু সাধারণ নাগরিকের অভিযোগ- নির্বাচন কমিশনের প্রক্রিয়া নাকি সহযোগিতার বদলে হয়রানির রূপ নিচ্ছে। যে সংস্থা গণতন্ত্রের প্রহরী, তার কার্যপদ্ধতি কি তবে নাগরিকের কাছে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে? ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা, নকল বা অযোগ্য নাম বাদ দেওয়া, সঠিক তথ্য সংরক্ষণ- এগুলো নিঃসন্দেহে একটি শক্তিশালী গণতন্ত্রের অপরিহার্য অংশ। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বই হল নিশ্চিত করা যে ভোটাধিকার সঠিক হাতে থাকছে, কোনও অনিয়ম বা জালিয়াতি যেন না ঘটে। কিন্তু সেই প্রক্রিয়া যদি স্বচ্ছতার বদলে অস্পষ্টতা, সহযোগিতার বদলে চাপ, এবং তথ্য সংগ্রহের বদলে অযথা তলবের চেহারা নেয়, তবে নাগরিকের মনে সন্দেহ জন্মানো অস্বাভাবিক নয়। অনেকের অভিযোগ, বাড়ি বাড়ি যাচাইয়ের নামে বারবার কাগজপত্র চাওয়া হচ্ছে, কখনও অল্প সময়ের নোটিশে হাজিরা দিতে বলা হচ্ছে, কখনও তথ্যের অসঙ্গতি দেখিয়ে নাম বাদ দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন, যাঁদের পরিবারে বয়স্ক সদস্য আছেন, কিংবা যাঁদের কাছে পুরোনো নথিপত্র সহজলভ্য নয়- তাঁদের কাছে এই প্রক্রিয়া হয়ে উঠছে এক মানসিক চাপের কারণ। প্রশ্ন জাগে, গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করার নামে কি নাগরিকের উপর প্রশাসনিক চাপ বাড়ানো হচ্ছে? গণতন্ত্রের সৌন্দর্য তার অন্তর্ভুক্তিতে। ভোটাধিকার কেবল একটি আইনি অধিকার নয় এটি নাগরিকত্বের মর্যাদা। একজন মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া মানে কেবল একটি প্রশাসনিক সংশোধন নয়, বরং তার রাজনৈতিক অস্তিত্বে আঘাত। তাই এমন কোনও প্রক্রিয়া, যা স্বচ্ছ ব্যাখ্যা ছাড়া মানুষের নাম নিয়ে টানাটানি করে, তা স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভের জন্ম দেয়। নির্বাচন কমিশনের উচিত এই সংবেদনশীলতাকে সর্বাগ্রে রাখা। এসআইআর বা বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনার মতো উদ্যোগের উদ্দেশ্য যদি হয় তালিকা শুদ্ধিকরণ, তবে সেটি হওয়া উচিত তথ্যভিত্তিক, প্রযুক্তিনির্ভর এবং সর্বোপরি নাগরিকবান্ধব। কিন্তু যদি সেই প্রক্রিয়া মাঠপর্যায়ে এমনভাবে পরিচালিত হয়, যেখানে কর্মকর্তারা অস্পষ্ট নির্দেশে কাজ করছেন, নাগরিকেরা স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাচ্ছেন না, এবং অভিযোগ জানাতে গেলে জটিলতার মুখে পড়ছেন- তবে তা গণতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য শুভ সংকেত নয়। এখানে একটি মৌলিক নীতির কথা মনে রাখা জরুরি- প্রশাসন নাগরিকের উপর নয়, নাগরিকের জন্য। নির্বাচন কমিশন সংবিধানসম্মত স্বয়ংশাসিত সংস্থা। তার বিশ্বাসযোগ্যতাই গণতন্ত্রের ভিত্তি। সেই বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে হলে শুধু নিরপেক্ষ হওয়াই যথেষ্ট নয় নিরপেক্ষতার প্রতিচ্ছবি নাগরিকের চোখেও স্পষ্ট হতে হবে। যদি মানুষ মনে করেন, তাঁদের প্রতি আচরণ কঠোর, অবমাননাকর বা পক্ষপাতদুষ্ট, তবে সেই ধারণাই গণতন্ত্রের ভিত দুর্বল করে। আরও উদ্বেগজনক হল তথ্যের অস্পষ্টতা। কেন নাম যাচাই হচ্ছে, কী কারণে আপত্তি তোলা হচ্ছে, কীভাবে সংশোধনের সুযোগ পাওয়া যাবে- এসব বিষয়ে পরিষ্কার নির্দেশ না থাকলে গুজব ছড়ায়। সামাজিক মাধ্যমে বিভ্রান্তি বাড়ে। রাজনৈতিক দলগুলি বিষয়টিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে। ফলে একটি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া অকারণে রাজনৈতিক উত্তেজনার কেন্দ্রে চলে আসে। এর দায় এড়ানো যায় না। নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রযুক্তি বিপুল সুযোগ দিয়েছে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নাগরিকেরা সহজে নিজেদের তথ্য যাচাই করতে পারেন, প্রয়োজনীয় নথি আপলোড করতে পারেন, অভিযোগ জানাতে পারেন। যদি সেই ব্যবস্থাগুলি ব্যবহারবান্ধব না হয়, কিংবা মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তারা যথাযথ প্রশিক্ষণ না পান, তবে সমস্যার দায় শেষ পর্যন্ত কমিশনের উপরই বর্তায়। আধুনিক গণতন্ত্রে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া যত সহজ, স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক হবে, ততই আস্থা বাড়বে। এটাও মনে রাখা দরকার, ভারতের মতো বিশাল ও বৈচিত্র্যময় দেশে ভোটার তালিকা পরিচালনা সহজ কাজ নয়। ভৌগোলিক বিস্তৃতি, অভ্যন্তরীণ অভিবাসন, সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্য- সব মিলিয়ে কাজটি জটিল। কিন্তু জটিলতা কখনও অমানবিকতার অজুহাত হতে পারে না। বরং জটিল পরিস্থিতিতেই দরকার আরও বেশি সহমর্মিতা, আরও বেশি ব্যাখ্যা, আরও বেশি ধৈর্য। নাগরিকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট। তিনি কর দেন, আইন মানেন, ভোট দেন। বিনিময়ে তাঁর প্রত্যাশা সম্মান ও স্বচ্ছতা। যদি তাঁকে প্রমাণ করতে হয় যে তিনি সত্যিই নাগরিক, যদি বারবার কাগজ দেখাতে হয়, যদি তাঁর নাম নিয়ে সন্দেহ তোলা হয়- তবে তাঁর মনে অপমানবোধ জন্মানো স্বাভাবিক। প্রশাসনের কাজ সন্দেহ সৃষ্টি নয়, সন্দেহ দূর করা। তবে সমালোচনার পাশাপাশি দায়িত্বও আছে। নাগরিকদেরও উচিত সঠিক তথ্য প্রদান করা, নথিপত্র হালনাগাদ রাখা, এবং বিভ্রান্তিকর গুজবে কান না দেওয়া। কিন্তু সেই দায়িত্ব পালনের পথ যেন সহজ হয়, সেটি নিশ্চিত করাই নির্বাচন কমিশনের কাজ। একটি হেল্পলাইন, একটি স্পষ্ট নির্দেশিকা, একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা- এতেই অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব। গণতন্ত্রের শক্তি কেবল নির্বাচন নয় নির্বাচন পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থাও তার সমান গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। যদি সেই আস্থায় ফাটল ধরে, তবে নির্বাচনের ফল যতই গ্রহণযোগ্য হোক, প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। নির্বাচন কমিশনের উচিত এই মুহূর্তে আত্মসমালোচনার পথে হাঁটা। মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করা, অভিযোগ শুনে ব্যবস্থা নেওয়া, এবং নাগরিকের সঙ্গে সংলাপ বাড়ানো। ভোটের অধিকার কোনও দয়া নয় এটি সংবিধানপ্রদত্ত অধিকার। সেই অধিকার রক্ষার নামে যদি নাগরিককে বারবার ব্যাখ্যা দিতে হয়, তবে প্রক্রিয়াটিকে পুনর্বিবেচনা করা জরুরি। প্রশাসনিক কঠোরতা কখনও কখনও প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু সেটি যেন মানবিকতার সীমা অতিক্রম না করে। আজ যখন দেশ জুড়ে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা তীব্র, তখন নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা আরও সংবেদনশীল। তাকে হতে হবে নিরপেক্ষ, দৃশ্যত নিরপেক্ষ এবং নাগরিকবান্ধব। এসআইআর-এর মতো উদ্যোগ যদি প্রয়োজনীয় হয়, তবে তার ব্যাখ্যাও হতে হবে সমান শক্তিশালী।

অনুকুল ঠাকুরের বাণী

জগতে মানুষ যত কিছু দুঃখ পায় তার অধিকাংশই আসে কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি থেকে, ও দুটো থেকে যত দূরে সরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। ভগবান শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেব সবাইকে বিশেষ করে বলেছেন, কামিনী-কাঞ্চন থেকে তফা তফা খুব তফা থাক। কামিনী থেকে কাম বাদ দিলে ইনি মা হয়ে পড়েন। বিষ অমৃত হয়ে গেল। আর মা মা-ই, কামিনী নয়কো। মার শেষে গী দিয়ে ভাবলেই সর্বনাশ। সাবধান! মা কে মাগী ভেবে মর না। প্রত্যেক মাই জগজ্জনী। প্রত্যেক মেয়েই নিজের মায়ের বিভিন্ন রুপ, এমতর ভাবতে হয়। মাতৃভাব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত না হলে স্ত্রীলোকে ছুতে নেই-যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল এমনি কি মুখদর্শন না করা আরও ভাল। আমার কামক্রোদাদি গেলনা গেলনা বলে চিৎকার পাড়লে তারা যায় না। এমন কর্ম, এমন চিন্তা, অভ্যাস করে নিতে হয় যাতে কামক্রোধাদির গন্ধও নেই- মন যাতে ওসব ভুলে যায়। মনে কামক্রোধাদির ভাব এলে কী করে তার প্রকাশ পাবে? উপায় উচ্চতর উদার ভাবে নিমজ্জিত থাকা। সৃষ্টতত্ব, গণিতবিদ্যা, রসায়ণশাস্ত্র, ইত্যাদির আলোচনায় কামরিপুর দমন থাকে। কামিনী কাঞ্চন সম্পর্কিত যে কোন প্রকার আলোচনাই ওতে আসক্তি এনে দিতে পারে। ও সব আলোচনা থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল। সঙ্কোচই দুঃখ আর প্রসারনই সুখ। যাতে হৃদয়ে দুর্বলতে আসে, ভয় আসে তাতেই আনঃেদর খাকতি - আর তাই দুঃখ। চাওয়াটা না পাওয়াই দুঃখ। কিছু চেও না। সব অবস্থায় রাজি থাক, দু ঃখ তোমার কি করবে? দুঃখ কারো প্রকৃতিগত নয়কো। ইচ্ছে করলেই তাকে তা।য়ি়ে দেওয়া যেতে পারে। পরমপিতার কাছে প্রার্থনা কর- তোমার ইচ্ছাই মঙ্গল আমি জানি না কিসে আমার মঙ্গল হবে।

ডানপন্থার উত্থানের ঢেউয়ে বিশ্বরাজনীতিতে পরিবর্তনের হাওয়া না কি অনিশ্চয়তার ছায়া?

তীর্থঙ্কর সান্যাল, নয়াদিল্লি

একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে দাঁড়িয়ে বিশ্বরাজনীতির মানচিত্রে এক স্পষ্ট প্রবণতা চোখে পড়ছে- ডানপন্থী রাজনীতির উত্থান ও প্রভাব। ইউরোপ থেকে আমেরিকা, এশিয়া থেকে লাতিন আমেরিকা- বহু দেশে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে জাতীয়তাবাদ, রক্ষণশীলতা, সীমান্ত-সুরক্ষা, সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রশ্ন। এই প্রবণতা কি কেবল সাময়িক রাজনৈতিক ঢেউ, নাকি এটি এক দীর্ঘমেয়াদি আদর্শিক পুনর্বিন্যাস? বিশ্ব কি সত্যিই ডানপন্থার প্রভাববলয়ে আবদ্ধ, নাকি আমরা এক রূপান্তরের সঙ্কটপর্বের মধ্য দিয়ে চলেছি? রাজনীতির ইতিহাসে মতাদর্শের ওঠানামা নতুন নয়। কখনও উদারনীতি শক্তিশালী হয়েছে, কখনও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা প্রাধান্য পেয়েছে, আবার কখনও রক্ষণশীলতা জনসমর্থন কুড়িয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে ডানপন্থী রাজনীতির যে বিস্তার দেখা যাচ্ছে, তা কেবল নির্বাচনী ফলাফলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় এটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তরেও গভীর প্রভাব ফেলছে। অভিবাসন-বিরোধী অবস্থান, অর্থনৈতিক সুরক্ষাবাদ, ঐতিহ্য ও জাতীয় পরিচয়ের পুনরুচ্চারণ- এই বিষয়গুলি এখন বহু দেশের রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে। এই উত্থানের পেছনে একাধিক কারণ কাজ করছে। বিশ্বায়নের গত তিন দশকে অর্থনীতি যেমন প্রসারিত হয়েছে, তেমনি বেড়েছে বৈষম্য। বহুজাতিক সংস্থা ও আর্থিক পুঁজির প্রসার অনেক ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে অনিশ্চয়তার বোধ তৈরি করেছে। শিল্পাঞ্চল বন্ধ হয়েছে, কর্মসংস্থান স্থানান্তরিত হয়েছে অন্য দেশে, প্রযুক্তিগত পরিবর্তনে বহু মানুষ কাজ হারিয়েছেন। এই ক্ষোভ ও উদ্বেগের ভিতরেই ডানপন্থী রাজনীতি সহজ ভাষায় সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে- ‘ দেশ আগে’, ‘কাজ আমাদের জন্য’, ‘সংস্কৃতি আমাদেরই রক্ষা করতে হবে’।

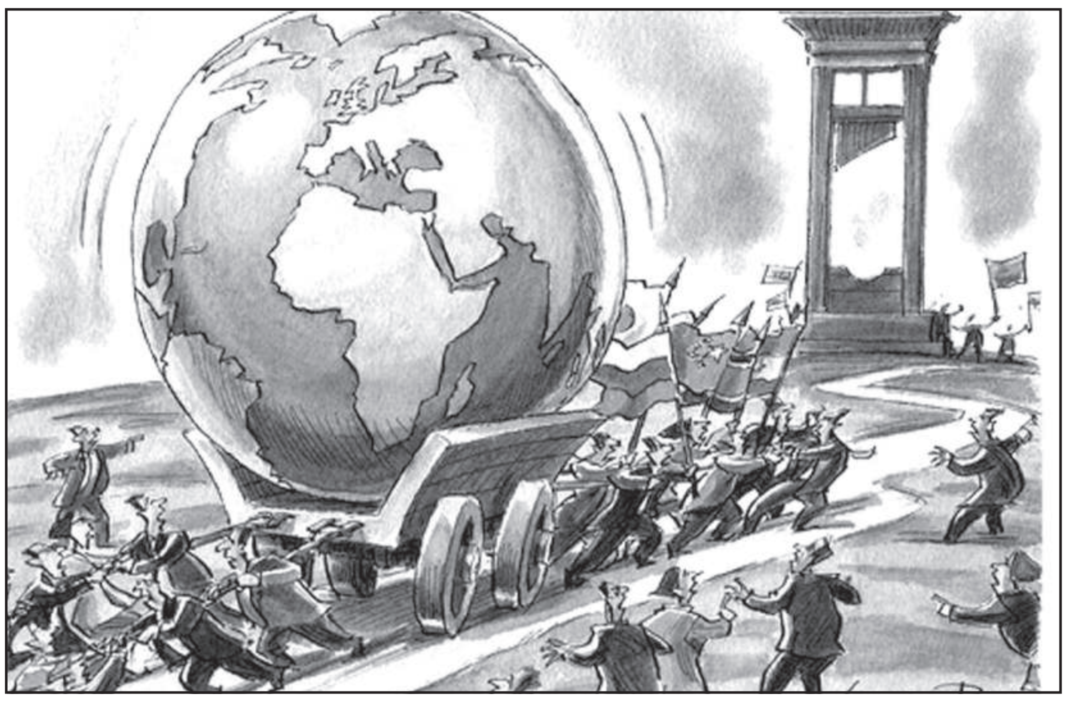

অভিবাসনও একটি বড় প্রশ্ন হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ, দারিদ্র্য, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বজুড়ে মানুষের চলাচল বেড়েছে। অনেক উন্নত দেশে স্থানীয় জনগণের একাংশ মনে করছেন, অভিবাসীরা তাঁদের কর্মসংস্থান ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার উপর চাপ সৃষ্টি করছে। ডানপন্থী দলগুলি এই উদ্বেগকে রাজনৈতিক ভাষায় রূপ দিয়েছে। সীমান্ত সুরক্ষা, কঠোর অভিবাসন নীতি, নাগরিকত্বের কড়াকড়ি- এসব বিষয় ভোটের কেন্দ্রে এসেছে। সামাজিক মাধ্যমের যুগও এই পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে। তথ্যপ্রবাহ দ্রুত হয়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে বেড়েছে বিভ্রান্তি ও মেরুকরণ। অ্যালগরিদম-নির্ভর তথ্যবিন্যাস মানুষের মতাদর্শগত বুদবুদ তৈরি করেছে, যেখানে ভিন্নমত কম দেখা যায়। ফলে জনমত আরও তীব্র ও আবেগপ্রবণ হয়েছে। ডানপন্থী রাজনীতি প্রায়শই আবেগঘন ভাষা ব্যবহার করে, যা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং সংগঠিত সমর্থন তৈরি করে। তবে এই প্রবণতাকে একমাত্রিকভাবে দেখা ঠিক হবে না। ডানপন্থী রাজনীতি সব দেশে একই রূপে প্রকাশ পায় না।

কোথাও এটি অর্থনৈতিক রক্ষণশীলতা, কোথাও সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ, কোথাও আইন-শৃঙ্খলার কড়াকড়ি, আবার কোথাও ধর্মীয় পরিচয়ের পুনরুত্থান। এক দেশে যা চরমপন্থা বলে বিবেচিত, অন্য দেশে তা মূলধারার রাজনীতি। তাই ‘ডানপন্থার অধীনে’- এই বাক্যটি যেমন বাস্তবতার একটি দিক তুলে ধরে, তেমনি তা সরলীকরণের ঝুঁকিও বহন করে। ডানপন্থার উত্থানকে অনেকেই গণতন্ত্রের সংকট হিসেবে দেখেন। তাঁদের মতে, এই প্রবণতা ভিন্নমতকে সংকুচিত করে, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতায় চাপ সৃষ্টি করে, বিচারব্যবস্থার উপর প্রভাব ফেলতে চায়। আবার অন্যদের মতে, এটি গণতন্ত্রেরই প্রকাশ- জনগণ তাদের উদ্বেগ ও অসন্তোষের প্রতিফলন ঘটাচ্ছেন নির্বাচনের মাধ্যমে। গণতন্ত্রে মতাদর্শের পরিবর্তন স্বাভাবিক সমস্যা তখনই, যখন প্রতিষ্ঠানগুলির ভারসাম্য নষ্ট হয়। বিশ্ব অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তনের প্রভাব পড়ছে। মুক্তবাণিজ্যের বদলে সুরক্ষাবাদী নীতি, শুল্ক বৃদ্ধি, আঞ্চলিক জোটের পুনর্বিন্যাস- এসব পদক্ষেপ বিশ্বব্যবস্থাকে নতুনভাবে গড়ে তুলছে। বহুপাক্ষিক সহযোগিতার জায়গায় দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা বাড়ছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। জলবায়ু পরিবর্তন, মানবাধিকার, শরণার্থী সুরক্ষা- এসব বৈশ্বিক ইস্যুতে ঐকমত্য গড়া আরও কঠিন হয়ে পড়ছে। তবু এটাও সত্য, ডানপন্থী রাজনীতির উত্থান অনেক ক্ষেত্রে শাসনব্যবস্থায় স্থিতিশীলতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা, জাতীয় নিরাপত্তা, দ্রুত সিদ্ধান্ত- এই বিষয়গুলি জনমানসে গুরুত্ব পেয়েছে। বহু নাগরিক মনে করেন, দীর্ঘ বিতর্কের চেয়ে কার্যকর প্রশাসন জরুরি। ফলে শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রতি আকর্ষণ বেড়েছে। কিন্তু শক্তিশালী নেতৃত্ব ও কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। গণতন্ত্রে শক্তি তখনই ইতিবাচক, যখন তা জবাবদিহির মধ্যে থাকে। ডানপন্থার এই বিশ্বব্যাপী প্রবণতা কি স্থায়ী? ইতিহাস বলে, রাজনৈতিক ঢেউ কখনও স্থির থাকে না। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, সামাজিক আন্দোলন, প্রজন্মগত পরিবর্তন- সব মিলিয়ে রাজনীতির দিক বদলায়। তরুণ প্রজন্ম অনেক ক্ষেত্রে আরও উদার সামাজিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী, আবার অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায় তারাও জাতীয়তাবাদের দিকে ঝুঁকতে পারে। তাই ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, এবং রাজনীতির দোলাচল অব্যাহত থাকবে। একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, বিরোধী মতাদর্শগুলি কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে। যদি উদার বা মধ্যপন্থী শক্তিগুলি মানুষের বাস্তব সমস্যার কার্যকর সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়, তবে ডানপন্থার প্রভাব বাড়তেই থাকবে। কেবল নৈতিক উচ্চভূমি দখল করে রাখা যথেষ্ট নয় অর্থনৈতিক ন্যায়, কর্মসংস্থান, সামাজিক সুরক্ষা- এসব বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতি প্রয়োজন। নাগরিকেরা আদর্শের চেয়ে বাস্তব ফলাফলকে বেশি গুরুত্ব দেন। বিশ্বরাজনীতির এই পরিবর্তন আমাদের শেখায়, গণতন্ত্র কখনও স্থির নয়। এটি এক চলমান প্রক্রিয়া, যেখানে মতাদর্শের প্রতিযোগিতা অব্যাহত থাকে। ডানপন্থার উত্থান একদিকে যেমন সামাজিক উদ্বেগের প্রতিফলন, তেমনি অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের দৃঢ়তার পরীক্ষাও। যদি সংবিধান, বিচারব্যবস্থা, সংবাদমাধ্যম ও নাগরিক সমাজ শক্তিশালী থাকে, তবে যে কোনও মতাদর্শই গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু প্রতিষ্ঠান দুর্বল হলে ঝুঁকি বাড়ে। আজকের বিশ্বে তাই প্রয়োজন ভারসাম্যের। জাতীয় স্বার্থ রক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আন্তর্জাতিক সহযোগিতাও অপরিহার্য। সাংস্কৃতিক পরিচয় মূল্যবান, কিন্তু বহুত্ববাদও সমান গুরুত্বপূর্ণ। শক্তিশালী নেতৃত্ব দরকার, কিন্তু জবাবদিহি ছাড়া শক্তি বিপজ্জনক। এই সূক্ষ্ম ভারসাম্য রক্ষা করাই আগামী দিনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ডানপন্থার আধিপত্যের আলোচনায় আবেগ নয়, বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কারণ রাজনীতি কেবল আদর্শের লড়াই নয় এটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। মানুষ নিরাপত্তা চায়, মর্যাদা চায়, উন্নতি চায়। যে মতাদর্শ সেই প্রত্যাশা পূরণে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করে, তার প্রভাব বাড়ে। আজ ডানপন্থা সেই বিশ্বাসযোগ্যতা অনেক ক্ষেত্রে অর্জন করেছে। কাল হয়তো অন্য কেউ করবে। শেষ পর্যন্ত বিশ্বরাজনীতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে নাগরিকদের উপর। তাঁরা কি বিভাজনের ভাষা বেছে নেবেন, নাকি সংলাপের? তাঁরা কি ভয়ের রাজনীতি মেনে নেবেন, নাকি আশার? তাঁরা কি শক্তির কেন্দ্রীকরণকে সমর্থন করবেন, নাকি প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য রক্ষা করবেন? এই প্রশ্নগুলির উত্তরই নির্ধারণ করবে ডানপন্থার আধিপত্য সাময়িক না দীর্ঘস্থায়ী। ডানপন্থার ঢেউ শক্তিশালী, কিন্তু ইতিহাসের স্রোত বহমান। পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, এবং গণতন্ত্রের সৌন্দর্য তার অভিযোজন ক্ষমতায়। তাই আতঙ্ক নয়, প্রয়োজন সতর্কতা ও সচেতনতা। মতাদর্শের লড়াই চলবে, কিন্তু মানবিক মূল্যবোধ, স্বাধীনতা ও ন্যায়ের প্রশ্ন যেন কখনও হারিয়ে না যায়। ডানপন্থার আধিপত্যের এই সময়ে সেটিই হোক আমাদের প্রধান প্রতিশ্রুতি।

অস্থিরতার আগুনেও প্রজ্ঞার আলো- মৌলবাদের প্রলোভনকে না বলল বাংলাদেশ

প্রশান্ত সরকার, ঢাকা

রাজনৈতিক অস্থিরতা, রাস্তায় উত্তেজনা, প্রশাসনিক টানাপোড়েন, অর্থনৈতিক চাপ- সব মিলিয়ে এক সময় যেন বাংলাদেশকে ঘিরে ধরেছিল অনিশ্চয়তার ঘন কুয়াশা। জনজীবনে ছিল উৎকণ্ঠা, ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন, গণতন্ত্রের দিকচিহ্ন নিয়ে বিতর্ক। এমন পরিস্থিতিতে ইতিহাস সাক্ষী, বহু দেশ ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে উগ্র মতাদর্শ ক্ষমতার দরজায় কড়া নেড়েছে, কখনও সেই দরজা খুলেও গেছে। কিন্তু বাংলাদেশ সেই ভুলটি করেনি। অস্থিরতার মধ্যেও দেশের নাগরিকেরা মৌলবাদের হাতছানি প্রত্যাখ্যান করেছেন। এই সিদ্ধান্ত শুধু রাজনৈতিক নয়, এটি সামাজিক পরিপক্কতার, ঐতিহাসিক স্মৃতির উদাহরণ দেখায়, এমন কাঠামো প্রথমে শৃঙ্খলার মুখোশ পরে আসে, পরে সমাজকে বিভক্ত করে, সৃজনশীলতাকে রুদ্ধ করে, অর্থনীতিকে সংকুচিত করে। বাংলাদেশের নাগরিকেরা সেই ইতিহাস জানেন। তাঁরা দেখেছেন, উগ্রতার আগুন একবার জ্বলে উঠলে তা শুধু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নয়, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনকেও গ্রাস করে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি- সব ক্ষেত্রেই নেমে আসে অনিশ্চয়তা। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিনিয়োগ কমে যায়, কর্মসংস্থান সংকুচিত হয়। সবচেয়ে বড় কথা, সমাজে ভয় ঢুকে পড়ে। আর ভয়ের সমাজ কখনও দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের পথে হাঁটতে পারে না। অস্থির সময়ে মানুষ সাধারণত দুটি পথে হাঁটে- এক, ক্ষোভের বশে চরম

এবং নাগরিক প্রজ্ঞার প্রতিফলন। বাংলাদেশের ইতিহাসই তাকে এই শিক্ষা দিয়েছে। স্বাধীনতার সংগ্রাম ছিল অসাম্প্রদায়িক চেতনার, ভাষা ও সংস্কৃতির মর্যাদার, গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই। সেই ইতিহাসের ভিতরেই গাঁথা আছে বহুত্ববাদ, সহাবস্থান এবং মানবিকতার বীজ। তাই যখনই উগ্রতার ছায়া ঘনিয়েছে, তখনই সমাজের ভিতর থেকে উঠে এসেছে প্রশ্ন- আমরা কি আমাদের আত্মপরিচয় বিসর্জন দেব? আমরা কি স্বাধীনতার চেতনাকে ভুলে যাব? অস্থির সময়ে মৌলবাদ সবসময় সহজ সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেয়। বলে, জটিল রাজনীতির প্রয়োজন নেই কঠোর নিয়মই সব সমস্যার ওষুধ। কিন্তু বাস্তবতা এত সরল নয়। মৌলবাদ কখনও কেবল ধর্মীয় ব্যাখ্যা নয় এটি এক ধরনের ক্ষমতার কাঠামো, যেখানে ভিন্নমতকে জায়গা দেওয়া হয় না, প্রশ্ন তোলাকে অপরাধ ভাবা হয়। ইতিহাসের বহু

সিদ্ধান্ত নেওয়া দুই, ধৈর্য ধরে গণতান্ত্রিক পথেই পরিবর্তনের চেষ্টা করা। বাংলাদেশ দ্বিতীয় পথটি বেছে নিয়েছে। এটি সহজ পথ নয়। যখন রাস্তায় উত্তেজনা, সামাজিক মাধ্যমে বিভাজন, রাজনৈতিক বক্তব্যে তীব্রতা- তখন ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নেওয়া বিরল। কিন্তু নাগরিকেরা বুঝেছেন, ক্ষণিকের আবেগে নেওয়া সিদ্ধান্ত দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির কারণ হতে পারে। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের ভূমিকা। তারা প্রযুক্তি-সচেতন, বিশ্বদৃষ্টি-সম্পন্ন। তারা জানে, আজকের বিশ্বে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, শিক্ষা, তথ্যপ্রবাহ- সবই আন্তঃনির্ভরশীল। মৌলবাদী শাসন কাঠামো প্রায়শই এই উন্মুক্ততাকে সংকুচিত করে। ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে, উদ্ভাবন বাধাগ্রস্ত হয়। তরুণেরা তাই বুঝেছেন, ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য প্রয়োজন অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি, মুক্ত চিন্তার পরিবেশ এবং বহুমাত্রিক

সমাজ। বাংলাদেশের নারীরাও এই সিদ্ধান্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। গত কয়েক দশকে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা হিসেবে নারীদের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। মৌলবাদী রাজনীতির অন্যতম ঝুঁকি হল নারীর স্বাধীনতার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ। তাই নারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এমন শক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন, যা তাদের অর্জিত অধিকারকে সংকুচিত করতে পারে। একটি সমাজের অগ্রগতি তখনই টেকসই হয়, যখন নারী-পুরুষ সমানভাবে অংশ নেন। এই উপলব্ধি আজ বাংলাদেশের সামাজিক চেতনার অংশ। অবশ্যই এই সিদ্ধান্ত মানে এই নয় যে দেশে কোনও সমস্যা নেই। রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা, প্রশাসনিক দুর্বলতা, দুর্নীতি, অর্থনৈতিক বৈষম্য- এগুলো বাস্তব। কিন্তু সমস্যার সমাধান মৌলবাদ নয়। বরং গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভেতরেই সংস্কার, জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা বাড়ানোই দীর্ঘমেয়াদি পথ। নাগরিকেরা বুঝেছেন, অসন্তোষ থাকতেই পারে কিন্তু সেই অসন্তোষের সুযোগ নিয়ে উগ্র মতাদর্শকে ক্ষমতায় বসানো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বিপজ্জনক। আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতেও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ এশিয়া এমন এক অঞ্চল, যেখানে রাজনৈতিক অস্থিরতা দ্রুত সীমান্ত পেরিয়ে প্রভাব ফেলতে পারে। বাংলাদেশ যদি মৌলবাদী পথে যেত, তার প্রভাব পড়ত আঞ্চলিক স্থিতিশীলতায়। বাণিজ্য, নিরাপত্তা, কূটনীতি- সব ক্ষেত্রেই তৈরি হতো নতুন অনিশ্চয়তা। নাগরিকেরা হয়তো এই বৃহত্তর চিত্রটিও বিবেচনায় নিয়েছেন। কারণ আধুনিক রাষ্ট্র কেবল অভ্যন্তরীণ নয় বৈশ্বিক সম্পর্কের জালেও আবদ্ধ। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল এই প্রজ্ঞাকে ধারাবাহিকতায় রূপ দেওয়া।

অস্থিরতার সময়ে মৌলবাদকে প্রত্যাখ্যান করা এক বড় পদক্ষেপ, কিন্তু গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করা আরও বড় কাজ। রাজনৈতিক দলগুলির উচিত ভিন্নমতকে সম্মান করা, সহিংসতার ভাষা পরিহার করা, এবং নীতিগত বিতর্ককে প্রাধান্য দেওয়া। নাগরিক সমাজেরও দায়িত্ব আছে- সমালোচনা করা, কিন্তু গঠনমূলকভাবে প্রশ্ন তোলা, কিন্তু দায়িত্বশীলভাবে। মৌলবাদকে না বলা মানে ধর্মকে না বলা নয়। বাংলাদেশ একটি ধর্মপ্রাণ সমাজ, এবং সেই ধর্মীয় চর্চা তার সাংস্কৃতিক পরম্পরার অংশ। কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাস ও রাজনৈতিক মৌলবাদ এক জিনিস নয়। যখন ধর্মকে রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতিয়ার করা হয়, তখন সেটি বিভাজনের কারণ হয়ে ওঠে। নাগরিকেরা এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটি উপলব্ধি করেছেন বলেই অস্থিরতার আগুনেও তাঁরা প্রজ্ঞার আলো জ্বালিয়ে রেখেছেন। আজকের সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতের ভিত্তি। যদি গণতান্ত্রিক কাঠামো আরও স্বচ্ছ হয়, যদি অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়, যদি শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ে- তবে উগ্রতার জন্য মাটি আরও শক্ত হবে না। বরং সমাজে স্থিতি ও আস্থা বাড়বে। তাই এখন প্রয়োজন সংস্কারের সাহস, সংলাপের সংস্কৃতি এবং আইনের শাসনের প্রতি অঙ্গীকার। অস্থিরতার সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সবসময় ইতিহাসে বড় হয়ে থাকে। বাংলাদেশ সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। মৌলবাদের প্রলোভন ছিল, কিন্তু নাগরিকেরা বুঝেছেন- ক্ষণিকের শৃঙ্খলার প্রতিশ্রুতি দীর্ঘমেয়াদি স্বাধীনতার বিকল্প নয়। তারা বেছে নিয়েছেন জটিল, কখনও ক্লান্তিকর, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুক্তির পথ- গণতন্ত্রের পথ। এই সিদ্ধান্ত কেবল একটি রাজনৈতিক ফলাফল নয় এটি এক জাতির আত্মপরিচয়ের পুনর্নিশ্চিতকরণ। এটি প্রমাণ করে, অস্থিরতা যতই হোক, প্রজ্ঞা হারিয়ে যায় না। ইতিহাসের শিক্ষা, সমাজের বহুত্ববাদ, তরুণদের বিশ্বদৃষ্টি, নারীদের অগ্রগতি- সব মিলিয়ে বাংলাদেশ দেখিয়েছে, উগ্রতার অন্ধকারেও আলো জ্বালিয়ে রাখা যায়। একটি দেশের শক্তি তার সেনাবাহিনীতে নয়, তার নাগরিকদের বিচক্ষণতায়। বাংলাদেশ সেই বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে। অস্থিরতার ঝড় বয়ে গেছে, কিন্তু মৌলবাদের পাল তুলে সে ঝড়ে ভেসে যায়নি। বরং নোঙর ফেলেছে নিজের ইতিহাস, নিজের চেতনা, নিজের বহুত্ববাদী আত্মায়। এই নোঙরই আগামী দিনের নিরাপত্তা, এই প্রজ্ঞাই ভবিষ্যতের পথনির্দেশ।

বুজ টিকের ফাঁদে জীবন- কিউআর কোডের নিশ্চযতা না কি নতুন প্রতারণার জাল?

বিশেষ প্রতিবেদন ঃ একটুকরো কালো-সাদা বর্গাকার ছাপ। আঙুলের ডগায় মোবাইল ফোন। একটি দ্রুত স্ক্যান। আর তার পরেই স্ক্রিনে ভেসে ওঠা সবুজ লেখা। আমরা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। মনে হয়, প্রযুক্তির যুগে অন্তত ওষুধের ক্ষেত্রে প্রতারণার আর কোনও জায়গা নেই। যেন ডিজিটাল সিলমোহর আমাদের জীবনকে সুরক্ষিত করে রেখেছে। কিন্তু প্রশ্নটা এখানেই- এই নিশ্চিন্ত বিশ্বাস কি সত্যিই নিরাপদ? নাকি আমরা অজান্তেই আমাদের স্বাস্থ্য, আমাদের প্রিয়জনের জীবন, তুলে দিচ্ছি এক আরও সূক্ষ্ম, আরও চতুর প্রতারণার হাতে? ডিজিটাল যুগে ভেজাল ওষুধের চেহারা বদলে গেছে। একসময় আমরা সন্দেহ করতাম বোতলের রঙ, স্ট্রিপের ছাপা, কিংবা প্যাকেটের গুণমান দেখে। এখন প্রতারণা আর বাহ্যিক নয়, বরং লুকিয়ে থাকে স্ক্যানের পরের স্ক্রিনে। কিউআর কোড- শুনতে আধুনিক, নিরাপদ, আশ্বাসদায়ক। রোগীর হাতে যেন প্রযুক্তির ঢাল তুলে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, স্ক্যান করুন, যাচাই করুন, নিশ্চিত হোন। এই প্রতিশ্রুতির ভিতরেই ছিল আস্থার ভিত্তি। ভারত-সহ বহু দেশে ভেজাল ওষুধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কিউআর কোড বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত যৌক্তিক। সরবরাহ শৃঙ্খলকে স্বচ্ছ করা, উপাদন থেকে বিতরণ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ ট্র্যাক করা, উপভোক্তাকে ক্ষমতাবান করে তোলা। যেন রোগী নিজেই নিজের সুরক্ষার প্রহরী। কিন্তু বাস্তবতা ক্রমশ প্রমাণ করছে, প্রযুক্তি যত এগোয়, প্রতারণাও তত উন্নত হয়। আর কিউআর কোডের সহজলভ্যতা, কপি করার সহজ পদ্ধতি, এই ব্যবস্থার এক মৌলিক দুর্বলতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ ভেজালচক্রের প্রথম অস্ত্র ‘কোড ক্লোনিং’। একটি আসল ওষুধের প্যাকেট থেকে কোড কপি করে হাজার হাজার নকল স্ট্রিপে ছাপা হচ্ছে। সাধারণ মানুষ যখন স্ক্যান করেন, সিস্টেম অনেক সময় দেখায়। কারণ কোডটি আদতে ছিল আসল। কিন্তু সেটি যে শত শত নকল প্যাকেটে ব্যবহৃত হয়েছে, সেই তথ্য প্রাথমিক স্তরে ধরা পড়ে না। একটি কোডের একাধিক ব্যবহার যে বিপদের ইঙ্গিত, তা বুঝতে বুঝতেই বাজারে ছড়িয়ে পড়ে ভেজাল ওষুধ। ক্ষতি হয়ে যায়, সতর্কতা আসে পরে। এর থেকেও ভয়ংকর কৌশল হল ভুয়ো ভেরিফিকেশন ওয়েবসাইট। অপরাধীরা এমন ওয়েবসাইট তৈরি করছে, যা দেখতে হুবহু কোনও বড় ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থার পোর্টালের মতো। লোগো, রঙ, ফন্ট - সবই বিশ্বাসযোগ্য। সঙ্গে ব্যাচ নম্বর, উপাদনের তারিখ, এমনকি গ্রাফিক্স-সহ সুন্দর ইন্টারফেস। সাধারণ মানুষের পক্ষে সত্য-মিথ্যা আলাদা করা প্রায় অসম্ভব। এই মিথ্যা নিশ্চয়তাই সবচেয়ে বিপজ্জনক। কারণ তখন রোগী বিশ্বাস করেন তিনি নিরাপদ। অথচ সেই ওষুধে কার্যকর উপাদান নেই, অথবা মাত্রা ভুল, কিংবা রয়েছে ক্ষতিকর রাসায়নিক। আরও এক স্তরে যুক্ত হয়েছে সাইবার অপরাধ। কিউআর কোডের মাধ্যমে ফিশিং। কিছু নকল কোড আদৌ ওষুধ যাচাইয়ের জন্য নয়। স্ক্যান করলেই ব্যবহারকারী পৌঁছে যান এমন এক সাইটে, যেখানে ম্যালওয়্যার ডাউনলোড হয়, অথবা ব্যক্তিগত তথ্য চাওয়া হয়। কখনও ওটিপি, কখনও ব্যাঙ্কের বিবরণ, কখনও ইউপিআই তথ্য। স্বাস্থ্য প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত হয় আর্থিক প্রতারণা। এক স্ক্যানে দ্বিগুণ বিপদ। এই পরিস্থিতিকে হালকা করে দেখার সুযোগ নেই। ভেজাল ওষুধ শুধু প্রতারণা নয়, এটি এক গভীর জনস্বাস্থ্য সংকট। ভুল মাত্রার ওষুধ রোগ সারাতে পারে না। অ্যান্টিবায়োটিকে কার্যকর উপাদান না থাকলে রোগী সাময়িক স্বস্তি পেলেও শরীরে তৈরি হয় ওষুধ প্রতিরোধ ক্ষমতা। ভবিষ্যতে সেই সংক্রমণ আর সহজে সারে না। কখনও বিষাক্ত রাসায়নিক শরীরে প্রবেশ করে প্রাণঘাতী পরিস্থিতি তৈরি করে। চিকিৎসা ব্যর্থতা, দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা, এমনকি মৃত্যু- সবই সম্ভাব্য ফল। সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয় আস্থার। চিকিৎসা ব্যবস্থার ভিত্তিই হল বিশ্বাস। রোগী বিশ্বাস করেন চিকিৎসককে, ফার্মাসিস্টকে, প্রস্তুতকারক সংস্থাকে। যখন যাচাইকরণের ডিজিটাল ব্যবস্থাই প্রশ্নের মুখে পড়ে, তখন সেই বিশ্বাসে চিড় ধরে। আর বিশ্বাসের ফাঁক দিয়েই সমাজে প্রবেশ করে অনিশ্চয়তা, আতঙ্ক, বিভ্রান্তি। তবে কি প্রযুক্তিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে হবে? মোটেই নয়। কিউআর কোড নিজে খারাপ নয়। সমস্যা আমাদের অন্ধ নির্ভরতা। একটি সবুজ টিক চিহ্নকে আমরা চূড়ান্ত সত্য ধরে নিই। কিন্তু প্রযুক্তি কখনও একমাত্র ঢাল হতে পারে না, যদি তার পেছনে না থাকে কঠোর নজরদারি, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি। সচেতনতা এখানেই মূল শব্দ। উপভোক্তার চোখ খোলা থাকতে হবে। স্ক্যান করার পর যদি ওয়েবসাইট অপরিচিত মনে হয়, ইউআরএলে বানান ভুল থাকে, অদ্ভুত ডোমেন দেখা যায়, কিংবা অতিরিক্ত দ্রুত ফলাফল দেখায় কিন্তু বিস্তারিত তথ্য না দেয়- তবে সন্দেহ করা উচিত।

দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, মুর্শিদাবাদে বাম রাজনীতি থেকে 'সন্ন্যাস' দুই নেতার

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য পদ থেকে যুব নেতা প্রতিক উর রহমানের পদত্যাগের চিঠিকে ঘিরে যখন রাজ্য রাজনীতি উত্তাল ঠিক সেই সময় দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে বৃহস্পতিবার বাম রাজনীতি থেকে 'সন্ন্যাস' নিলেন মুর্শিদাবাদের সুতির ঔরাঙ্গবাদ এরিয়া কমিটির অন্যতম সদস্য তোফিজুল ইসলাম। আপাতত রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নিলেও ভবিষ্যতে মানুষের জন্য কাজ করতে চান বলে জানিয়েছেন তোফিজুল। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সিপিআইএমের ঔরাঙ্গবাদ এরিয়া কমিটির সদস্য তোফিজুল ইসলাম বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই আমি সিপিআইএম দলের সঙ্গে যুক্ত। বংশ পরম্পরায় আমরা বাম রাজনীতি করি। এই দলের হয়ে দীর্ঘ লড়াই সংগ্রাম করেছি। খুব কষ্টের সঙ্গে আজকের এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছি। দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে তোফিজুল বলেন, দলকে শক্তিশালী করার কোনও মানসিকতা বর্তমান নেতৃত্বের নেই। মুখে বড় বড় কথা বললেও কোনও কর্মকান্ড তাঁরা করেন না। কিছু লোক দলের দায়িত্ব নিয়ে বসে আছেন। এর ফলে দল সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এইভাবে দলকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখে আর আমি দলে থাকতে চাইনা। তাই ঔরঙ্গাবাদ এরিয়া কমিটির সদস্য পদ থেকে আজ থেকেই আমি অব্যাহতি নিলাম। আজ থেকে সিপিআইএমের ইউনিট কমিটিরও নেতৃত্ব দেব না। ভবিষ্যতে অন্য কোনও রাজনৈতিক দলে যেতে চান কিনা সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে তোফিজুল বলেন, লাল ঝাণ্ডা আমাকে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শিখিয়েছে। সিপিআইএমের সঙ্গে যুক্ত না থেকেও আমি সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করব। নীতি ও আদর্শকে পাথেয় করে চলতে হলে সিপিআইএমের সঙ্গেই থাকতে হবে এর কোনও মানে নেই। সিপিআইএমের সঙ্গ ত্যাগ করার পর কোথায় যাব পরে সেই সিদ্ধান্ত নেব। তবে আপাতত আর রাজনীতি করার ইচ্ছা নেই। বুকে পাথর নিয়ে বেশিদিন রাজনীতি করা যায় না। আজ থেকেই আমি রাজনৈতিক সন্ন্যাস নিলাম। দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি আরও বলেন, স্থানীয় এরিয়া কমিটির সম্পাদক গণসংগঠন ও দলীয় কাজের মধ্যে কোনও পার্থক্য বোঝেন না। বহুবার দলীয় অনিয়মের কথা দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে। কিন্তু তাঁরা কোনও ব্যবস্থাই নেননি। দল যেভাবে বিলীন হয়ে যাচ্ছে তা দর্শক হিসেবে দেখতে পারছি না। তাই রাজনীতি থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিলাম। অন্যদিকে সিপিআইএমের জন্য আরও একটি ধাক্কা এসেছে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে। ওই কেন্দ্রের চারবারের বাম বিধায়ক এবং জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের দু'বারের সাংসদ আবুল হাসনাত খানের পুত্র রকি খান দলের সদস্য পদ 'রিনিউ' করেননি বলে জানা গেছে। এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে নিয়ে ডিওয়াইএফআই -এর মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক মন্ডলীর প্রাক্তন সদস্য রকি খান বলেন, দলীয় সদস্যপদ 'রিনিউ 'করা চলছে। কিন্তু দল যেভাবে চলছে তাতে আমি খুশি নেই। আমি ফরাক্কা (দক্ষিণ) এরিয়া কমিটির সদস্য ছিলাম। দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে দ্বিমতের কারণে গত ডিসেম্বর মাসেই আমি নেতৃত্বকে চিঠি দিয়ে আমি বাম রাজনীতি থেকে সরে আসার কথা জানিয়েছি। দলীয় সদস্যপদ পুনর্বীকরণের কোনও ইচ্ছা আমার নেই। সূত্রের খবর খুব শীঘ্রই রকি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন। গোটা বিষয়টি নিয়ে সিপিআইএমের মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক জামির মোল্লার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে ফোনে তিনি জানান, রকি খান জেলা নেতৃত্বকে কোনও চিঠি দেননি। তোফিজুল ইসলাম সংবাদমাধ্যমে কী বলেছেন তা সম্পূর্ণ না জেনে আমি এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করব না।

বর্ধমান পৌরসভা-র ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের ২৯৩ কোটি টাকার খসড়া বাজেটে উন্নয়নের রূপরেখাঃ বিক্ষোভে অস্থায়ী কর্মীরা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ ২৯৩ কোটি টাকার বাজেট পেশ করল বর্ধমান পৌরসভা।

বৃহস্পতিবার বোর্ড মিটিংয়ে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করেন চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার। বর্তমান বোর্ড ২০২২ সালের ১৬ মার্চ শপথ গ্রহণ করে- সেই হিসেবে এটি বোর্ডের চতুর্থ বাজেট। বাজেটে শহরের রাস্তা সংস্কার, নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন, পানীয় জল সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও আলোকসজ্জায় বিশেষ জোর দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। বাজেট বক্তৃতায় চেয়ারম্যান দাবি করেন, গত চার বছরে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং শহরের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, নাগরিক পরিষেবা ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়েছে। আগামী অর্থবর্ষেও উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে বলে আশ্বাস দেন তিনি। চেয়ারম্যান বলেন, শহরের বেশ কিছু রাস্তার অবস্থা খারাপ-এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। মূলত জলের পাইপলাইন বসানোর কাজের সময় এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। তবে ইতিমধ্যে কিছু রাস্তা সংস্কার করা হয়েছে এবং বাকি রাস্তাগুলিও ধাপে ধাপে মেরামত করা হবে। বড় ড্রেনগুলির সংস্কারেও উদ্যোগ নেওয়া হবে। প্রতিটি ওয়ার্ডে এলইডি লাইট বসানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। শহর পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন রাখতেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পুকুর ভরাটের অভিযোগ প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান বলেন, শহরের সব পুকুর ভরাট হয়ে গিয়েছে- এমন দাবি ঠিক নয়। আমরা ৫০টির বেশি পুকুর সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কোথাও পুকুর ভরাটের চেষ্টা হলে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি, শহরে গড়ে ওঠা একাধিক নার্সিংহোমের কর বকেয়া প্রসঙ্গে কাউন্সিলরদের সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। পুরসভার নিজস্ব তহবিল বেড়েছে বলেও দাবি করেন চেয়ারম্যান। পৌরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, বিভিন্ন ওয়ার্ডে সৌন্দর্যায়নের কাজ শুরু হয়েছে, বিশেষ করে গোলাপবাগ এলাকায়। একাধিক জায়গা থেকে জবরদখলকারীদের সরানো হয়েছে। তবে কোথাও বলপ্রয়োগ না করার নীতির কথা স্পষ্ট করেছে পুর কর্তৃপক্ষ। বাঁকা নদী রক্ষাতেও পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে বৈঠকে। তবে বাজেট পেশ শেষ হতেই পুরসভা চত্বরে অন্য চিত্র ধরা পড়ে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অস্থায়ী বা ক্যাজুয়াল কর্মী চেয়ারম্যানকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। তাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। বহু পদ শূন্য থাকা সত্ত্বেও নতুন করে স্থায়ী কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে না। ফলে কাজের চাপ বাড়ছে অস্থায়ী কর্মীদের ওপরেই। জানা গিয়েছে, বর্তমানে প্রায় ৯৩৫ জন অস্থায়ী কর্মী বিভিন্ন বিভাগে কাজ করছেন। তাদের দাবি, অন্তত মাসিক ভাতা এক হাজার টাকা বৃদ্ধি করা হোক, যাতে ন্যূনতম জীবিকা নির্বাহ সম্ভব হয়। বিক্ষোভকারীদের একাংশের বক্তব্য, পরিবার নিয়ে দু'বেলা ডাল-ভাত খেতে পারার মতো আয়ের নিশ্চয়তা চাই। দাবি না মানলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেন তারা। সব মিলিয়ে, একদিকে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি ও পরিকাঠামোগত অগ্রগতির দাবি, অন্যদিকে কর্মীদের বেতন ও নিয়োগ সংক্রান্ত অসন্তোষ-এই দুইয়ের টানাপোড়েনে সরগরম থাকল বর্ধমান পৌরসভা। আগামী দিনে প্রশাসন ও অস্থায়ী কর্মীদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হয় কি না, সেদিকেই তাকিয়ে শহরবাসী।

প্রকল্প পর্যালোচনায় রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডের সিএমডি

কলকাতায় ঃ নয়াদিল্লির রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডের চেয়ারম্যান এবং

ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সিএমডি) শ্রী সেলিম আহমেদ, ১৮.০২.২০২৬ তারিখে আরভিএনএল-এর কলকাতা ইউনিট পরিদর্শন করেন কলকাতা এলাকায় আরভিএনএল কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন প্রকল্প পর্যালোচনা করতে। এই পর্যালোচনার অংশ হিসেবে, সিএমডি চলমান ভূগর্ভস্থ টিবিএম টানেল নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেছেন। টিবিএম দুর্গা এবং টিবিএম দিব্য নামে দুটি টিবিএমের সহায়তায় টানেল বোরিংয়ের কাজ করা হচ্ছে। উভয় টিবিএম সেন্ট থমাস লঞ্চিং শ্যাফ্ট থেকে গর্ত খননের কাজ শুরু করেছে এবং ভিক্টোরিয়া স্টেশনের দিকে এগিয়ে চলেছে। টিবিএম দুর্গা প্রায় ১১০০ মিটার টানেল তৈরির কাজ সম্পন্ন করেছে এবং টিবিএম দিব্য প্রায় ৬৫০ মিটার টানেল তৈরির কাজ সম্পন্ন করেছে। সিএমডি কাজের নিরাপত্তা এবং গুণমানের দিকটিকে অগ্রাধিকার হিসেবে গুরুত্বারোপ করেছেন। নবনির্মিত বি.সি.রয় মার্কেটেও পরিদর্শন করা হয়েছে.. সিএমডি বেলিয়াঘাটা থেকে আইটি সেন্টার পর্যন্ত অরেঞ্জ লাইন মেট্রোর কাজের অগ্রগতিও পর্যালোচনা করেছেন। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণগুলি সহ বিভিন্ন সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জগুলি পর্যালোচনা এবং আলোচনা করা হয়েছে। মিঃ আহমেদ কলকাতার মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী এস. এস. মিশ্রের সাথেও দেখা করেছেন এবং প্রকল্প সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। পর্যালোচনার সময় আরভিএনএল, কলকাতার কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পূর্ব রেলওয়ে

এনআইটি নং ঃ ২৭০_২০২৫-২৬। তারিখ ১৭.০২.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়াম-এর নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ **[সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়া**-র আওতাধীনে] কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/ সিপিডব্লুডি/এসইবি/ এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/১/ হাওড়ার আওতাধীনের অধীনে ওয়েল্ডিং অংশ সরবরাহের কাজ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,৯২,২১,২৭০.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৪৬,১০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতিতে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৯.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ২ টো। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **প্রদেয় বায়না অর্থ এবং টেন্ডার নথির মূল্য প্রদান ঃ** ই-টেন্ডারিং -এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। হাতে হাতে প্রদেয় কিছুই গ্রাহ্য হবে না। HWH-634/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইটে www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

---

NOTICE

My client GYAN CHANDRA SHAW, S/o Lt Lakhan Shaw purchased a land measuring about 1KH-0CH-0SFT through a General Power of Attorney KUNAL SARKAR, S/o Lt Anil Sarkar appointed SAGAR SINGH, S/o Lt Deblal Singh as Attorney Vide Deed no-050210057, dt-09/09/2025, A.D.S.R Howrah. Now my client filed a mutation case (Mouja Belgachia Kismat, JL-109, LR Dag-233, LR KH-7927) before BL&LRO Bally Jagacha Block, 229 G.T Road Bally Howrah. If any one want to contest they can appear before BL&LRO within 30 days from the publication of the notice.

Mamata Dutta
ADVOCATE

---

eTender Notice

The Pradhan, Nadiha Surulia Gram Panchayet ,Purulia invites etender for Civil works vide ref. Notice Inviting Tender (eNIT) No.-07/NSGP/2025-26/15th CFC/WBPUR/PARA, Vide Memo No-120(16)/NSGP, Date-16/02/20265(TENDER ID_2025_ZPHD_1009650_1/2/3/4). Documents collection and submission from 18-02-2026 at 6:00 P.M. to 25-02-2026 upto 4:00 P.M. For getting NIT details go through the online in the website http;//wbtenders.gov.in.

Sd/-Pradhan
Nadiha Surulia Gram Panchayet
Vill+P.O-Nadiha, P.S.-Para, Dist.- Purulia

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of **" Urgent repair of Trident Lighting from Ujjalpukur gate to Hosenpukur gate including repair/ replacement of 10 (ten) nos. High Mast light in Furfura Sharif area under Jangipara PS in the District of Hooghly in respect of forthcoming ISALE-E-SAWAB-2026**
NIQ No.- WBPWD/EE/HED/SHORT/NIeT-24 of 2025-26
Id no.-2026_WBPWD_1011226_1
Bid submission closing date: 24/02/2026 upto 11.15 A.M.
Corrigendum if any will be published in website only.
Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

রুপিক ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড

45/B, শুভম কমপ্লেক্স, ১ম A মেইন, জেপি নগর ৩য় ফেজ, বেঙ্গালুরু – 560078

সোনা নিলাম বিজ্ঞপ্তি

ঋণগ্রহীতা ও সাধারণ জনগণকে জানানো যাচ্ছে যে, নির্দিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে বন্ধক রাখা সোনা, ঋণ পরিশোধ না করার কারণে নিলামে তোলা হবে।

LOS ID: 12010651

নিলামের তারিখ: **[20/03/2026]**
অনলাইন লিঙ্ক: **https://www.auctiontiger.in/**

নির্ধারিত তারিখে নিলাম না হলে, রুপিক কোনও অতিরিক্ত নোটিশ ছাড়াই পরবর্তীতে ই-নিলাম বা ব্যক্তিগত বিক্রি করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন - 1800 419 8000

এসডি/- অনুমোদিত অফিসার — রুপিক ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড

সর্বশিক্ষা মিশন

Notice Inviting E-Tender under SSM, Jalpaiguri
for details please visit : wbtenders.gov.in
E-tender has been floated by the undersigned for the following work
SSA-JAL/T-01 (RIDF-XXXI) / 25-26
Dated : 17/02/2026
To
SSA-JAL/T-13 (RIDF-XXXI) / 25-26
Dated : 17/02/2026
For details please visit
www.wbtenders.gov.in

Sd/-
District Education Officer
SSA, Jalpaiguri

RASIDPUR GRAM PANCHAYAT

Vill.+PO. Rasidpur, Dist.- Hooghly, Pin-712408

Notice Inviting e-Tender

Rasidpur Gram Panchayat invites e-Tender vide **NIT No.- 372/26 dated:- 12.02.2026.** Last date of submission of Bid **19.02.2026.** The details of the e-Tender are available on the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Rasidpur Gram Panchayat

E-Tender Notice

e-Tenders are invited for different type of works under 15th FC and 5th SFC fund and of **N.I.e.T. No.-65/HPS/15th FC/2025-26.** Documents and other details is available in the website **https://wbtenders.gov.in.** The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **06/03/2026** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/- Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpara, Murshidabad

Office of the Jabarrah Gram Panchayat

Vill: Mudidih, P.O.: Kulabahal, Dist.: Purulia, West Bengal

NOTICE INVITING E-TENDER- 08/25-26, Date: 19/02/2026

For and on behalf of the Jabarrah Gram Panchayat, Pradhan, Jabarrah Gram Panchayat invites e-Tender for 8(Eight) Nos. works. Document download/sale/ Bid submission starting from **23/02/2026 at 6.00 PM up to 03/03/2026 6.00 PM.** Bid Opening Date (Technical) **06/03/2026 at 6:00 PM.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Jabarrah Gram Panchayat

Bhagabatipur Gram Panchayat

Vill.-Bhagabatipur, PO-Bhagabatipur, Dist.-Hooghly, Pin-712701

NOTICE INVITING TENDER No. (1) 037/15TH/BGP/2025-26, (2) 038/BEUP/BGP/2025-26

Sealed Tender is invited from the expericed and resourceful bidders for execution of Installation of 4nos. street light. Last date of dropping of sealed tender form 25/02/2026 11:00 AM. Date of Opening of Tender 27/02/2026 11:00 AM. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Bhagabatipur Gram Panchayat

NAWABPUR GRAM PANCHAYET

Dudhkalmi::Jangalpara Bazar::Chanditala

eNIT NO: 470/NGP/15th CFC/ 25-26. Dated: 19-02-2026

E-tender are invited online through **https://wbtenders.gov.in** by the prodhan Nawabpur Gram Panchayat, Dudhkalmi, Jangalpara Bazar, Chanditala (FOR 7nos. different works). Bid submission last date (online): **02/03/2026 at 14.00 hrs.** Details information is available at this office within working days or website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Nawabpur Gram Panchayat

NOTICE

Vide Mise. (Judicial) Case no. 27/2025 (SUCCESSION), pending before the Court of the Ld. District Delegate (Civil Judge, Senior Division), Jalpaiguri, (1) Smt. Rikta Dutta, aged about 52 years, wife of Late Swapan Dutta, resident of Subhashpally, PO. and P.S. Rajganj, District Jalpaiguri, West Bengal-735134, (2) Smt. Arpita Dutta, aged about 27 years, daughter of Late Swapan Dutta, wife of Sri. Sourav Ganguly, resident of Bosepara, Part no. 47, P.S. Kotwali, P.O. and District Jalpaiguri, West Bengal-735101 and (3) Smt. Ananya Dutta, aged about 24 years, daughter of Late Swapan Dutta, resident of Subhashpally, P.O. and P.S. Rajganj, District Jalpaiguri, West Bengal 735134, have applied for Grant of Succession Certificate in respect to the Assets of Swapan Dutta, since deceased, under Section 372 of the Indian Succession Act. 1925.

ANNEXURE A
(Details of the Assets of Late Swapan Dutta)

a) National Savings Certificate (NSC) Account No. 4216257630 held at Rajganj Sub Post Office, India, with a maturity amount of ?11,75,462/- (Rupees Eleven Lakh Seventy-Five Thousand Four Hundred and Sixty-Two Only) as on the maturity date of December 11, 2023. b) Land Purchased vide Registered Deed no. 1-8531 dated 28.02.2003 executed Nityananda Paul in favour of Swapan Dutta, since deceased, comprised of all that piece and parcel of land situated within District Jalpaiguri, P.S. Rajganj, Mouja Sukhani, Sheet no. 16, R.S. Khatian ??. 1631/2, 1632, 1628, 1573 and 1595 containing R.S. Plot no. 182 & 212 (36 dec.), 215 (33 dec.), 214/1609 (03 dec.), 181 (33 dec.), 176 (16 dec.), 177 (07 dec.), 152 (05 dec.), 66/1577 (04 dec.), total land measuring 1.38 Acres together with all rights, title, and interest therein. c) Land Purchased vide Registered Deed no. 1-5415 dated 11.07.1973 executed Nirmal Sarkar in favour of Swapan Dutta, since deceased, comprised of all that piece and parcel of land situated within District Jalpaiguri, P.S. Rajganj, Mouja Sukhani, Sheet no. 15, R.S. Khatian no. 2012 and 1553 containing R.S. Plot no. 477, 485. 488, 492, 494, 2240/485, 463, 478, total land measuring 1.98 Acres together with all rights, title, and interest therein. Any person having any objection should file the same before the Ld. Court within 30 days from the date of publication of this notice, else the case would be heard Ex-parte.

Dated this the 13th day February of 2026.

By order of the Court
(SUBHAMOY ROY)
SHARISTADAR
CIVIL JUDGE, SENIOR DIVISION
JALPAIGURI

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নং. ঃ জিইএম/২০২৬/বি/৭২৪৯৯০০, তারিখ ঃ ১৮.০২.২০২৬। চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ রেলওয়ে হাসপাতাল, কাঁচরাপাড়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩১৪৫, কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন জিইএম সার্ভিস টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** ওয়ার্কশপ রেলওয়ে হাসপাতাল, কাঁচরাপাড়াতে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাফাই, ঝাঁট দেওয়া, মোছা, ঝাড়পোঁছ করা এবং ইঁদুর জাতীয় ক্ষতিকারক জীব নিয়ন্ত্রণ, পরিষ্কারকরণ ও জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা প্রদান। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৩,১৮,৪১৯.০০ টাকা। **ই-পিবিজি ঃ** পি.ও. মূল্যের ৫%। **টেন্ডারের অনুমিত মূল্য ঃ** ১,৫৯,২০,৯২৬.০৪ টাকা। **খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০২.০৩.২০২৬ তারিখ সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০২ (দুই) বছর। জিইএম সার্ভিস দরপ্রস্তাব নথি জিইএম সাইট (সরকারি ই-মার্কেটপ্লেস) অর্থাৎ জিইএম পোর্টাল **https://gem.gov.in** -এ পাওয়া যাবে এবং দর হার কেবলমাত্র অনলাইনে কোট করা যাবে এবং জিইএম পোর্টাল অর্থাৎ **https://gem.gov.in**- এর মাধ্যমে অনলাইনে দাখিল করতে হবে। MED-11/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

---

NOTICE INVITING TENDER

Online tender is invited by the undersigned for the works:"Annual maintenance of the electrical installation for the entire system at the West Bengal Judicial Academy---Recommissioning and Upgradation of Addressable Fire Alarm System including SITC of Loop Cards and Detectors at the Administrative Building". **Tender No: WBPWD/EE/BED/e-NIQ-158/2025-26 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_1010561_1.** Document Download Closing Date: **27.02.2026 up to 10:00 Hrs**. Details may be downloaded from etender.wb.nic.in.

SD/-Executive Engineer, PWD
Bidhannagar Electrical Division

OFFICE OF THE HARIPAL PANCHAYAT SAMITY

HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405
TENDER NOTICE

The Executive officer, Haripal Panchayat Samity, Hooghly invites E-Tender in on percentage basis in the prescribed form for **ONE (01) nos.** works vide **E-NIT No:- 38/E.O/HPS/2025-2026, Date: 19/02/2026**
For more information visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer
Haripal Panchayat Samity

MUGKALYAN BENAPUR GRAM PANCHAYAT

MUGKALYAN, BLOCK- BAGNAN II, HOWRAH (W.B), PIN-711312

NOTICE INVITING e-TENDER No. WB/HOW/BAG-II/MBGP/NIET-08/2025-26, Dated:- 18.02.2026

For and on behalf of Mugkalyan Benapur Gram Panchayat, The Pradhan, Mugkalyan Benapur Gram Panchayat invites percentage rate tender from bonafide outsiders for total 10(Ten) Nos. similar works. Bid Submission closing date (online): **26-02-2026 at 05:00 PM**. Bid Opening Date (online): **28-02-2026 at 05:00 PM.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Mugkalyan Benapur Gram Panchayat

Office of The Pradhan

UDAYPUR-JOYNAGAR Gram Panchayat

Vill. +PO –Udaypur PS-Para Dist.- Purulia
e-mail.id: udaypurjoynagargp@gmail.com

Notice Inviting E Tender No:-
WBPUR/PARA/UJGP/NIT (e)- 08(Second Call)/15 th C.F.C/2025-26,PARA/UJGP/NIT(e)- 09(Second Call)/5 th S.F.C/2025-26,PARA/UJGP/NIT (e)-10(Second Call)/15 th C.F.C/2025-26 and WBPUR/PARA/UJGP/NIT (e)- 11(Second Call)/ 15 th C.F.C/2025-26
1. Documents download / Sell Start date (Online) :- 19/02/2026 at 6 P.M
2. Bid Submission Closing date (Online):- 27/02/2026 at 4 P.M
3. Bid Opening date for Technical Proposals (Online):- 02/03/2026 at 12 Noon

Pradhan
Udaypur-Joynagar Gram panchayat

---

eTender Notice

The Pradhan, Nadiha Surulia Gram Panchayet ,Purulia invites etender for Civil works vide ref. Notice Inviting Tender (eNIT) No.-08/NSGP/2025-26/15th CFC/WBPUR/PARA, Vide Memo No-124(16)/NSGP, Date-18/02/20265(TENDER ID_2026_ZPHD_1010926_1/2/3/4/5/6). Documents collection and submission from 19-02-2026 at 6:00 P.M. to 25-02-2026 upto 4:00 P.M. For getting NIT details go through the online in the website http;//wbtenders.gov.in.

Sd/-Pradhan
Nadiha Surulia Gram Panchayet
Vill+P.O-Nadiha, P.S.-Para, Dist.- Purulia

NOTICE INVITING e-TENDER

1. e-Tender Reference No-P-I/52/496/BDO/MAME (2025-26), Dated-**13/02/2026**
Tender ID: 2026_ZPHD_1006570_1 to 2 has been floated 2 nos. scheme fund MAME (2025-26)
2. e-Tender Reference No-P-I/53/698/EO/15th CFC, **Dated-18/02/2026**
Tender ID: 2026_ZPHD_1009491 1 to 4 has been floated 4 nos. scheme fund 15th F.C 2025-26.
3. e-Tender Reference No-P-I/54/699/EO/BEUP, **Dated-18/02/2026**
Tender ID: 2026_ZPHD_1009798_1 to 3 has been floated 4 nos. scheme fund BEUP (2025-26).
Look for detail you may visit **www.tenders.wb.gov.in** and Block office notice board

Sd/ - Executive Officer
Purbasthali-I Panchyat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman.

Office of the Prodhan

Nahazari Gram Panchayat

NOTICE INVITING E-TENDER
NAH/112/2026 Date: 16.02.2026

Online/E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for 3(Three) different works. Source of Fund: APAS. Bid submission closing date(online) **23.02.2026 at 12.00 Noon**. Bid Opening Date for Technical Proposal(Online) **25.02.2026 at 12.00 Hrs**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Nahazari Gram Panchayat

আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড

ADITYA BIRLA CAPITAL — PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

রেজিস্টার্ড অফিসঃ ইন্ডিয়ান রায়ান কম্পাউন্ড, ভিরাভাল, গুজরাত-৩৬২২৬৬
কর্পোরেট অফিসঃ ১২তম ফ্লোর, আর টেক পার্ক, নিরলন কপ্লেক্স, হাব মলের সামনে, গোরেগাঁও (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৬৩, মহারাষ্ট্র

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ৩০ দিনের নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৮(৬) এর বিধান অনুসারে পঠিত।

আদিত্য বিড়লা ফাইন্যান্স লিমিটেড এবং আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেডের মধ্যে একত্রীকরণের ফলে, ১১.০৩.২০২৪ তারিখের একত্রীকরণ প্রকল্প অনুসারে, যা ২৪.০৩.২০২৫ তারিখে জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল - আহমেদাবাদ কর্তৃক গৃহীত আদেশে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, উল্লিখিত বন্ধকী সম্পত্তি সম্পর্কিত **আদিত্য বিড়লা ফাইন্যান্স লিমিটেড** কর্তৃক গৃহীত সমস্ত SARFAESI পদক্ষেপগুলি একত্রীকরণকৃত কোম্পানি আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেডের কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে। সেই অনুযায়ী, আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড / সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত কর্মকর্তা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (SARFAESI) এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা নোটিশ অনুসারে, সুরক্ষিত পাওনাদারের সুরক্ষিত ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য, নীচে উল্লিখিত বকেয়া এবং নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত চার্জ এবং খরচ সহ নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে আদায় করার জন্য নিম্নলিখিত সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিয়েছেন। এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতাদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেডের ঋণ আদায়ের জন্য নিম্নলিখিত সম্পত্তির ই-নিলাম ''যেমন আছে যেখানে আছে'', ''যাহা আছে যেমন আছে'' এবং ''যাহা কিছু আছে'' ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময়ঃ ২৬.০৩.২০২৬, সকাল ১১:০০ টা থেকে দুপুর ১:০০ টা পর্যন্ত।
কেওয়াইসি এবং আর্নেস্ট মানি জমা (ইএমডি) গ্রহণের শেষ তারিখঃ ২৫.০৩.২০২৬

ক্রম. নং.	ঋণগ্রহীতাদের নাম এবং সহ-ঋণগ্রহীতাদের নাম	সম্পত্তি / সুরক্ষিত সম্পদের বর্ণনা	রিজার্ভ মূল্য (টাকায়)	বকেয়া টাকা জমা (ইএমডি) (টাকায়) / বর্ধিত মূল্য) (টাকায়)	চাহিদা বিজ্ঞপ্তি তারিখ এবং মোট আয় (টাকায়)
১.	১. মেসার্স বিশ্বাস এন্টারপ্রাইস এর স্বত্বাধিকারী বিকাশ বিশ্বাসের মাধ্যমে ২. শ্রী বিকাশ বিশ্বাস, পুত্র করুনাময় বিশ্বাস, ৩. শ্রীমতি চন্দনা বিশ্বাস বিকাশ বিশ্বাসের স্ত্রী Lan: ABKOLSTS000000664804	প্রায় ৪ দশমিক পরিমাপের জমির সমস্ত টুকরো এবং তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা ভবনটি ১৮১৪ সালে এল. আর. খৈতিয়ান নং ৯৪ এর অধীনে আর. এস. এবং এল. আর. নং ৫৭ এর অংশ গঠন করে। বর্তমানে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গালঘাটা থানায় জে. এল. নং ৪ তৌজি নং, যা বর্তমানে জলেশ্বর ॥ গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে ২৪৩৬ নম্বর হোল্ডিং নামে পরিচিত এবং নম্বরযুক্ত। বিক্রয় দলিলে সীমানা উল্লেখ করা হয়নি।	২৫,২৫,২৫০ /- টাকা (পঁচিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)	২,৫২,৫২৫ /- টাকা (দুই লক্ষ বাহান্ন হাজার পাঁচশো পঁচিশ টাকা মাত্র) ২৫,০০০ /- টাকা (পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র)	১৪.০৯.২০২৪ এবং ২১,৯৬,৭৯৬/- টাকা (একুশ লক্ষ ছিয়ান্নবই হাজার সাতশো ছিয়ান্নবই টাকা মাত্র) ১৩.০৯.২০২৪ তারিখের হিসাবে

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে **আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড** / সিকিউরড ক্রেডিটোর ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন, যেমন https://abfl.adityabirlacapital com/Pages/Individual/ Properties-for-Auction-under-SARFAESI-Act.aspx অথবা https://BidDeal.in যোগাযোগ নম্বরঃ আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড, অনুমোদিত কর্মকর্তা বিকাশ চৌমাল (৯০৫১০৬৯১১১), অপূর্ব দাম্বী (৯৯৩০৯০৯৭২৫), কোমল পাতিল (৯৮৬৭৮৯৫৭৯৫), রামপাল গৌতম (৯৯৯৯০৭৭৯২), সুমেশ মিত্তল (৯৯৯৩৫৮৭৭৯৭)।

স্থানঃ উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ তারিখঃ ২০.০২.২০২৬ — **স্বাক্ষরিত/- অনুমোদিত কর্মকর্তা, আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড**

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-VI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/VI/051/025/2025-2026/R/UTTARAN
Name of the work: **Maintenance of Uttaran sewerage system at 3/1 Haladhar Bardhan Lane, 21 Jeliapara Lane and adjacent area in Ward No.-51.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,62,360.00.** Earnest money: ₹ **7,300.00.** Period of completion: **50 days.**

(2) NIT No. : KMC/VI/051/026/2025-2026/R/UTTARAN
Name of the work: **Maintenance of Uttaran concrete & I.P.S. passage at 3/1 Haladhar Bardhan Lane, 21 Jeliapara Lane and adjacent area in Ward No.-51.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,70,068.00.** Earnest money: ₹ **7,500.00.** Period of completion: **60 days.**

(3) NIT No. : KMC/VI/051/027/2025-2026/R/UTTARAN
Name of the work: **Maintenance of Uttaran latrine at 3/1 Haladhar Bardhan Lane, 21 Jeliapara Lane and adjacent area in Ward No.-51.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,40,367.00.** Earnest money: ₹ **4,900.00.** Period of completion: **50 days.** Last date and time of submission of bid: **05.03.2026 - 3 P.M. (For Sl. No. 1 to 3).** Tender open date: **07.03.2026 - 3 P.M. (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **21.02.2026 (6 P.M.) (For Sl. No. 1 to 3).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-IV, KMC invites e-tender online two part bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/150/229/99/25-26
Name of the work: **Improvement of street light at Part No. 229 near 1/92 Sree Colony Ward No.-99 in BR-X.** Estimated amount: ₹ **1,99,273.65.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **7 days.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/150/245/99/25-26
Name of the work: **Development of street light at Part No. 245 near A/146 Baghajatin Colony.** Estimated amount: ₹ **1,97,671.79.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **7 days.**

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/150/247/99/25-26
Name of the work: **Improvement of street lighting at Part No. 247 near 1/67 Baghajatin in Ward No.-99, BR-X, KMC.** Estimated amount: ₹ **1,48,255.35.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **7 days.**

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/150/256/99/25-26
Name of the work: **Improvement of street light at Part No. 256 near 2/252B Sree Colony Ward No.-99, BR-X in KMC.** Estimated amount: ₹ **1,49,283.53.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **7 days.**

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/150/259/99/25-26
Name of the work: **Illumination of street light at 2/144, 2/133 Sree Colony in Ward No.-99, BR-X.** Estimated amount: ₹ **1,49,455.23.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **7 days.**

(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/150/273/99/25-26
Name of the work: **Development of street light at Part No. 273 Raipur Mondal Para Road in Ward No.-99, BR-X under KMC.** Estimated amount: ₹ **1,49,398.67.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **7 days.**

(7) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/150/274/99/25-26
Name of the work: **Improvement of street light at Part No. 274 3 No. Vidyasagar Colony in Ward No.-99, BR-X under KMC.** Estimated amount: ₹ **1,49,455.23.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **7 days.**

(8) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/527/25-26
Name of the work: **Installation works of decorative pole lighting at Mukul Bose Play Ground in Ward No.-100, BR-X.** Estimated amount: ₹ **3,99,623.97.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of completion of bid: **27.02.2026 up to 12 Noon (For Sl. No. 1 to 7) and 28.02.2026 up to 12 Noon (For Sl. No. 8).** The bid forms and other details are available on and from **20.02.2026 from 2 P.M. (For Sl. No. 1 to 7) and 18.02.2026 from 5 P.M. (For Sl. No. 8).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 8).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting/ Crematorium, KMC invites item rate e-tender (Open quotation) online in two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/LTG/CRM/OM/HT/2025-26
Name of the work: **Annual maintenance contract of HT system including Transformers, VCB's, Main LT panels etc. in Shanagar Burning Ghat and Dhapa Human Crematorium (New).** Estimated amount: **Open quotation.** Earnest money: ₹ **6,500.00.** Time of completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid: **28.02.2026 at 4 P.M.** The bid forms and other details are available on and from **20.02.2026 at 4 P.M.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Civil/H.Q.), KMC invites online item rate e-tender in two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/152/2025-26, DATED - 18.02.2026
Name of the work: **Annual civil maintenance work at I.U.M. Building and Guest House at 36C, Ballygunge Circular Road in the Financial Year of 2026-2027.** Estimated cost: ₹ **2,97,116.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid: **28.02.2026 (5 P.M.).** The bid forms and other details are available on and from **20.02.2026 (5 P.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

CORRIGENDUM

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XII/109/088/25-26 (3rd Call); (2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XII/109/108/25-26 (3rd Call); (3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/142/25-26 (3rd Call); (4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/086/25-26 (3rd Call); (5) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/107/25-26 (3rd Call); (6) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/125/25-26 (3rd Call); (7) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/135/25-26 (3rd Call); (8) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/117/25-26 (2nd Call); (9) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/122/25-26 (2nd Call); (10) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/148/25-26 (2nd Call); (11) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/154/25-26 (2nd Call); (12) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/105/58/25-26 (3rd Call); (13) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/105/46/25-26 (3rd Call); (14) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/091/25-26 (3rd Call); (15) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/105/56/25-26 (2nd Call); (16) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/105/50/25-26 (2nd Call) published in this Newspaper on **11.02.2026** (Key No.2205/25-26) of **Engineering (Civil), Br-XII Department** (For Sl. Nos. 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 25, 27, 28, 29). Last date and time of submission of bid will be read as **21.02.2026 - 1 P.M.** instead of 17.02.2026 - 1 P.M. (For Sl. Nos. 1 to 16). Date and time of opening of bid will be read as **23.02.2026** instead of 19.02.2026 (For Sl. Nos. 1 to 16). Other matters will remain unchanged.

NIT No. : KMC/IX/079/135/2025-2026/A published in this Newspaper on **10.02.2026** (Key No. 2193/25-26) of **Engineering (Civil), Br-IX Department** (For Sl. No. 9). Last date and time of submission of bid will be read as **27.02.2026 - 2 P.M.** instead of 17.02.2026 - 2 P.M. Tender will be opened on will be read as **02.03.2026 - 2 P.M.** instead of 19.02.2026 - 2 P.M.

(1) NIT No. : KMC/EE-III/CH/13/26-27; (2) NIT No. : KMC/EE-III/PC/13/26-27; (3) NIT No. : KMC/EE-III/RD/13/26-27 published in this Newspaper on **06.02.2026** (Key No. 2158/25-26) of **Engineering (C), Br-III Department** (Sl. No. 11, 14, 17). Last date and time of submission of tender shall be **23.02.2026 at 12 Noon** instead of 13.02.2026 at 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3). The date and time of opening of tender shall be **25.02.2026 at 9 A.M.** instead of 16.02.2026 at 1 P.M. (For Sl. No. 1 to 3). (2280/25-26)

অফবিট

টলটলে-টইটম্বুর টাঙন, সেখানে স্নান সারতে রোজ কাঁটাতার পেরোয় 'ওরা'! দেখাতে হয় আধার-ও

জি. দাস

এই যে আর ক'দিন পরই গরম পড়ছে, ঠিক কতবার স্নান করবেন, গুনে বলা যাবে? দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ মানুষজনই বোধহয় বলতে পারবেন না। রাতে গরম লাগছে, বাথরুমে ঢুকে গায়ে জল ঢেলে নিলেন বারকয়েক। বাইরে থেকে ফিরে স্নান সেরে নিলেন একটু তৃপ্তির জন্য। যতই এসি থাক বাড়িতে, স্নানের বিকল্প নেই। আগেকার দিনে বাথরুমের কনসেপ্ট ছিল না। মাঠে-ঘাটে মল-মূত্র ত্যাগ করা হত এবং পুকুর বা নদীতে গিয়ে স্নান সারা। সচেতনতা বাড়ায় সেসব এখন অতীত। সকলেরই বাড়িতে বাথরুম রয়েছে। সরকারও সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। মোদ্দা কথা, আপনি চাইলেই পাশে থাকবে অ্যাটাচ বাথরুমে বা বাড়ির কোথাও স্নান সেরে ফেলতে পারেন। বেশিদূর যাওয়ার প্রশ্ন নেই। কিন্তু যদি এই স্নান করতে গেলেই আধার কার্ড লাগত, কেমন হত বলুন তো! মানে যতবার স্নান করতে যাবেন আধার কার্ড জমা দিয়ে যেতে হবে আবার ফেরার সময় সেটা নিয়ে ফিরতে হবে। বাথরুমে গান গেয়ে, রিল দেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটানোও যাবে না। কারণ সময় বেঁধে দেওয়া আছে। এমন হলে ঠিক কেমন দাঁড়াত! এমন দেখেছেন কখনও,

ভাবতেও পারেন? শহরবাসী হয়তো এক শব্দে উত্তর দিয়ে দেবে, 'না'। অনেকে তাজ্জব হবেন। আসলে এমন তো দেখা যায় না। অন্তত সাধারণ মানুষের কাছে এ বড়ই অবাক করা। অনেকে হয়তো এখনও ঠাওর করতেও পারেনি। এ খানিকটা গল্প হলেও সত্যি। ঘটনার সাক্ষী থাকতে হলে যেতে হবে মালদহে। বাংলাদেশের সীমান্ত লাগোয়া আমাদের রাজ্যের এই জেলায় হঠাৎ এক দুপুরে এমন দৃশ্য চোখে পড়ে। সীমান্ত নিয়ে কৌতূহল থাকায় মোহনপুরের ইংলিশচোলায় যাওয়া। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে টাঙন নদী। বাংলাদেশে খ্যাত টাঙ্গন নামে। জলপাইগুড়িতে জন্ম, বাংলাদেশ হয়ে পুনর্ভবার সঙ্গে মিশে আবার এপার বাংলায় ফেরা। অর্থাৎ, নদীর মাঝের কিছুটা অংশ বাংলাদেশে পড়ে। কাঁটাতার যখন বসে, বহু এপার বাংলার মানুষের জমিই ওপার বাংলার সীমান্তে ঢুকে পড়েছিল। এই মোহনপুরের দিকের কিছুটা অংশও তাই। টাঙনের অপূর্ব রূপ। দুপুরে টলটলে জলে হাওয়া খেলে বেরোয়। ঢেউ খেলানো স্রোত দেখে লোভ তো লাগেই। ঝকঝকে জলে খেলা করে ফড়িংয়ের দল। আর এপার বাংলার লোকজনকে সেই রূপ উপভোগ করা থেকে আটকায় কার সাধ্যি! রূপের টানে হোক বা অভ্যাসের বশে, তাঁরা রোজ কাঁটাতার পেরিয়ে টাঙনের ওই অংশে স্নান করতে যান। স্থানীয়রা প্রশ্নের উত্তরে জানান, যখন ইচ্ছে তখনই স্নানে যাওয়া যায় না। প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া আছে। সেই সময়ের মধ্যেই যেতে হয় সীমান্ত পেরিয়ে। বিএসএফ-কে দেখাতে হয় আধার কার্ড। জওয়ানরা মুখের সঙ্গে মিলিয়ে নেন সেটি এবং জমা রেখে দেন। ফেরার সময় আবার তথ্য খতিয়ে দেখে আধার ফিরিয়ে দেন। দিনে তিনবার স্নানে যাওয়া যায়। সকাল ৮টায় একবার খোলে গেট, এক-দেড় ঘণ্টার জন্য। আবার বেলা ১২টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত খোলা থাকে। শেষে বিকেল ৪টে থেকে ৫টা পর্যন্ত। শুধু স্নানের জন্যই নয়, অনেকের জমি রয়েছে বলে তাঁরা চাষ করতে যান বা রোজকার দেখাশোনায়, তাঁদেরও ফিরতে হয় নির্দিষ্ট সময়ে। বাইরের লোক এসব প্রথমবার দেখে অবাক হয় কিন্তু ওদের এটা অভ্যাস, এটাই সংস্কৃতি বা ওই নদীর টান। আধার কার্ড দেখানো বা এত ঝক্কি পোহানোর কোনও ক্লেশই নেই। সবটাই হাসি মুখে, সদিচ্ছায়।

গোটা দেশে হবে এসআইআর, বড় নির্দেশ কমিশনের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ বিশেষ নিবিড় পরিমার্জন প্রক্রিয়ার তৃতীয় অধ্যায়। বিহার মিটেছে। চলছে বাংলা-সহ ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের কাজ। তবে গোটাটাই চূড়ান্ত পর্যায়ে। এবার এই আবহে দেশের আর সকল রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর করার কথা ঘোষণা করে দিল নির্বাচন কমিশন। বিহারে এসআইআর হওয়ার পর বাংলা-সহ আর ১২টি রাজ্য-কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে গোটা প্রক্রিয়াটিকে নিয়ে প্রাথমিক ভাবে লুকোছাপা করতে দেখা গিয়েছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে। কবে হবে, কখন হবে, আদৌ হবে কিনা - সব নিয়েই একটু চুপ ছিল তাঁরা। কিন্তু এবার আর তা নয়, ভারতবাসী এসআইআর-এর সঙ্গে কার্যত ওয়াকিবহাল হয়ে গিয়েছে, তা স্পষ্ট। জল মেপে নিয়েছে কমিশনও। বৃহস্পতিবার, এসআইআর হয়ে গিয়েছে বা চলছে এমন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বাদে বাকি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের চিঠি পাঠাল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কী লেখা রয়েছে তাতে? কমিশনের চিঠিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, সেরে নিতে হবে প্রস্তুতির কাজ। অর্থাৎ যে সকল রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর-এর কাজ মিটে গিয়েছে বা চলছে, সেগুলি বাদে বাকি সকল রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সিইওদের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় পরিমার্জনের জন্য আগাম প্রস্তুতি সেরে রাখার নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। চিঠিতে এসআইআর শুরুর সম্ভাব্য সময়ও উল্লেখ করে দিয়েছে নয়াদিল্লি। তাদের মতে, আগামী এপ্রিল মাস থেকে বাকি থাকা রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে এসআইআর-এর কাজ শুরু হয়ে যেতে পারে।

'হাড় ভাঙেনি তো, ব্যাস!'

নতুন আইনে গার্হস্থ্য হিংসা, মহিলাদের উপর নির্যাতন 'বৈধ' করল তালিবান

সংবাদ সংস্থা, কাবুল, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ আফগানিস্তানে নতুন দণ্ডবিধি জারি করে কার্যত গার্হস্থ্য হিংসাকে বৈধতা দিল তালিবান। এই আইনে স্বামীদের স্ত্রী ও সন্তানকে শারীরিকভাবে শাস্তি দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে শর্ত একটাই, 'হাড় ভাঙলে' চলবে না

বা 'ক্ষত' যেন না হয়। এই নতুন আইন স্বাক্ষর করেছেন তালিবানের সর্বোচ্চ নেতা হিবাতোল্লা আখুন্দজাদা। তবে শুধু গার্হস্থ্য হিংসা নয়, এই দণ্ডবিধি আফগান সমাজে এক নতুন ধরনের শ্রেণিবিভাজনও তৈরি করেছে, যেখানে অপরাধের শাস্তি নির্ভর করছে অভিযুক্তের সামাজিক অবস্থানের উপর। আইন অনুযায়ী, কোনও স্বামী যদি অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ-এর ফলে স্ত্রীকে দৃশ্যমান আঘাত বা হাড় ভাঙার মতো ক্ষতি করেন, তবেই সর্বোচ্চ শাস্তি হতে পারে, তাও মাত্র ১৫ দিনের কারাদণ্ড। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করার সম্পূর্ণ দায় চাপানো হয়েছে মহিলার উপর। আদালতে তাঁকে নিজের আঘাত দেখাতে হবে, তাও সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে রেখে। সেই সঙ্গে আদালতে যাওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে স্বামী বা কোনও পুরুষ অভিভাবকের উপস্থিতিও বাধ্যতামূলক। অন্যদিকে, কোনও বিবাহিতা মহিলা যদি স্বামীর অনুমতি ছাড়া আত্মীয়দের বাড়ি যান, তবে তাঁকে তিন মাস পর্যন্ত কারাবাসের মুখে পড়তে হতে পারে। এই দণ্ডবিধির ৯ নম্বর ধারায় আফগান সমাজকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে-ধর্মীয় পণ্ডিত (উলেমা), অভিজাত শ্রেণি (আশরফ), মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত। এই ব্যবস্থায় একই অপরাধের শাস্তি আর অপরাধের গুরুত্বের উপর নির্ভর করছে না, বরং নির্ভর করছে অভিযুক্তের সামাজিক অবস্থানের উপর। • ধর্মীয় পণ্ডিত অপরাধ করলে- শুধু পরামর্শ দেওয়া হবে • অভিজাতদের ক্ষেত্রে- আদালতে তলব ও পরামর্শ • মধ্যবিত্তের জন্য- কারাদণ্ড • নিম্নবিত্তের জন্য- কারাদণ্ডের পাশাপাশি শারীরিক শাস্তি। গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে শারীরিক শাস্তি কার্যকর করবেন ইসলামি ধর্মগুরুদেরাই, সংশোধনাগার নয়। এই ৯০ পাতার নতুন দণ্ডবিধি কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ২০০৯ সালের নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আইন, যা আগের মার্কিন সমর্থিত সরকারের আমলে চালু হয়েছিল, বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলির দাবি, এই আইন নিয়ে প্রকাশ্যে তো দূরের কথা, গোপন পরিচয়েও কথা বলতে ভয় পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। কারণ তালিবান নতুন নির্দেশ জারি করেছে, এই আইন নিয়ে আলোচনা করাও অপরাধ বলে গণ্য হবে। আফগান মানবাধিকার সংগঠন রাওয়াদারি, যা বর্তমানে নির্বাসনে কাজ করছে, তারা রাষ্ট্রসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির কাছে আবেদন জানিয়েছে, এই দণ্ডবিধির বাস্তবায়ন অবিলম্বে বন্ধ করতে এবং আইনি সব পথ ব্যবহার করে তা রুখতে। মহিলা ও কন্যাশিশুদের উপর হিংসা বিষয়ক রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ প্রতিবেদক রিম আলসালেম সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, এই নতুন আইনের প্রভাব মহিলাদের জন্য ভীতিকর। তালিবান বুঝে গিয়েছে, তাদের থামাতে কেউ এগিয়ে আসবে না। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, আন্তর্জাতিক মহল কি আদৌ এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে? আর করলে, কবে?

মুরকংসেলেক-পাসিঘাট নতুন রেল প্রকল্পের নবনির্মিত মুরকংসেলেক-সিল্লে সেকশনে ট্রেন চলাচলের অনুমোদন সিআরএস-এর

মালিগাঁও, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ কমিশনার অব রেলওয়ে সেফটি (সিআরএস), এনএফ সার্কেল, শ্রী সুমিত সিংঘল ১২ এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে মুরকংসেলেক সিল্লে (১৫.৭০ কিলোমিটার) নবনির্মিত বিজি লাইন সেকশনে ট্রেন চলাচলের অনুমোদন প্রদান করেন। সফল পরিদর্শন এবং স্পীড ট্রায়ালের পর, সিআরএস ১১০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা সর্বোচ্চ গতিতে এই রুটে ট্রেন চলাচলের অনুমোদন দিয়েছে, যার ফলে এই অঞ্চলে উন্নত সংযোগের পথ প্রশস্ত হয়েছে। এই সেকশনটি মুরকংসেলেক এবং পাসিঘাটের মধ্যে চলমান ২৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ নতুন রেল লাইন প্রকল্পের একটি অংশ, যা অরুণাচল প্রদেশের সাথে রেল যোগাযোগ আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত পদক্ষেপ। ২৬.১৫ কিলোমিটার দৈর্ঘের মুরকংসেলেক-পাসিঘাট নতুন রেললাইনটি অসমের মুরকংসেলেক থেকে অরুণাচল প্রদেশের পাসিঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত। এই নবনির্মিত লাইনটি অদূর ভবিষ্যতে এই রুট দিয়ে আরও বেশি মালবাহী এবং যাত্রী পরিবহনের জন্য সহায়ক হবে। এই প্রকল্পে তিনটি নতুন উন্নত স্টেশন যেমন সিল্লে, লাবো এবং পাসিঘাট এবং ২৭টি প্রধান ব্রিজ রয়েছে। ২৯ মার্চ ২০১৪ তারিখে হারমতি থেকে নাহরলগুন রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত একটি নতুন লাইন চালু হওয়ার মাধ্যমে অরুণাচল প্রদেশের রাজধানী ন্যাশনাল ব্রড-গেজ রেল নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হয়। এই মাইলফলকটি অরুণাচল প্রদেশের রাজধানী ইটানগরকে প্রথমবারের মতো ভারতের ব্রড-গেজ মানচিত্রে নিয়ে আসে। হারমতি-নাহরলগুন রুটে যাত্রী পরিষেবা ৭ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে শুরু হয়, যা আঞ্চলিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি বড় অগ্রগতি প্রদান করে। এই লিংককে আরও শক্তিশালী করে, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে নাহরলগুন-নিউ দিল্লি এসি এক্সপ্রেস চালু করা হয়, যার ফলে অরুণাচল প্রদেশকে জাতীয় রাজধানীর সাথে প্রথম সরাসরি রেল সংযোগ উপলব্ধ হয়। মুরকংসেলেক-পাসিঘাট নতুন রেল লাইন প্রকল্পটি অরুণাচল প্রদেশ, অসম এবং দেশের বাকি অংশের মধ্যে যোগাযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে। একবার সম্পন্ন হলে, নতুন লাইনটি রঙিয়া-মুরকংসেলেক রুট এবং বগিবিল ব্রিজের মাধ্যমে পাসিঘাট পর্যন্ত দীর্ঘ দূরত্বের রেল যোগাযোগ সম্প্রসারণ করবে, যা এই অঞ্চলকে প্রধান গন্তব্যস্থলগুলির সাথে আরও দক্ষতার সাথে সংযুক্ত করবে। এই উন্নত রেল নেটওয়ার্ক যাত্রী ও পণ্য উভয়ের জন্য ভ্রমণের সময় এবং পরিবহন খরচ কম করতে সাহায্য করবে, একই সাথে প্রয়োজনীয় পণ্যের আরও নির্ভরযোগ্য এবং নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করবে। এটি রঙিয়া এবং মুরকংসেলেকের মতো স্থানীয় কেন্দ্রগুলিতে সরাসরি দূরপাল্লার রেল যোগাযোগ প্রদানের মাধ্যমে বাসিন্দাদের গতিশীলতা এবং সামগ্রিক সুবিধা বৃদ্ধি করবে। এছাড়াও, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশকে উৎসাহিত করবে, আঞ্চলিক বাণিজ্যকে উৎসাহিত করবে এবং পর্যটনকে সমর্থন করে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করবে এবং অরুণাচল প্রদেশকে একটি উদীয়মান পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করে বলে আশা করা হচ্ছে।

ইরানে হামলার প্রস্তুতি তুঙ্গে, ট্রাম্পের অঙ্গুলিহেলনের অপেক্ষায় আমেরিকা, বলছে সূত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন

ইরানের বিরুদ্ধে খুব শিগগিরই, হয়তো এই সপ্তাহান্তেই, সামরিক হামলা চালানোর জন্য প্রস্তুত মার্কিন সেনা। তবে এখনও চূড়ান্ত অনুমোদন দেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একাধিক সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে এমনই দাবি করেছে সিএনএন। একইসঙ্গে, আরব দুনিয়ায় যুদ্ধবিমান ও সহায়ক সামরিক বিমান দ্রুত পাঠানো হচ্ছে বলে খবর। রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০০৩ সালে ইরাক অভিযানের পর এই প্রথম এত বড় আকারে মার্কিন বায়ুসেনা মোতায়েন করা হচ্ছে ওই অঞ্চলে, জানিয়েছে দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল। সূত্রের দাবি, হোয়াইট হাউসকে ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে, ইসলামি দুনিয়ায় ব্যাপক বিমান ও নৌবাহিনীর প্রস্তুতির পর খুব দ্রুত হামলার পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। তবে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তিনি ব্যক্তিগতভাবে সামরিক পদক্ষেপের পক্ষে ও বিপক্ষে থাকা যুক্তিগুলি খতিয়ে দেখছেন এবং উপদেষ্টা ও মিত্রদের সঙ্গে আলোচনায় রয়েছেন। বুধবার হোয়াইট হাউসের 'সিচুয়েশন রুম'-এ জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক শীর্ষ কর্মকর্তাদের বৈঠক হয়। সেখানে ট্রাম্পকে ব্রিফ করেন বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ বং তাঁর জামাই জ্যারেড কুশনার। আগের দিন জেনেভায় ইরানের সঙ্গে হওয়া পরোক্ষ আলোচনার

রিপোর্টও তাঁকে জানানো হয়। জেনেভায় তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলা ওই বৈঠকে বড় কোনও অগ্রগতি হয়নি। ইরানের প্রধান আলোচক কিছু নির্দেশক নীতিতে ঐকমত্যের কথা বললেও, মার্কিন কর্মকর্তাদের মতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি এখনও অমীমাংসিত। হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লিয়াভিট জানান, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ইরান তাদের অবস্থান স্পষ্ট করবে বলে আশা করা হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, কূটনৈতিক সমাধানই ট্রাম্পের প্রথম পছন্দ হলেও, সামরিক বিকল্পও খোলা রয়েছে। এদিকে মার্কিন সামরিক চাপ বাড়ার মধ্যেই ইরান তার একাধিক পরমাণু স্থাপনাকে কংক্রিট ও মাটি দিয়ে ঢেকে শক্তিশালী করছে। নতুন স্যাটেলাইট ছবি ও বিশ্লেষণে এমনটাই জানিয়েছে মার্কিন সংস্থা আইসিস। মার্কিন সামরিক প্রস্তুতিও ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। এই সপ্তাহান্তেই ইউএসএস জেরাল্ড ফোর্ড নেতৃত্বাধীন ক্যারিয়ার স্ট্রাইক গ্রুপ ওই অঞ্চলে পৌঁছতে পারে। পাশাপাশি মার্কিন বায়ুসেনার ট্যাঙ্কার ও যুদ্ধবিমান ইসলামি দুনিয়ার আরও কাছে সরানো হচ্ছে। অ্যাক্সিওস-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, যদি হামলা হয়, তবে তা একদিনের নয়, বরং কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা বড় আকারের সামরিক অভিযান হতে পারে। এতে ইজরায়েলের অংশগ্রহণও বড় ভূমিকা নিতে পারে। গত বছরের ১২ দিনের ইজরায়েল-নেতৃত্বাধীন অভিযানের চেয়েও বড় হতে পারে এই হামলা, এমনই আশঙ্কা মার্কিন কর্মকর্তাদের একাংশের। হোয়াইট হাউসের এক আধিকারিকের দাবি, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সামরিক পদক্ষেপের সম্ভাবনা প্রায় ৯০ শতাংশ। কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চললেও, ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা যে বড় সংঘর্ষে গড়াতে পারে - সেই আশঙ্কাই এখন সবচেয়ে বড়।

CHANGE OF NAME

I, RICKON EKER HAQUE S/O MAHIBUL HAQUE MY NAME HAS BEEN RECORDED MY ADMIT-CARD, MARK SHEET AND OTHER DOCUMENT MY FATHER'S NAME RECORDED AS MOHIBUL HAQUE. AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE NABADWIP COURT ON 16/6/2025 MY FATHER MAHIBUL HAQUE AND MAHIBHUL HAQUE S/O ABDUL HAKIM AND MAHBUL HAQUE S/O HAKIM BISWAS AND MOHIBUL HAQUE ALL ARE SAME PERSON. R/O BAMAN PAKUR BAGAN PARA P.O SREEMAYAPUR, NABADWIP NADIA.

CHANGE OF NAME

I, Sudeshna Mukhopadhayay (old name) daughter of Surajit Mukhopadhyay, residing at 193, Sukanta Nagar, Champdani (m), P.O. – Angus, Hooghly – 712221, West Bengal, have changed my surname and shall henceforth be known as Sudeshna Mukhopadhyay (new name) as sworn before the Notary Public at Kolkata dated 13/02/2026. Sudeshna Mukhopadhayay (old name) and Sudeshna Mukhopadhyay (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Tina Barua (Old Name) W/o Pradip Barua Residing at 105 C.R Road, Matri Pally, Panihati (M), District - North 24 Parganas, Pin - 700113, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Tinku Barua (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 58/2026 Dated 19-02-2026. Tina Barua (Old Name) and Tinku Barua (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sahanara Begum, Begum Sahanara (Old Name) W/o Abdul Ohab D/o Karam Hossain Mondal Residing at Vill - Baduria, Ward No. 4, Baduria Municipality, P.o+P.s - Baduria, District - North 24 Parganas, Pin - 743401, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Sahanara (New Name) as declared before the Notary public Basirhat Sub Division, North 24 Parganas vide affidavit no 624 Dated 17-02-2026. Sahanara Begum, Begum Sahanara (Old Name) and Sahanara (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Adhir Sen (Old Name) S/o Late Sailendra Nath Sen Residing at 10, Income Tax Para, Saradamoni Devi Road, Sampriti Angan Club, PO- Agarpara, Panihati (M), District - North 24 Parganas, Pin - 700109, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Adhir Kumar Sen (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 42/2026 Dated 19-02-2026. Adhir Sen (Old Name) and Adhir Kumar Sen (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sabyasachi Chakrabarty (Old Name) S/o Bechu Lal Chakraborty Residing at 33 Jiban Krishna Mitra Road, Belgachia, P.o - Belgachia, District - Kolkata, Pin - 700037, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Sabyasachi Chakraborty (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 61/2026 Dated 19-02-2026. Sabyasachi Chakrabarty (Old Name) and Sabyasachi Chakraborty (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sambhu Das (Old Name) S/o Purna Chandra Das Residing at 29/2, Salkia School Road, Vtc - Howrah Corporation, P.o - Salika, District - Howrah, Pin - 711106, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sambhu Charan Das (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 60/2026 Dated 19-02-2026. Sambhu Das (Old Name) and Sambhu Charan Das (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nabamita Dalal, Nabamita Shome (Old Name) W/o Anjan Dalal Residing at CF13 Chandi Beria, Vtc - Rajarhat Gopalpur (M), P.o - Krishnapur, District - North 24 Parganas, Pin - 700102, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Nabamita Dalal Shome (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 59/2026 Dated 19-02-2026. Nabamita Dalal, Nabamita Shome (Old Name) and Nabamita Dalal Shome (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sadhan Khan (Old Name) S/o Balai Chandra Khan Residing at G-362/A, Alif Nagar, Ramnagar Lane, P.o - Garden Reach, P.s - Garden Reach, District - Kolkata, Pin - 700024, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Sadhan Chandra Khan (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 19-02-2026. Sadhan Khan (Old Name) and Sadhan Chandra Khan (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Prasad Khan (Old Name) S/o Sadhan Chandra Khan Residing at G-362/A, Alif Nagar, Ramnagar Lane, P.o - Garden Reach, P.s - Garden Reach, District - Kolkata, Pin - 700024, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Prasad Chandra Chowdhury (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 19-02-2026. Prasad Khan (Old Name) and Prasad Chandra Chowdhury (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rita Devi (Old Name) W/o Rajib Das Residing at 328, B.B.D Road, P.o - Bhadrakali, P.s - Uttar Para, District - Hooghly, Pin - 712232, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Rita Das (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 19-02-2026. Rita Devi (Old Name) and Rita Das (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Suman Banerjee (Old Name) S/o Subrata Bandyopadhyay Residing at Vill+P.o - Gurap, P.s - Gurap, District - Hooghly, Pin - 712303, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Suman Bandyopadhyay (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 19-02-2026. Suman Banerjee (Old Name) and Suman Bandyopadhyay (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mohammed Haiderali (Old Name) S/o Late Haji Abdul Qaiyum Residing at 118, 6F-6th Floor, Elliot Road, Park Street, District - Kolkata, Pin - 700016, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md Haider Ali (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 18-02-2026. Mohammed Haiderali (Old Name) and Md Haider Ali (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Daniel Minh Chiang Yeh (Old Name) S/o Tien Sheng Yeh Residing at 48, Lower Range, P.o - Ballygunge, District - Kolkata, Pin - 700019, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Daniel Yeh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 22 Dated 18-02-2026. Daniel Minh Chiang Yeh (Old Name) and Daniel Yeh (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Subhasis Chakroborty (Old Name) S/o Late Chandra Shekher Chakrabarti Residing at B 12/T-3, Bidyakut Abasan, Narayanpur Rajarhat Gopalpur District - North 24 Parganas, Pin - 700136, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Subhasis Chakrabarti (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 59 Dated 18-02-2026. Subhasis Chakroborty (Old Name) and Subhasis Chakrabarti (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ravi Shankar on behalf of my minor daughter Purnaduti Shankar (old name), residing at Riyanka Abasan, Flat No. 301, 21, Charakdanga Road, Uttarpara, Hooghly – 712258, West Bengal, have changed her name and she shall henceforth be known as Purndyuti Shankar (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, vide affidavit no. 11, dated 13/02/2026. Purnaduti Shankar (old name) and Purndyuti Shankar (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ravi Shankar on behalf of my minor daughter Leela Shankar (old name), residing at Riyanka Abasan, Flat No. 301, 21, Charakdanga Road, Uttarpara, Hooghly – 712258, West Bengal, have changed her name and she shall henceforth be known as Leela Jyoti Shankar (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, vide affidavit no. 10, dated 13/02/2026. Leela Shankar (old name) and Leela Jyoti Shankar (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I REHANA BEGUM MALLICK,W/O- Rehan Mallick, Residing at Vill-North Panchla,P.O-Panchla,P.S-Panchla, Dist- Howrah,Pin-711322,do hereby Solemnly affirm and declare as follows -That my actual name is REHANA BEGUM MALLICK and my husband's actual name is REHAN MALLICK (ABDUL KHALEK MALLICK is my son) That REHANA BEGUM MALLICK,W/O-REHAN MALLICK and REHANA MOLLICK,W/O-RAIHAN MOLLICK and REHAN MALLICK and RAIHAN MOLLICK are the same and one identical person.Vide Affidavit In the court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Howrah, Date-22/01/26

CHANGE OF NAME

I, MARIYUN BIBI (old name) W/O - MD ISRAIL SK residing at VILL & PO- HAREKNAGAR PS- BELDANGA DIST- MURSHIDABAD PIN-742177. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MARIYUN BIBI (old name) to MARIYAM BIBI (new name) and henceforth, I shall be Known as MARIYAM BIBI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 02/02/2026. MARIYAM BIBI (new name) & MARIYUN BIBI (old name) both name are same and one identical perso.

CHANGE OF NAME

I, MOHAMMAD SAMSUL HAQUE (old name) S/O - LATE MD MUSTAKIM residing at VILL - NURPUR MANDALPARA PO - NURPUR PS - MANIKCHAK DIST - MALDA PIN - 732203. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MOHAMMAD SAMSUL HAQUE (old name) to SAMSUL HAQUE (new name) and henceforth, I shall be Known as SAMSUL HAQUE (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 19/02/2026. SAMSUL HAQUE (new name) & MOHAMMAD SAMSUL HAQUE (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, (Old Name) MD ALIMUDDIN S/o- HEFAJUDDIN SARKAR Residing at, Vill - Baganpara, Post - Diar Fatepur, Ps- Lalgola, Dist- Murshidabad, Pin- 742148, West Bengal. Shall henceforth be Known as ALIMUDDIN SARKAR (New name) as declared before the Notary Public at Berhampore Murshidabad Vide Affidavit No 59 Date 20 Feb 2026, MD ALIMUDDIN and ALIMUDDIN SARKAR both are Same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rokiatunnesha (Old Name) W/O– Sawkat Ali resident of Vill- Krishnapur, Po & Ps-Lalgola, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742148 do hereby declared that I have changed my name from Rokiatunnesha to Rakiya Biswas and henceforth I shall be known as Rakiya Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 19/02/2026. My name Rakiya Biswas & Rokiatunnesha both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Tapan Kumar Das (Old Name) S/O– Shambhu Nath Das residing at Vill & PO- Talgram , PS-Bharatpur , Murshidabad, West Bengal 742301 do hereby declared that I have changed my name from Tapan Kumar Das to Tapan Das and henceforth I shall be known as Tapan Das (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 19/02/2026. My name Tapan Das & Tapan Kumar Das both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Probir Chowdhury (Old Name) S/O–Niranjan Chowdhury resident of 18/2, SN Bagchi Road , Po & Ps-Berhampore , Dist- Murshidabad , West Bengal, Pin-742101 do hereby declared that I have changed my name from Probir Chowdhury to Prabir Chowdhury and henceforth I shall be known as Prabir Chowdhury (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 13/02/2026. My name Prabir Chowdhury & Probir Chowdhury both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nasiruddin Khan S/O- Raosan Khan resident of Vill- Sundalpur, P.O.- Bhedia, P.S.- Ausgram, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713126, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as 'NASIR KHAN' in all purpose vide affidavit No- 20, sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman on 19/02/2026. That Nasiruddin Khan and Nasir Khan both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Bikas Abanikumar Foujdar (old name) S/o- Abani Foujdar residing at Kulia, Paba, Goghat, Dist-Hoogly, Pin-712614 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from BIKAS ABANIKUMAR FOUJDAR to BIKAS FOUJDAR and henceforth I shall be known as BIKAS FOUJDAR (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 19/02/2026. BIKAS ABANIKUMAR FOUJDAR (old name) and BIKAS FOUJDAR (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Beauty Mandal W/o Nasiruddin Mandal residing at Vill.-Ambikapur Mamudpur PO.- Mamudpur, P.S. Gopalnagar, Dist.-North 24 Parganas, Pin-743251 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my my husband's actual name Nasiruddin Mandal instead of Nasiruddin Mondal, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Bongaon, North 24 Parganas dated on 17/02/2026. Nasiruddin Mandal and Nasiruddin Mondal both are same and one identical person.

বেলডাঙা অশান্তি মামলায় কেস ডায়েরি ঘিরে টানাপোড়েন, এনআইএ-র সঙ্গে মুর্শিদাবাদ পুলিশের সংঘাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি : মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় অশান্তির ঘটনার তদন্ত ঘিরে কেস ডায়েরি নিয়ে নজিরবিহীন টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্তভার নেওয়ার পরও এখনও পর্যন্ত কেস ডায়েরি হাতে পায়নি জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। অভিযোগ, এ বিষয়ে মুর্শিদাবাদ পুলিশের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও কেস ডায়েরি হস্তান্তরের কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। এমনকি এনআইএ-র তরফে পাঠানো ইমেলেরও জবাব মেলেনি বলে দাবি তদন্তকারী সংস্থার। তবে পুলিশের দাবি, আদালত ২৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কেস ডায়েরি জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। ফলে নির্দিষ্ট সময়সীমা এখনও বাকি রয়েছে। এই অবস্থায় পুলিশ কী পদক্ষেপ করে, তা পর্যবেক্ষণ করছে এনআইএ। তদন্তের স্বার্থে কেস ডায়েরি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। বিশেষত গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তদের আদালতে পেশ করা এবং মামলার অগ্রগতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই নথির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ঘটনার সূত্রপাত ১৬ জানুয়ারি। ঝাড়খণ্ডে এক সংখ্যালঘু যুবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বেলডাঙায় উত্তেজনা ছড়ায়। উত্তেজিত জনতা রাস্তায় নেমে জাতীয় সড়ক ও রেলপথ অবরোধ করে। বিভিন্ন জায়গায় ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। পরের দিন, ১৭ জানুয়ারিও অশান্ত থাকে এলাকা। ট্রেন অবরোধ, জাতীয় সড়ক অবরোধ, যানবাহন ভাঙচুর এবং সাংবাদিকদের উপর হামলার অভিযোগ ওঠে। দিনভর উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে পুলিশ কড়া হাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনায় একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই অশান্তির তদন্তের দায়িত্ব পরে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে এনআইএ তদন্ত শুরু করে। যদিও রাজ্য সরকার এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় এবং এনআইএ তদন্তে স্থগিতাদেশের আবেদন জানায়। কিন্তু শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট এনআইএ-র তদন্তে কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি। আদালত জানায়, তদন্ত চলবে। তবে একইসঙ্গে নির্দেশ দেওয়া হয়, ইউএপিএ প্রয়োগের প্রাথমিক ভিত্তি রয়েছে কি না, সেই বিষয়ে এনআইএ সিল করা খামে রিপোর্ট জমা দেবে কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ সেই রিপোর্ট স্বাধীনভাবে বিবেচনা করে রাজ্য সরকারের আবেদন শুনবে। এই আইনি প্রেক্ষাপটে কেস ডায়েরির গুরুত্ব আরও বেড়ে গিয়েছে। তদন্তের প্রাথমিক তথ্য, সাক্ষ্য, প্রমাণ ও গ্রেপ্তার সংক্রান্ত নথিপত্র কেস ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ থাকে। ফলে তা হাতে না পেলে তদন্তের গতি ব্যাহত হতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। গত শুনানিতে বিচারকও এ বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ২৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তা এনআইএ-র হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন। বর্তমানে নজর রয়েছে, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কেস ডায়েরি হস্তান্তর করা হয় কি না। বেলডাঙা অশান্তির মতো স্পর্শকাতর ঘটনায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য তদন্তকারী সংস্থার মধ্যে এই সমন্বয়হীনতা নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। তদন্তের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে দ্রুত প্রশাসনিক পদক্ষেপ জরুরি বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

বিড়ি শিল্পের সঙ্গে জড়িত লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের চিকিৎসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করল রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি : মুর্শিদাবাদ জেলায় বিড়ি শিল্পের সঙ্গে জড়িত লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের চিকিৎসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ সামশেরগঞ্জে বিড়ি শ্রমিকদের জন্য নির্মিত এই বিশেষ হাসপাতাল

পদক্ষেপ করল রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য দফতরের অধীনে এই প্রথম বিড়ি শ্রমিকদের জন্য হাসপাতাল চালু হল। সামশেরগঞ্জের অনুপনগর গ্রামের ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট বিড়ি শ্রমিক হাসপাতাল চালু হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় বিড়ি শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ১২ -১৩ লক্ষ লোক জড়িয়ে রয়েছেন। এর মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষ লোকের বাস জঙ্গিপুর মহকুমায়। তামাক পাতা সহ বিভিন্ন রকমের জিনিস থেকে ধোঁয়া, ধুলো ও বিষাক্ত পরিবেশে কাজ করার ফলে বিড়ি শ্রমিকদের মধ্যে ফুসফুসের রোগ, যক্ষ্মা, শ্বাসকষ্ট, ত্বকের বিভিন্ন রোগ খুব সাধারণ একটি

মুর্শিদাবাদ জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সন্দীপ সান্যাল জানিয়েছেন, বিড়ি শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য ইতিমধ্যেই রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের তরফ থেকে ওই হাসপাতালের জন্য ১৪ জন বিশেষজ্ঞ সহ আরও একাধিক চিকিৎসককে নিয়োগ করা হয়েছে। সামশেরগঞ্জবাসী তথা জঙ্গিপুরের বাসিন্দা গর্ভবতী মহিলাদের উন্নততর চিকিৎসার জন্য ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে অনুপনগরে ৩০০ শয্যার 'মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব' তৈরি হয়েছে। মহিলাদের এই হাসপাতালের ঠিক উল্টোদিকে তৈরি হয়েছে বিড়ি শ্রমিকদের হাসপাতাল। এই ১০০ শয্যার হাসপাতালে রোগী ও রোগীর আত্মীয়রা চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। গঙ্গা নদীর ভাঙন কবলিত সামশেরগঞ্জে বিড়ি শ্রমিকদের জন্য অত্যাধুনিক হাসপাতাল তৈরি হয়ে যাওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসাগুলির জন্য এখানকার মানুষদের আর জঙ্গিপুর হাসপাতাল বা বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যেতে হবে না। সূত্রের খবর, বিড়ি শ্রমিকদের হাসপাতালে ১৫০ শয্যার পরিকাঠামো থাকলেও আপাতত ১০০ শয্যা নিয়ে বিড়ি শ্রমিকদের এই হাসপাতালটি পথচলা শুরু করল। পরবর্তীকালে পরিকাঠামো এবং ডাক্তারদের সংখ্যা বাড়লে শয্যাসংখ্যা বাড়ানো হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিড়ি শ্রমিকদের এই হাসপাতালে জন্য স্বাস্থ্য দফতরের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই দু'জন অর্থোপেডিক চিকিৎসক, দু'জন ই.এন.টি, দু'জন চোখের চিকিৎসক, দু'জন বক্ষ রোগ বিশেষজ্ঞ সহ আরও একাধিক চিকিৎসককে নিয়োগ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি হাসপাতালের পরিকাঠামোর জন্য ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উন্নতমানের এক্স-রে মেশিন বসানো হয়েছে। বিড়ি শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য ২৯ টি আইসিইউ শয্যাও চিহ্নিত করা হয়েছে। পাশাপাশি হাসপাতালে ভর্তি হলে বিড়ি শ্রমিকেরা প্যাথলজির সমস্ত সুবিধা পাবেন। এই হাসপাতাল সারাদিন খোলা থাকে বলে জানা গেছে।

নবদ্বীপে কোটি টাকার জমি হাতাতে জাল নথি! দু-লক্ষ টাকায় তৈরী জাল নথি স্বীকার অভিযুক্তের

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৯ ফেব্রুয়ারি : নবদ্বীপে ভূমি দপ্তরে জাল নথি জমা দিয়ে মিউটেশন করানোর চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন অসীম নাথ নামে এক ব্যক্তি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। বুধবার নবদ্বীপ ব্লক অফিস সংলগ্ন বিএলআরও দপ্তরে মিউটেশন হিয়ারিং চলছিল। সেই সময় অসীম নাথ নামে এক ব্যক্তি ওয়ারিশন সার্টিফিকেট ও ডেথ সার্টিফিকেট জমা দেন। নথি যাচাই করতে গিয়ে দপ্তরের আধিকারিকদের সন্দেহ হয়। খতিয়ে দেখে জানা যায়, জমা দেওয়া ডেথ সার্টিফিকেট ও ওয়ারিশন সার্টিফিকেট- দুটিই জাল। বিএলআরও অফিসারের অভিযোগ, যে সম্পত্তির জন্য মিউটেশন আবেদন করা হয়েছিল তার নমিনি ছিল নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটি। অথচ অভিযুক্ত কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির নামে জাল ডেথ সার্টিফিকেট এবং মাজদিয়া পানশিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের নামে জাল ওয়ারিশন সার্টিফিকেট তৈরি করেন। সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য প্রায় এক কোটি টাকা বলে জানা গেছে। ঘটনার খবর পেয়ে নবদ্বীপ থানার পুলিশ দপ্তরে পৌঁছে

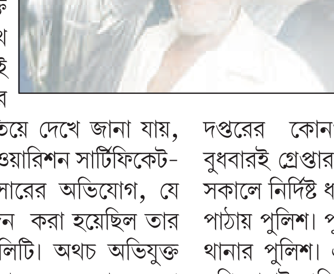

অভিযুক্তকে আটক করে। পরে তার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়। অভিযুক্ত অসীম নাথ দাবি করেছেন, তিনি দু'লক্ষ টাকার বিনিময়ে নবদ্বীপের কুটির পাড়া এলাকার গোপাল দেবনাথ নামে এক ব্যক্তির মাধ্যমে নথিগুলি তৈরি করিয়েছিলেন। তবে তিনি দাবি করেন, দপ্তরের কোনও কর্মী এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত নন। বুধবারই গ্রেপ্তার করা হয় অসীম নাথকে। বৃহস্পতিবার সকালে তাকে নবদ্বীপ মহকুমা আদালতে পাঠায় পুলিশ। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। এই ঘটনায় ভূমি দপ্তরের নিরাপত্তা ও নথি যাচাই প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ছয়দশক পর শুরু হচ্ছে বাস্কুল সেতুর পূর্ণাঙ্গ সংস্কারের কাজ

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘ ছয়দশক পরে কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাস্কুল সেতুর পূর্ণাঙ্গ সংস্কারের কাজ শুরু করতে চলেছে শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি বন্দর কর্তৃপক্ষ। সেতুকে আধুনিক প্রযুক্তিতে উন্নত করে আরও নিরাপদ, দ্রুত এবং কার্যকর পণ্য পরিবহন নিশ্চিত করাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য বলে বন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। এই প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১১৭ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা। এই সংস্কার কাজের জন্য রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডের সঙ্গে একটি সমঝোতা চুক্তি করেছে বন্দর কর্তৃপক্ষ। প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মুম্বইয়ের একটি বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ভারতের বন্দর, জাহাজ পরিবহন ও জলপথ মন্ত্রক এই প্রকল্পের গুরুত্ব স্বীকার করে সাগরমালা প্রকল্পের আওতায় ৪০ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের বন্দরগুলিকে আরও আধুনিক ও দক্ষ করে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কলকাতা বন্দরের চেয়ারম্যান রথেন্দ্র রমন জানিয়েছেন, বাস্কুল সেতু বন্দরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা। এই সংস্কারের মাধ্যমে একটি ঐতিহাসিক স্থাপত্য সংরক্ষণের পাশাপাশি বন্দরের কার্যক্ষমতা এবং নিরাপত্তাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পটি ২০২৭ সালের মে মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। এর ফলে কলকাতা ডক সিস্টেমের মধ্যে খিদিরপুর ডক-১ ও ডক-২-এর মধ্যে জাহাজ চলাচল আরও নির্বিঘ্ন হবে। পাশাপাশি গার্ডেনরিচ ও মেটিয়াবুরুজ এলাকার সঙ্গে শহরের অন্যান্য অংশের সড়ক যোগাযোগও আরও মসৃণ হবে। ১৯৬৬ সালে অস্ট্রিয়ার সংস্থা এই বাস্কুল সেতুটি নির্মাণ করেছিল। এটি একটি ডাবল-লিফ রোলিং সেতু, যার দুটি অংশ প্রয়োজন অনুযায়ী উপরের দিকে উঠে যায়, যাতে বড় কার্গো জাহাজ সহজে ডকের মধ্যে যাতায়াত করতে পারে। আবার জাহাজ পার হয়ে গেলে সেতুটি নেমে এসে ভারী যানবাহন ও সাধারণ মানুষের জন্য সড়ক যোগাযোগ নিশ্চিত করে।

বাসস্ট্যান্ড সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : জোকা এসপ্ল্যানেড মেট্রো প্রকল্পের কাজের জন্যে ধর্মতলার এল টোয়েন্টি সহ সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ড ধাপে ধাপে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কার্জন পার্ক সংলগ্ন এলাকায় প্রায় ৪ হাজার বর্গমিটার এলাকায় নবগঠিত বাসস্ট্যান্ডে খুব শীঘ্রই সরকারি উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগম ছাড়াও বেসরকারি বাসগুলির নতুন এই স্ট্যান্ড থেকে ছাড়বে বলে পরিবহন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। এইজন্যে নতুন স্ট্যান্ডে যাত্রীদের প্রতীক্ষালয়, ফুডকোর্ট, শৌচাগার, টিকিট কাউন্টার তৈরি করা হয়েছে। পাশাপাশি বিধান মার্কেট ও সরিয়ে নেওয়ার জন্যে নতুন দোকানঘর নির্মানের কাজ করছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

টোটো উল্টে জখম ৬ পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঘাটাল, ১৯ ফেব্রুয়ারি : উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে আচমকাই দুর্ঘটনা। টোটোয় চড়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার সময় রাস্তায় ছড়িয়ে থাকা বালিতে চাকা বেসামাল হয়ে উল্টে গেল টোটো। আহত হলেন চালক ও ৬ জন পরীক্ষার্থী। তাঁদের মধ্যে ২ জনের চোট গুরুতর হওয়ায় ভর্তি করা হয়েছে ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালে। বাকি ৪ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। পরে সেই টোটো চালকই তাঁদের পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দেন। বৃহস্পতিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে ঘাটালের রত্নেশ্বরবাটি এলাকায়। জানা গেছে, ৬ জন পরীক্ষার্থীই রত্নেশ্বরবাটি হাইস্কুলের ছাত্রী। তাঁদের উচ্চমাধ্যমিকের সেন্টার পড়েছে ঘাটালের বসন্তকুমারী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে। এদিন গ্রামের বাড়ি থেকে টোটোয় চড়ে পরীক্ষা দিতে রওনা দিয়েছিলেন তাঁরা। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, বিবেকানন্দ ক্লাবের সামনে পৌঁছাতেই বিপত্তি। রাস্তার ধারে ফেলা বালির উপর দিয়ে উঠতেই নিয়ন্ত্রণ হারায় টোটো। মুহূর্তের মধ্যে উল্টে যায় গাড়ি। আহতদের দ্রুত স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। গুরুতর জখম দুজন চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালের বেডেই পরীক্ষা দিয়েছেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তৎপরতায় তড়িঘড়ি সেখানে পরীক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়। অন্য ৪ জন পরীক্ষার্থী ও চালকের চোট তুলনামূলক কম ছিল। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

কালিয়াচকে বিএলও-র মৃত্যুর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : আবার এক বিএলওর মৃত্যুর অভিযোগ উঠল মালদার কালিয়াচকের সুজাপুরে। বৃহস্পতিবার সকালে হার্ট অ্যাটাক হলে পরিবারের লোকজন তাঁকে স্থানীয় একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যায় এবং সেখানেই চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ওই বিএলও-র নাম মহম্মদ আনিকুল আলম। তাঁর বাড়ি সুজাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশ্বাসপাড়ায়। তিনি সুজাপুর বিধানসভার ১৪৪ নম্বর বুথের বিএলও ছিলেন। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, শুনানি শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও ফের বুথের আরও ৪০ জনের নাম শুনানির জন্য আসে। তার মধ্যে খোদ নিজের নামও ছিল। এই নিয়ে খুব চিন্তায় ছিলেন। বুধবার থেকেই তিনি অসুস্থ বোধ করেন। এদিন সকালে আরও বেশি অসুস্থ হলে তাঁকে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর পরিবারের দাবি, নার্সিংহোমের চিকিৎসা চলাকালীন কয়েকবার কার্ডিয়াক অ্যাটাক হয় বাবার এবং তারপরেই মৃত্যু হয়। নিজের নাম ফের শুনানিতে চলে আসার চিন্তা ও কাজের চাপেই তার মৃত্যু হল বলে দাবি তাঁর।

শিশুকে হেনস্তার অভিযোগ! গ্রেফতার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্বস্থলী, ১৯ ফেব্রুয়ারি : পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমার থানা-র অন্তর্গত ভুয়াখালী গ্রাম আজ চরম উত্তেজনায় উত্তপ্ত। চার বছরের এক নাবালিকার প্রতি অমানবিক হেনস্তার অভিযোগে কেঁপে উঠেছে গোটা এলাকা। পরিবার ও প্রতিবেশীদের অভিযোগ-পাড়ার যুবক সুশান্ত জানা শিশুটিকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে বাড়ি থেকে দূরে একটি অপরিত্যক্ত ইটভাটায় নিয়ে যায়। সেখানেই ঘটে হেনস্তার ঘটনা বলে দাবি। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই এলাকাবাসী ক্ষোভে ফেটে পড়ে। নাবালিকার পরিবার দ্রুত বিষয়টি থানায় জানালে নন্দকুমার থানার পুলিশ তড়িঘড়ি তদন্তে নামে। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের পর পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়াও চলছে। অপর দিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভুয়াখালী গ্রামে আতঙ্কের আবহ। শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে একের পর এক প্রশ্ন। অনেকেই বলছেন, সমাজে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে কঠোর শাস্তিই একমাত্র পথ। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, নাবালিকার শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত এগোনো হচ্ছে। প্রয়োজনে আরও আইনি ধারা যোগ করার কথাও ভাবা হচ্ছে। এলাকায় সৃষ্টি হয়েছে তীব্র ক্ষোভ, হতবাক সাধারণ মানুষ। পাড়ারই এক যুবকের বিরুদ্ধে এমন মারাত্মক অভিযোগে বিশ্বাস করতে পারছেন না অনেকে-তবু শিশুটির পাশে দাঁড়াতে সবাই একজোট।

হস্তি শাবকের পচা-গলা মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বন জঙ্গলে ঘেরা পুরুলিয়া জেলা। এই জেলার বেশিরভাগ বনাঞ্চলে অবাধে বিচরণ করে হাতি। সম্প্রতি পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি হস্তি শাবকের পচা-গলা মৃতদেহ। ঘটনাকে ঘিরে রীতিমত শোরগোল পড়ে গেছে সর্বত্র। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বনবিভাগ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে বলরামপুর রেঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয় ময়নাতদন্তের জন্য। সেখানেই বিধি মেনে হস্তি শাবকের সৎকার করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে গিয়ে দুর্গন্ধ পান স্থানীয় মানুষজন। এই দুর্গন্ধকে অনুকরণ করে তারা ওই জায়গা পর্যন্ত পৌঁছান। সেখানে তারা দেখতে পান সেখানে একটি হস্তি শাবকের পচাগলা দেহ পড়ে রয়েছে। তড়িঘড়ি তারা বন বিভাগে বিষয়টি জানান। এরপর বনবিভাগের বলরামপুর ও অযোধ্যা রেঞ্জের আধিকারিক সহ বনকর্মীরা সেখানে পৌঁছান। প্রায় ৫০০ ফুট উঁচু গোন্ডিয়ার জঙ্গলে ওই দেহটি পড়েছিল। সেখান থেকেই দেহটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়। এই বিষয়ে পুরুলিয়া বন বিভাগের ডিএফও অঞ্জন গুহ বলেন, কী ভাবে হস্তি শাবকটি ওই জায়গায় গেল তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে তাদের প্রাথমিক অনুমান পাহাড় থেকে পিছলে পড়ে গিয়ে আঘাতের কারণে এই ঘটনা ঘটতে পারে। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় হস্তি শাবকের কোনও ক্ষতি হলে মা হাতি এবং দলের অন্যান্য হাতিরা অন্যরকম ভাবে রিয়াক্ট করে। এ- ক্ষেত্রে সেইরকম কোনও ঘটনা সামনে আসেনি এখনও পর্যন্ত। কোনও প্রাকৃতিক কারণেই হয়ত হস্তি শাবকটির মৃত্যু হয়েছে। যদিও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পরেই হস্তি শাবকের মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।

NIT-18

Tender ID 2026_ZPHD_1008533_1
Tender ID 2026_ZPHD_1008533_2
Tender ID 2026_ZPHD_1008533_3
Tender ID 2026_ZPHD_1010538_1
Tender ID 2026_ZPHD_1010538_2
Tender ID 2026_ZPHD_1010538_3
Tender ID 2026_ZPHD_1010538_4
Tender ID 2026_ZPHD_1010538_6
Tender ID 2026_ZPHD_1010538_7
Tender ID 2026_ZPHD_1010538_8

Sd/- Prodhan
Simulpur Gram Panchayat

লামডিং মণ্ডলে পার্কিং ঠিকার জন্যে ই-নিলাম

লামডিং মণ্ডলে পার্কিং ঠিকার জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১০৯৬।

অক্সন ক্যাটালগ নং. পার্ক-এলএমজি-০২-২৬

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-এলএমজি-এসসিএল-এমএক্স-৮-২৬-২ (পার্কিং-মিক্সড)	লামডিং মণ্ডলের শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/২	পার্কিং-এলএমজি-ডিএমভি-এমএক্স-১৩-২৬-৪ (পার্কিং-মিক্সড)	লামডিং মণ্ডলের ডিমাপুর রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/৩	পার্কিং-এলএমজি-সিপিকে-এমএক্স-৫-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	লামডিং মণ্ডলের চাপরমুখ রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/৪	পার্কিং-এলএমজি-এনজিএএন-এমএক্স-১১২-২৬-২ (পার্কিং-মিক্সড)	লামডিং মণ্ডলের নগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১২-০৩-২০২৬ তারিখে **১০.০০** ঘন্টায় এবং **বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১১.০০** ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।

টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিজ্ঞপ্তি

DSP MUTUAL FUND

আসন্ন ইনভেস্টর অ্যাওয়ারেনেস প্রোগ্রাম ('আইএপি')-এর জন্য এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যা ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। আইএপি-র বিবরণ নিম্নরূপ:

তারিখ	ঠিকানা	সময়
Friday, 20th Feb 2026	DD19, Sector 1, Plot 19, Salt Lake, Bidhannagar, Kolkata - 700064	5:00 PM

সমস্ত আইএপি সম্বন্ধে আপডেটের জন্য ভিজিট করুন dspim.com/IAP এবং অন্য সমস্ত ডিসক্লোজারের জন্য, ভিজিট করুন dspim.com/IEID. ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা একটি বিনিয়োগকারীর শিক্ষা ও সচেতনতা উদ্যোগ। **মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগসমূহ বাজারের ঝুঁকি সাপেক্ষ, যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র যত্ন সহকারে পড়ে নিন।**

লামডিং ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এসআর.ডিইই/এলএমজি/৪৩ অফ ২০২৫-২৬; তারিখ: ১৭-০২-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং ঃ ইএল-এলএম-২৫-২৬-৩৯; ক্রম নং.ঃ ১; কাজের নাম ঃ** গুয়াহাটিতে: লামডিং-এ রানিং রুম (বৈদ্যুতিক অপারেশন) সম্প্রসারণের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ এবং অতিরিক্ত ৬০ শয্যাবিশিষ্ট আরসিসি বিল্ডিং লোকো রানিং রুম নির্মাণ। (বৈদ্যুতিক অংশ)। **টেন্ডার মূল্য:** ৮৫,১৭,৩৬৯.৪২/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ১,৭০,৪০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৬-০৩-২০২৬** তারিখে **১১:০০** টায় এবং **খোলার** সময় **১১:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **১৬-০৩-২০২৬** তারিখ **১১:০০** টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জিএন্ডসিএইচজি), লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

DAINHAT MUNICIPALITY

For Details of floated e-tender against the Development work under
E-NIT no: 66/DM/ENGG/2025-2026 DATE-18/02/2026
E-NIT no: 67/DM/ENGG/ 2025-2026 DATE-18/02/2026
For Details Visit: **http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in**
Office ph no **7478003845**
Sd/- Chairman
Dainhat Municipality

E-TENDER NOTICE

Labpur Development Block
Labpur, Birbhum
NIeT No: 04/BDO/2025-26

E-Tenders are invited for 1 nos Civil work. Bid submission start-19/02/2026. Ends-06/03/2026. For more details, please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/- Block Development Officer
Labpur Development Block

SONAGARA GRAM PANCHAYAT

Under Raipur Panchayat Samity
Dhenga-Am, Matgoda, Bankura

Notice of E-Tender Application are invited from bonafied contractors or suppliers vide NIT Bearing No.-005/15th CFC/SGP/2025-2026, 006/15 CFC/SGP/2025-2026 dated on 16/02/2026, This said tenders may be found at www.wbtender gov.in. Date of published- 19/02/2026 at 10.00 AM. Last date of tender-25/02/2026 at 12.00 PM. Opening date of tender 27/02/2026 at 12.00 PM. Nature of works: Single and Similar type of work i.e. Tube Well, Submersible, Water Tank and Solar Light.

sd/-
Pradhan
Sonagara GP

আমমোক্তারনামা

কাশেম সেখ, পিতা- জসিমুদ্দিন সেখ, সাং- নয়ামুকুন্দপুর, পোঃ- দয়ারামপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০২৪ সালে Book-I, 3759 নং আমমোক্তার দলিল মূলে বদর আলি আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।

উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার ৯৮ নং ঘোড়শালা মৌজাস্থিত **এল. আর. ১০১০** নং দাগের **এল. আর. ১১০৫২** নং খতিয়ানের মোট **৫ শতক** সম্পত্তি হইতেছে।

উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. Raghunathganj-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় পরবর্তীতে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

Office of The HATGACHA-I GRAM PANCHAYAT

ULUBERIA-I DEV. BLOCK

NOTICE INVITING e-TENDER No. (1) WB/HZP/Hat-1/e-NIT-9/2025-26, (2) WB/HZP/Hat-1/e-NIT-10/2025-26

For and on behalf of the Prodhan, Sanchalak & Arth O Parikalpana Upa-Samity, Hatgachia-1 G.P. invites sealed percentage rate tenders for total 12 (Twelve) Nos. different works. Last date of submission of Bid **up to 26.02.2026 at 11.00 Hrs.** Bid Opening Date (Online): **28.02.2026 at 11.00 Hrs.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- PRODHAN
HATGACHA-I GRAM PANCHAYAT

Saharjora Gram Panchayat

Shitla, Barjora, Bankura

NIT-10/SGP/APAS/25-26 Dated 18/02/2026 e-NIT-11/SGP/APAS/25-26 Dated 19/02/2026

All details of Schemes, Schedule dates and trams & condition can be obtained from **www.wbtenders.gov.in** and Saharjora Gram Panchayat Office.

Sd/-
Pradhan
Saharjora Gram Panchayat

OFFICE OF THE JAGATBALLAVPUR-I GRAM PANCHAYAT

Naikuli, Munshirhat, Jagatballavpur, Howrah

Notice Inviting E-Tender

Jbpur-1/90/CFC(Untied)/2025-26 Dt.: 19.02.2026, Jbpur-1/91/CFC (Tied)/2025-26 Dt.: 19.02.2026, Jbpur-1/92/CFC(Tied)/2025-26 Dt.: 19.02.2026 Tenders are invited in the web site **http://wbtenders.gov.in** for above reference no. Last Date of submission of bid: 27/02/2026 14:00 pm., Bid opening date-02/03/2026, 10:00 pm.

Sd/-
Prodhan
Jagatballavpur-I Gram Panchayat

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার ইয়েলো লাইনের নোয়াপাড়া-জয় হিন্দ বিমানবন্দর শাখায় ৫ বছরের জন্য ট্র্যাক বেসড্ গেজ ফেস রেল ল্যুব্রিকেটর (ইলেক্ট্রনিক টাইপ) সরবরাহ, স্থাপন, চালুকরণ এবং পরিচালন। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ২,১০,৫১,১২০ টাকা, **বায়না মূল্যঃ** ২,৫৫,৩০০ টাকা, **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৬০ মাস, **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১২.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। যদি কোনো পরিমার্জন/সংশোধন থাকে, তবে তা কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে। **সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিভিল-২৫৪৯-২০২৬ (ওপেন)**

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

দ্য রামেশ্বর জুট মিলস লিমিটেড

CIN: L17119WB1935PLC046111
নিবন্ধিত অফিসঃ বিড়লা বিল্ডিং, ৮ম তলা,
৯ /১, আর. এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোনঃ ৯১ ৩৩-৪০৮২৩৭০০/ ২২২০০৬০০
ওয়েবসাইটঃ **www.rameshwarajute.com** ই-মেইলঃ **sharedepartment@rjm.co.in**

ভৌত সিকিউরিটিজ স্থানান্তর এবং বিচ্ছিন্নকরণের জন্য বিশেষ উইন্ডো

৩০.০১.২০২৬ তারিখের SEBI সার্কুলার নং. HO/38/1311 (2) 2026-MIRSD-POD/ 1/ 3750/ 2026 অনুসারে, কোম্পানিটি শেয়ার স্থানান্তর অনুরোধের নতুন জমা / পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য একটি বিশেষ উইন্ডো তৈরি করেছে। বিশেষ উইন্ডোটি ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ থেকে খোলা হয়েছে এবং ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৭ পর্যন্ত খোলা থাকবে, শুধুমাত্র সেইসব স্থানান্তর অনুরোধের জন্য যেখানে ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে শেয়ার স্থানান্তর দলিল সম্পাদিত হয়েছিল, ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে জমা দেওয়া হোক বা না হোক এবং মূল নিরাপত্তা শংসাপত্র উপলব্ধ থাকুক না কেন।

যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা তাদের স্থানান্তরের অনুরোধ, মূল নিরাপত্তা শংসাপত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA)- এ জমা দিতে পারেন - ABS কনসালট্যান্ট প্রাইভেট লিমিটেড, স্টিফেন হাউস, রুম নং ৯৯, ষষ্ঠ তলা, ৪, বি.বি.ডি. বাগ, কলকাতা-৭০০০০১, ইমেল আইডিঃ absconsultant99@gmail.com।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই শেয়ারগুলি হস্তান্তরকারীর কাছে বাধ্যতামূলকভাবে জমা করা হবে, শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে এবং হস্তান্তরের নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইন থাকবে। উক্ত লক-ইন সময়কালে এই সিকিউরিটিগুলি হস্তান্তর / লিয়েন-মার্ক / প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে না।

রামেশ্বর জুট মিলস লিমিটেডের জন্য
স্বা /-
প্রিয়াঙ্কা অরোরা
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
ACS-60641

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

আইনের ক্ষেত্রে ভারতীয় ভাষা ব্যবহারের সাথে জড়িত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে আর্থিক সহায়তা।

ভারত সরকার। আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় আইনের ক্ষেত্রে ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফসিলে উল্লেখিত হিন্দি এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার প্রচার ও ব্যবহারে নিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য একটি পরিকল্পনা নিয়েছে। এই অনুদান সেই সংস্থাগুলিকে দেওয়া হবে যারা ভারতের সংবিধানে উল্লেখিত যেকোনো ভাষায় নিম্নলিখিত কাজ করছে যথাঃ-

(ক) মূল আইনের বই প্রস্তুত ও প্রকাশনা।
(খ) মানসম্মত আইনের বই বা ক্লাসিকের অনুবাদ ও প্রকাশনা।
(গ) আইনি শব্দকোষ প্রস্তুত ও প্রকাশনা।
(ঘ) আইন জার্নাল প্রকাশনা।
(ঙ) অন্য যেকোনো প্রকাশনা, যা আইনের ক্ষেত্রে হিন্দি বা রাজ্যের অন্যান্য সরকারী ভাষা বিকাশ ও প্রচার করতে পারে, এবং
(চ) হিন্দিতে এর সংস্করণ সহ আঞ্চলিক ভাষায় কাজের জন্য অতিরিক্ত অনুদান বিবেচনা করা হবে।

আবেদনপত্র এবং প্রকল্পের অনুলিপি আমাদের ওয়েবসাইট **www.legislative.gov.in**-এ পাওয়া যাবে।

সঠিকভাবে পূরণ করা আবেদনপত্রগুলি ১৫ জুলাই, ২০২৫ তারিখের মধ্যে হার্ড কপি অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে এই অফিসে পৌঁছাতে হবে।

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য এবং আবেদনপত্র পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন-

যুগ্মসচিব এবং আইনসভার পরামর্শদাতা,
আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়,
আইন বিভাগ,
দাপ্তরিক ভাষা শাখা।
কক্ষ নং ৭২৫, ৭ম তলা, 'এ' উইং,
শাস্ত্রী ভবন, নয়াদিল্লি-১১০০০১।
ফোন নং ২৩৩৮৬২২৯।
ইমেল - brajesh.74@gov.in
ফ্যাক্স নং ০১১-২৩৩৮৭০৫১।

CBC 24302/11/0003/2526

আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড - লিকুইডেশনে

দেউলিয়া এবং দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এর অধীনে ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

দেউলিয়া ও ঋণ পরিশোধ অক্ষমতা বিধি, ২০১৬-এর বিধান অনুসারে, লিকুইডেটর (আইপি ডিকোড রেজোলভেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড)-এর পক্ষ থেকে সর্বসাধারণকে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, কর্পোরেট **ঋণগ্রহীতা মেসার্স আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড** - যা বর্তমানে অবসায়ন প্রক্রিয়ায় রয়েছে, যার সিআইএনঃ **U01222WB1973PLCO29137** এবং নিবন্ধিত কার্যালয় পোস্ট- আরামবাগ, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭১২৬০১-এ অবস্থিত, তাকে আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩২(ই) অনুযায়ী একটি সচল প্রতিষ্ঠান হিসেবে ই-নিলামের মাধ্যমে নিচে উল্লিখিত শর্তাবলী ও পদ্ধতি অনুসারে বিক্রি করা হচ্ছে। কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে **'যেমন আছে যেখানে আছে ভিত্তিতে', 'যা কিছু আছে সেই ভিত্তিতে'** এবং **'কোনো দায়বদ্ধতা ছাড়া'** বিক্রি করা হচ্ছে, কারণ এই ধরনের বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ওয়ারেন্টি বা ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দেওয়া হচ্ছে না। এই বিক্রি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **https://baanknet.com** ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে এবং নিউটাউন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড এর বিপণনের দায়িত্বে থাকবে। ই-নিলামটি **বৃহস্পতিবার, ২৬ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত** অনুষ্ঠিত হবে।

১	ই-নিলাম বিস্তারিত	১. ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মঃ **https://baanknet.com** ২. মার্কেটিং পার্টনারঃ **নিউটাউন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড** ৩. তারিখ এবং সময়ঃ **বৃহস্পতিবার, মার্চ ২৬, ২০২৬ সকাল ১১.০০ থেকে বিকেল ৪.০০ টে পর্যন্ত** ৪. ই-নিলামের '৮ মিনিট' সীমাহীন এক্সটেনশন থাকবে অর্থাৎ ই-নিলামের শেষ সময় প্রতিবার ৮ মিনিট বাড়ানো হবে যদি ই-নিলাম বন্ধ হওয়ার আগে শেষ ৮ মিনিটের মধ্যে বিড করা হয়।
২	বিস্তারিত	**দেউলিয়া ঘোষিত কর্পোরেট দেনাদার মেসার্স আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড-এর সম্পূর্ণ ব্যবসা একটি চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিক্রয়।** **বিক্রয়টি সেই সম্পদগুলিকে বাদ দেবে যেখানে সুরক্ষিত পাওনাদাররা তাদের নিরাপত্তা স্বার্থ উপলব্ধি করতে বেছে নিয়েছে এবং তাই লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ নয়।**
৩	সংরক্ষিত মূল্য	**৫০,১৫,৩৭,৩৪৬.০০** /- টাকা ((পঞ্চাশ কোটি পনের লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার তিনশ ছেচল্লিশ টাকা মাত্র)) শুধুমাত্র
৪	বায়না টাকা জমা	**২,৫০,৭৭,০০০.০০** /- টাকা (দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ সাতাশ হাজার টাকা) শুধুমাত্র
৫	বিড ইনক্রিমেন্ট	১০,০০,০০০.০০/- টাকা (দশ লক্ষ টাকা) শুধুমাত্র
৬	ই-নিলামে	১. সমস্ত আগ্রহী ক্রেতাদের অবশ্যই **প্রসেস মেমোরেন্ডামে বর্ণিত নিয়ম ও শর্তাবলী মেনে চলতে হবে যা অংশগ্রহণ liquidator.ahl@decoderesolvency.com-এ নিম্নস্বাক্ষরিত ইমেল করার পরে উপলব্ধ করা হবে** ২. ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য শর্তাবলী অনুযায়ী বায়না জমা (ইএমডি) একটি পূর্বশর্ত। ৩. একজন যোগ্য দরদাতা হিসাবে যোগ্য হওয়ার জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে নথি জমা দেওয়া (প্রক্রিয়া স্মারকলিপি অনুযায়ী) ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য একটি পূর্বশর্ত।
৭	যোগ্যতার নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	**সোমবার, মার্চ ০৯, ২০২৬**
৮	যোগ্য দরদাতার ঘোষণা	**শুক্রবার, মার্চ ১৩, ২০২৬**
৯	সম্পদ পরিদর্শন	পরিদর্শনের সময়সূচী করতে, প্রক্রিয়া স্মারকলিপিতে দেওয়া শর্তাবলী অনুযায়ী liquidator.ahl@decoderesolvency.com-এ লিখুন। **শনিবার, মার্চ ১৪, ২০২৬ থেকে শুক্রবার, মার্চ ২০, ২০২৬, সকাল ১১.০০ থেকে সন্ধ্যে ৬.০০টা পর্যন্ত যোগ্য দরদাতাদের জন্য পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।**
১০	ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	**সোমবার, মার্চ ২৩, ২০২৬**

যেহেতু মেসার্স আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড, ২০১৬-এর বিধানের অধীনে লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তাই সমস্ত আগ্রহী দরদাতাদের **liquidator.ahl@decoderesolvency.com**-এ লিখে শুধুমাত্র ইমেলের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। যোগাযোগের অন্য কোন উপায় বিনোদন দেওয়া হবে। মার্কেটিং এজেন্সিগুলো বিক্রয় মূল্যের ১ শতাংশ সাফল্যের ফি পাওয়ার যোগ্য। আরও বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করুন।

স্বা/-
ডিকোড রিসলভেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড
লিকুইডেটর-**আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড**
করেসপনডেন্স ইমেলঃ liquidator.ahl@decoderesolvency.com
রেজিস্টার্ড ইমেল আইডিঃ ip@decoderesolvency.com
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নম্বরঃ IBBI/IPE-0091/IPA-3/2022-23/50006
এএফএ বৈধতার তারিখঃ ডিসেম্বর ৩১, ২০২৬

স্থানঃ মুম্বই
তারিখঃ ফেব্রুয়ারি ২০, ২০২৬

ইতালির স্বপ্ন গুঁড়িয়ে সুপার এইটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ গ্রুপ পর্ব শেষ নিখুঁত রেকর্ডে। টি-২০ বিশ্বকাপে চার ম্যাচে চার ছিনিয়ে নিয়ে সুপার এইটে উঠল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আজ দুপুরের খেলায় কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ৪২ রানে হারিয়ে দিল ইতালিকে। প্রথম বিশ্বকাপে খেলতে এসে চমক দেখানোর স্বপ্ন ছিল আজুরিদের। কিন্তু অভিজ্ঞ ক্যারিবিয়ানদের সামনে সেই স্বপ্ন অধরাই রইল। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২০ ওভারে তোলে ৬ উইকেটে ১৬৫ রান। জবাবে ইতালি অলআউট ১২৩-এ (১৮ ওভার)। হারের ব্যবধান ৪২ রান। স্কোরলাইন বলছে-ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ শেষ পর্যন্ত ক্যারিবিয়ানদের হাতে ছিল। ধাক্কা খেয়েই ব্যাটিং শুরু ওয়েস্ট ইন্ডিজের। পাওয়ারপ্লেতে ফিরে যান ব্র্যান্ডন কিং ও শিমরন হেটমায়ার। ইতালির বোলাররা চাপে ফেলে দেয়। সেখান থেকে ইনিংস সামলান অধিনায়ক শাই হোপ। ৪৬ বলে ৭৫ রান। ঝুঁকি না নিয়ে ইনিংস গড়ার কাজটা সেরে ফেলেন নিখুঁতভাবে। এক প্রান্ত ধরে রেখে মিডল ওভারে রান তুলেছেন, অন্য প্রান্তে নিয়মিত উইকেটপতনেও ভেঙে পড়েননি হোপ। রভম্যান পাওয়েল ও শেরফেন রাদারফোর্ড বড় রান পাননি ঠিকই। তবে হোপের ব্যাটে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যায় স্কোরবোর্ড। ইতালির হয়ে ক্রিশান কালুগামাগে ও অধিনায়ক বেন মানেন্তি দুটি করে উইকেট নিয়ে লড়াই চালিয়ে যান। টার্গেট ১৬৫-ইডেনের পিচে খুব বড় নয়, আবার ছোটও নয়। ম্যাচ খোলা ছিল। তাড়া করতে নেমে ইতালি শুরুটা আক্রমণাত্মক করে। মসকা ভাইয়েরা শুরু থেকেই বড় শট খেলতে থাকেন। কয়েক ওভার পর্যন্ত ম্যাচে গতি ছিল। তারপরই বদলে যায় চিত্রনাট্য! ম্যাথিউ ফোর্ডে প্রথমে ব্যাটে গুরুত্বপূর্ণ রান যোগ করেন, তারপর বল হাতে ৩/১৯। ইতালির টপ অর্ডার ভেঙে দেন দ্রুত। এরপর আগুন ঝরান শামার জোসেফ। গতি ও বাউন্সে একের পর এক উইকেট তুলে নেন। শেষ করেন ৪/৩০-এ। এরপর ইতালির পক্ষে আর ম্যাচে ফিরে আসা সম্ভব ছিল না। ১৮ ওভারে অলআউট আজুরি বাহিনী আজ চাপ সামলাতে ব্যর্থ।

গ্রুপ লিগে অপরাজিত সূর্যরা

তবে ভারতের ৪টি দুর্বলতা সুপার-আটে বড় সমস্যা হতে পারে

নিজস্ব প্রতিবেদন

২০২৬ সালের টি২০ বিশ্বকাপ-এর গ্রুপ লিগের চার ম্যাচেই জিতে সুপার-আটে প্রবেশ করেছে ভারত। বুধবার সূর্যকুমার যাদবদের দল নেদারল্যান্ডসকে ১৭ রানে হারায়। প্রথমে ব্যাট করে ভারত ১৯৩ রান করে। জবাবে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৭৬ করে ডাচ ব্রিগেড। যাইহোক ম্যাচটি যদিও নিয়মরক্ষার ছিল, তাও নেদারল্যান্ডস ভালো লড়াই করেছে। ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে ভারতের সুপার-আটের অভিযান। লক্ষ্য- ইতিহাসের প্রথম দল হিসেবে টি২০ বিশ্বকাপ-এর শিরোপা ধরে রাখা। নামিবিয়া, আমেরিকা, পাকিস্তান ও নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে কিছু স্মরণীয় পারফরম্যান্স থাকলেও, কয়েকটি উদ্বেগও সামনে এসেছে। সুপার-আট পর্বে যেগুলি চাপে ফেলতে পারে ভারতকে। সেগুলি কী জানেন?

১) অভিষেক শর্মার টানা ব্যর্থতা

দলের বড় চিন্তা অভিষেক শর্মার ফর্ম। শেষ তিন ম্যাচে তাঁর স্কোর ০, ০, ০। এই কীর্তি গড়া দ্বিতীয় ভারতীয় ব্যাটার তিনি। বড় ইনিংসের অপেক্ষা থাকলেও, একই ভাবে আউট হওয়া দুশ্চিন্তার। চলতি বছরে তিনি পাঁচবার শূন্য রানে আউট হয়েছেন- সঞ্জু স্যামসনের সঙ্গে যৌথ ভাবে সর্বাধিক।

স্যামসনের ফর্মও খারাপ, তাই নিয়মিত একাদশে জায়গা পাচ্ছেন না।

২) স্পিনের বিরুদ্ধে দুর্বলতা

স্পিনারদের সামলাতে ভারত বারবার সমস্যায় পড়ছে। কখনও দ্রুত উইকেট হারাচ্ছে, কখনও অতিরিক্ত সতর্ক হয়ে পড়ছে। আমেরকার বিরুদ্ধে ম্যাচে মহম্মদ মহসিন (১১৬) ও হরমিত সিং (২২৬) ভারতকে চাপে ফেলেন। নামিবিয়ার গেরহার্ড ইরাসমাস আবার ভারতের বিরুদ্ধে ২০ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন। পাকিস্তানের সাইম আয়ুব (৩২৫) ও উসমান তারিকও (১২৪) ভারতকে চাপে ফেলেছিলেন। নেদারল্যান্ডসের আরিয়ান দত্ত আবার ১৯ রান দিয়ে ২ উইকেট নেন। পরিসংখ্যান বলছে, স্পিন খেলতে ব্যাটারদের সমস্যা স্পষ্ট।

৩) ব্যাটিং অর্ডারে ধারাবাহিকতার অভাব

ভারতের ব্যাটাররা কিন্তু কেউই সেই ভাবে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স করতে পারছেন না। কখনও সূর্যকুমার যাদব, কখনও ঈশান কিষান, কখনও আবার হার্দিক পান্ডিয়া খেলে দিচ্ছেন ঠিকই, তবে ব্যাটারদের ধারাবাহিকতার অভাব রয়েছে। ঈশান যেমন প্রথম ও শেষ ম্যাচে হতাশ করেছেন, তবে মাঝের দুই ম্যাচ ভালো খেলেছিলেন। সূর্য বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে ভালো খেলেছিলেন। নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে আবার ব্যাট হাতে ভারতকে অক্সিজেন দেন শিবম দুবে।

৪) ফিল্ডিংয়ে ক্যাচ মিসের সমস্যা

ভারতীয়রা ভালো ফিল্ডার হলেও গুরুত্বপূর্ণ ক্যাচ ফেলে দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে। পাকিস্তান ম্যাচে চারটি ক্যাচ মিস হয়- তিলক বর্মা দু'টি, ঈশান কিষান ও কুলদীপ যাদব একটি করে। সাম্প্রতিক ম্যাচে ওয়াশিংটন সুন্দর ক্যাচ ফেলেন, সূর্য ও রিঙ্কুর মধ্যে সংঘর্ষেও আরও একটি সুযোগ নষ্ট হয়। সুপার আটে এমন ভুল হলে বড় মূল্য চোকাতে হতে পারে।

বিশ্বকাপ ব্যর্থতার পর আত্মসমীক্ষায় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া

সংবাদ সংস্থা, মেলবোর্ন, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ টি-২০ বিশ্বকাপ মঞ্চে গ্রুপ পর্বে বিদায়। ২০২১ সালের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া এবার সুপার এইটেই উঠতে ব্যর্থ। শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে হারের জেরে শেষ হয়ে গেল অভিযান। মুখ থুবড়ে পড়ার কারণ খুঁজতে এখন 'ফরেনসিক রিভিউ'য়ের পথে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। এই 'ফরেনসিক' শব্দটাই অনেক কিছু বলে দেয়। শুধু ফল নয়, পুরো প্রক্রিয়া-প্রস্তুতি থেকে দল নির্বাচন-সবই বিশ্লেষণ করা হবে। টুর্নামেন্ট শেষ হতেই সিদ্ধান্ত-পুরো প্রচারাভিযান খতিয়ে দেখা হবে। প্রস্তুতি, দল নির্বাচন, কৌশল-সবই আসতে চলেছে কাঁচের নীচে। অস্ট্রেলিয়া শেষবার ২০০৯ সালে সুপার পর্বে উঠতে পারেনি। এতদিন পর আবার একই পরিণতি। শ্রীলঙ্কার কাছে হার, তারপর জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ধাক্কা-এই দু'টি ম্যাচই কার্যত বিদায়ের সিলমোহর। বড় মঞ্চে ধারাবাহিকতা ছিল না। ব্যাটিংয়ে ছন্দের অভাব, বোলিংয়ে চাপ ধরে রাখতে ব্যর্থতা-সব মিলিয়ে দলটা কখনও গতি পায়নি। বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিকল্পনায় ঘাটতি চোখে

পড়ার মতো। পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে ছিল অজি শিবির। ফলে গ্রুপ পর্ব বিদায়-যা তাদের বর্ণময় ইতিহাসে বিরল-এক অর্থে অবধারিত! এই ব্যর্থতার পেছনে চোটও বড় কারণ। প্যাট কামিন্স ও জশ হেজলউড-দুই প্রধান পেসার অনুপস্থিত। মিচেল মার্শ প্রথম দু'ম্যাচে খেলতে পারেননি। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে মিচেল স্টার্কের টি-২০ আন্তর্জাতিক থেকে অবসর। তাঁর অভিজ্ঞতা ও ডেথ বোলিংয়ের অভাব এবারের টুর্নামেন্টের পারফরম্যান্সে প্রকট। ফলে বোলিং আক্রমণে ভারসাম্য দানা বাঁধেনি। নতুনদের সুযোগ দেওয়া হলেও চাপের মুহূর্তে অনেক কিছুর ঘাটতি ধরা পড়েছে। নির্বাচক টনি ডোডেমাইড জানিয়েছেন, খেলোয়াড়েরা দেশে ফিরলেই পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা শুরু হবে। তাঁর কথায়, ''টুর্নামেন্ট যেভাবে গড়াল, তা হতাশাজনক। তবে আবেগ কাটিয়ে ঠান্ডা মাথায় বিশ্লেষণ জরুরি!'' অস্ট্রেলিয়ার লক্ষ্য পরিষ্কার-প্রতিটি বিশ্বকাপ জেতা। ডোডেমাইড স্পষ্ট বলেছেন, ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপ ও ২০২৮ সালের টি-২০ বিশ্বকাপের রূপরেখা এই রিভিউয়ের পর তৈরি হবে। উল্লেখ্য, বছর দুই পরে শুরু হতে চলা টুর্নামেন্ট অস্ট্রেলিয়াই আয়োজন করবে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে যৌথভাবে। ফলে ঘরের মাঠে নামার আগে দুর্বলতা চিহ্নিত করাটা জরুরি।

মেসি ও বুসকেতস

একসঙ্গে ম্যাচ খেলার বিশ্ব রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন

বার্সেলোনায় একসঙ্গে খেলেছিলেন তাঁরা। এরপর জুটি বাঁধেন ইন্টার মায়ামিতে। ফ্লোরিডার ক্লাবটিতেও একসঙ্গে দারুণ সাফল্য পেয়েছেন দুজন। বলা হচ্ছে, লিওনেল মেসি ও সের্হিও বুসকেতসের কথা। ২০২৫ সালে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) মরসুম শেষ করে ফুটবলকে বিদায় বলেন বুসকেতস। কিন্তু যাওয়ার আগে মেসির সঙ্গে গড়ে যান অনবদ্য এক রেকর্ড। সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফুটবল হিস্ট্রি অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকসের (আইএফএফএইচএস) প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, পেশাদার ফুটবলে মেসি ও বুসকেতস একসঙ্গে খেলেছেন ৬৫৩ ম্যাচ। এটি জুটি বেঁধে একসঙ্গে ম্যাচ খেলার বিশ্ব রেকর্ড। ধারণা করা হচ্ছে, আগামী কয়েক দশকেও এই রেকর্ড ভাঙবে না। মেসি ও বুসকেতস ৬৫৩ ম্যাচের মধ্যে ৫৬৯টি খেলেছেন

বার্সেলোনার জার্সিতে আর ৮৪টি ইন্টার মায়ামির হয়ে। তাঁদের রসায়নের শুরুটা ২০০৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর। সেদিন বুসকেতসের অভিষেক ম্যাচে মাঠে ছিলেন মেসি ও জেরার্ড পিকে। এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে বুসকেতসের নাম। যেখানে তিনি স্প্যানিশ সতীর্থ পিকের সঙ্গে খেলেছেন ৬২০ ম্যাচ। বার্সার হয়ে তাঁরা দুজন খেলেছেন ৫৩৩ ম্যাচ। আর স্পেন জাতীয় দলের হয়ে দুজন একসঙ্গে খেলেছেন ৮৭ ম্যাচ। পেশাদার ফুটবলের ইতিহাসে ৬০০-এর বেশি ম্যাচ একসঙ্গে খেলেছেন, এমন জুটি খুবই বিরল। সম্প্রতি বায়ার্ন মিউনিখের দুই তারকা ম্যানুয়েল নয়্যার ও টমাস মুলারের এই তালিকায় জায়গা করে নেওয়ার কথা জানিয়েছে আইএফএফএইচএস। বায়ার্নের হয়ে একসঙ্গে ৬১১ ম্যাচ খেলেছেন তাঁরা। এক ক্লাবে না খেললেও দুজনই এখনো ফুটবলে সক্রিয়। ভবিষ্যতে অন্য কোনো ক্লাবে আবার দুজনের একসঙ্গে খেলার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যদিও সেই সম্ভাবনা খুবই সামান্য। মেসি-বুসকেতসের রেকর্ড আপাতত লম্বা সময়ের জন্য অক্ষতই থাকছে বলে ধরে নেওয়া যায়। উল্লেখ্য, এই হিসাবের ক্ষেত্রে শুধু শীর্ষ পর্যায়ের প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ ধরা হয়েছে। দুজনই মাঠে নেমেছেন, এমন ম্যাচ গণনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ম্যান সিটির পর ইন্টার-বধ

রূপকথার গল্প লিখছে এক অখ্যাত নরওয়েজীয় ক্লাব

সংবাদ সংস্থা, বোডো, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ চ্যাম্পিয়নস লিগে ইতালিয়ান ক্লাবগুলোর দুঃসময় যেন কাটছেই না। গত পরশু শেষ ষোলোয় ওঠার লক্ষ্যে প্লে-অফের প্রথম লেগে হেরেছিল জুভেন্তাস ও আতালান্তা। জুভেন্তাসকে গালাতাসারাই উড়িয়ে দেয় ৫-২ গোলে আর আতালান্তা ২-০ গোলে হারে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের কাছে। এবার একই পথ ধরে অঘটনের শিকার হলো গতবারের রানার্সআপ এবং সিরি 'আ'র শীর্ষ দল ইন্টার মিলান। গতকাল রাতে ইন্টারকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে নরওয়ের অখ্যাত ক্লাব বোডো গ্লিমট। নরওয়েজীয় এই ক্লাব এবারই প্রথম চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলতে এসে একের পর এক চমক দেখিয়ে চলেছে। ক্লাবটি এর আগে লিগ পর্বে সর্বশেষ দুই ম্যাচে হারিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি ও আতলেতিকো মাদ্রিদকে। সিটিকে ৩-১ গোলে হারানোর পর আতলেতিকোর মাঠে জিতেছিল ২-১ গোলে। সেই ধারাতেই ইন্টারকে হারিয়ে নতুন চমক সৃষ্টি করল তারা। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের বাইরে থাকা দলগুলোর মধ্যে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের এক আসরে টানা তিনটি ম্যাচ জয়ের কীর্তি খুবই বিরল। বোডো গ্লিমট সেই বিরল কাতারেই জায়গা করে নিয়েছে। শীর্ষ পাঁচ লিগের দলগুলোর বিপক্ষে টানা তিন ম্যাচ জেতা ইতিহাসের মাত্র চতুর্থ দল তারা। এর আগে এই কীর্তি গড়েছিল পানাথিনাইকোস (২০০১-০২), বেনফিকা (২০০৫-০৬) ও জেনিত সেন্ট পিটার্সবার্গ (২০১৫-১৬)। তাই বোডো গ্লিমটের এই অর্জন অসাধারণ। চ্যাম্পিয়নস লিগ প্লে-অফে ইতালিয়ান ক্লাবগুলোর পতন অবশ্য নতুন নয়। গত মরসুমেও প্লে-অফে এসি মিলান, জুভেন্তাস ও আতালান্তা হেরে যায় ফেইনুর্দ, ক্লাব ব্রুগা ও পিএসভি আইন্দহফেনের

কাছে। ইতালিয়ান দলগুলোর মধ্যে কেবল ইন্টার সব বাধা অতিক্রম করে ফাইনালের টিকিট পায়। কিন্তু সেই ইন্টারও এখন বিদায়ের শঙ্কায় কাঁপছে। ইতালিয়ান ক্লাবগুলোর অবস্থা সব মিলিয়ে বেশ শোচনীয়ই বলা যায়। এই ম্যাচের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় ইতালিয়ান প্রতিপক্ষের বিপক্ষে তৃতীয়বারের মতো তিন বা তার বেশি গোল করার কীর্তি গড়ল বোডো গ্লিমট। ১৯৯৪ সালে তারা ৩-২ গোলে হারায় সাম্পদোরিয়াকে। এরপর ২০২১ সালে ইতালিরই আরেক ক্লাব রোমাকে হারায় ৬ গোলের বড় ব্যবধানে। রাতের অন্য ম্যাচে কারাবাগকে ৬-১ গোলে উড়িয়ে নকআউট পর্বে এক পা দিয়ে রাখল নিউক্যাসল ইউনাইটেড। 'ম্যাগপাই'খ্যাত দলটির জয়ে প্রথমার্ধেই একা চার গোল করেছেন অ্যান্থনি গর্ডন। চ্যাম্পিয়নস লিগের ইতিহাসে ম্যাচের প্রথমার্ধেই চার গোল করার এটি দ্বিতীয় কীর্তি। গর্ডনের আগে ২০১৪ সালের অক্টোবরে লুইজ আদ্রিয়ানো শাখতার দোনেৎস্কের হয়ে বরিসভের বিপক্ষে প্রথমার্ধেই করেছিলেন চার গোল। একই রাতে উত্থান-পতনের লড়াইয়ের পর আতলেতিকো মাদ্রিদকে ৩-৩ গোলে রুখে দিয়েছে ক্লাব ব্রুগা। শুরুতে আতলেতিকো দাপট দেখালেও শেষ দিকে ঘুরে দাঁড়ায় ব্রুগা। ৮৯ মিনিটের মাথায় ম্যাচ বাঁচানো গোলটি করে বেলজিয়ান ক্লাবটি। এ ছাড়া অন্য ম্যাচে অলিম্পিয়াকোসকে ২-০ গোলে হারিয়েছে লেভারকুসেন।

ক্রিকেটাররা বিশ্বকাপ খেলতে চেয়েছিল

নতুন তত্ত্বে ফের প্রবল বিতর্ক বাংলাদেশে!

সংবাদ সংস্থা, ঢাকা, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ভারতে খেলতে রাজি হয়নি বাংলাদেশ। পাহাড়প্রমাণ নাটকের পর শেষ পর্যন্ত টুর্নামেন্ট থেকে ছেঁটে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয় তাদের। তাতেও মিটছে না বিতর্ক। বাংলাদেশে নতুন সরকার তৈরির পর আবার ফিরেছে বিশ্বকাপ জটিলতা। এবার সেই বিতর্ক নিয়েই মুখ খুললেন এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রাক্তন সিইও আশরাফুল হক। তাঁর দাবি, বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা বিশ্বকাপ খেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে প্লেয়ারদের সঙ্গে আলোচনাই করেনি। আশারাফুলের নতুন দাবি ঘিরে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি। প্রশ্ন উঠছে, ক্রিকেটাররা কেন একযোগে প্রতিবাদ করলেন না? তা হলে ইউনূসের দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারই চাপ তৈরি করেছিল। যে কারণে ক্রিকেটাররা মুখ খুলতে পারেননি? এক সাক্ষাৎকারে আশরাফুল বলেছেন, ''বাংলাদেশ ক্রিকেটের জাতীয় উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বহুবার মত বদল করেছেন। তাঁর কথায়, আসিফ নজরুল প্রথমে বলেছেন, সিদ্ধান্তটা খেলোয়াড়রা সমবেতভাবে নিয়েছেন। দু'দিনের মধ্যেই আবার তিনি বললেন, এটি সরকারের সিদ্ধান্ত। খেলোয়াড়রা নাকি চাপ দিয়েছিল। আমি খুব ভালো করে জানি, ক্রিকেটাররা ভারতে গিয়ে খেলতে চেয়েছিল। কিন্তু ওদের মতামত কেউ নেয়নি।'' ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের কারণেই বাংলাদেশ বিশ্বকাপ থেকে সরে দাঁড়ায়। এর ফলে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের জায়গায় সুযোগ পায় স্কটল্যান্ড। বাংলাদেশকে ছেঁটে ফেলার পর নতুন করে শুরু হয় তীব্র বিতর্ক। এর আগে বাংলাদেশের সরকার দাবি করেছিল, বিশ্বকাপ না খেলার সিদ্ধান্তটি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ও খেলোয়াড়দের সিদ্ধান্ত। আসিফ নজরুল বলেছিলেন, ''এই সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনও আক্ষেপ নেই। দেশের ক্রিকেট ও জনগণের নিরাপত্তার কারণেই বোর্ড এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'' যদিও তিনি এটাও বলেছিলেন যে, ভারত সফরে না যাওয়ার সিদ্ধান্তটা পুরোপুরি সরকারের। এই বক্তব্যই এখন প্রশ্নের মুখে। আশরাফুল হকের বলেন, ''সত্যি আড়াল করতে ক্রিকেটারদের নাম ব্যবহার করা হয়েছে। এতে একদিকে যেমন খেলোয়াড়দের স্বপ্ন ভেঙেছে, তেমনই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।'' তারিক রহমান ভোটে জিতে নতুন প্রধানমন্ত্রী হয়েছে। তাঁর দল ক্ষমতায় আসায় দেশের পরিস্থিতি বদলাতে পারে, এমনটাই মনে করা হচ্ছে। ভারতের সঙ্গে ক্রীড়া সম্পর্ক মেরামত করতে উঠে পড়ে গেলে তারা।

সিটির হাতেই লিগের লাগাম তুলে দিচ্ছে আর্সেনাল

সংবাদ সংস্থা, উলভারহ্যাম্পটন, ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ মলিনিউক্স স্টেডিয়াম হোক না উলভারহ্যাম্পটনের ঘরের মাঠ। গতকাল রাতে সেখানেই ৫৬ মিনিটে ২-০ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল আর্সেনাল কিন্তু ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট তালিকার তলানিতে থাকা এ দলের বিপক্ষেও দুই গোলের লিড ধরে রাখতে পারেনি মিকেল আরতেতার দল। ৬১ ও ৯৪ মিনিটে দুই গোল হজম করে শেষ পর্যন্ত ২-২ গোলের ড্রয়ে পয়েন্ট ভাগ করে নিতে বাধ্য হয় আর্সেনাল। এমন পারফরম্যান্সের পর প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক যে, প্রিমিয়ার লিগে ২২ বছরের শিরোপাখরা কাটাতে সত্যিই মানসিকভাবে প্রস্তুত তো আর্সেনাল? মরসুমে এই প্রথমবারের মতো লিগ শিরোপা জয়ের লড়াই পুরোপুরি আরতেতার দলের নিয়ন্ত্রণে নেই। পয়েন্ট তালিকায় তাকানো যায়। আর্সেনাল ২৭ ম্যাচে ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে। ২৬ ম্যাচে ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে তাঁরা এগিয়ে ৫ পয়েন্ট ব্যবধানে। এই মরসুমে লিগে আর্সেনাল খেলবে আর ১১ ম্যাচ, সিটি ১২ ম্যাচ। এর মধ্যে আর্সেনাল-সিটি ম্যাচও আছে। এখন সিটি যদি ঘরের মাঠে আর্সেনালের বিপক্ষে ম্যাচসহ তাদের হাতে থাকা ১২ ম্যাচই জেতে তাহলে চ্যাম্পিয়ন তারাই হবে। একই কথা আর্সেনালের ক্ষেত্রেও বলা যায়। এপ্রিলে ইতিহাদে সিটির বিপক্ষে ম্যাচসহ তারা যদি হাতে থাকা ১১ ম্যাচই জিততে পারে, তাহলে

আরতেতার দলই চ্যাম্পিয়ন হবে কিন্তু ব্রেন্টফোর্ড ও উলভসের বিপক্ষে টানা দুই ম্যাচে ড্র করে ৪ পয়েন্ট হারানোর পর আর্সেনালের ওপর এই আস্থা রাখা আসলে খুব কঠিন। কারণ, অতীতে লিগের এই শেষ ধাপে এসে আর্সেনালের অন্য কারও হাতে শিরোপা তুলে দেওয়ার ব্যাপারটিও অচেনা নয়। লিগে টানা তিনবার রানার্সআপও হয়েছে আর্সেনাল, এর মধ্যে দুবারই শিরোপা জিতেছে পেপ গার্দিওলার সিটি। তাই আর্সেনাল সমর্থকদের মনে কু ডাক দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। উলভসের মাঠে ৫ মিনিটে বুকায়ো সাকার গোলে এগিয়ে গিয়েছিল আর্সেনাল। ৫৬ মিনিটে আর্সেনালকে দ্বিতীয় গোলটি এনে দেন পিয়েরো হিনকাপি কিন্তু এর পরও গতকাল রাতের আগে প্রিমিয়ার লিগে নিজেদের সর্বশেষ ৭ ম্যাচে জিততে না পারা এবং দ্বিতীয় বিভাগে নেমে যাওয়ার পথে থাকা একটি দলকে হারাতে পারেনি আর্সেনাল। হুগো বুয়েনো ও টম এডজোয়ির গোলে সমতায় ফেরে উলভস। আর্সেনাল কোচ আরতেতা জানেন, এমন পারফরম্যান্সের আসলে আত্মপক্ষ সমর্থনের জায়গা থাকে না। ড্রয়ের পর আরতেতা তাই বলেন, ''যেকোন মতামত মাথা পেতে নিতে হবে। যেকোনো আঘাতই মেনে নিতে হবে। কারণ, আমরা প্রয়োজনীয় পারফরম্যান্সটুকু দেখাতে পারিনি।'' চলতি বছরের শুরু থেকেই লিগে ভালো খেলতে পারছে না আর্সেনাল। এ পর্যন্ত ৭ ম্যাচের মধ্যে জিতেছে শুধু লিডস ও সান্ডারল্যান্ডের বিপক্ষে। লিগে ২২ ফেব্রুয়ারি আর্সেনালের পরবর্তী ম্যাচ টটেনহাম হটস্পারের বিপক্ষে। এ ম্যাচ সামনে রেখে তাঁর শিষ্যদের জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন, ''আমরা সব সময়ই এটা করেছি কিন্তু যদি সত্যিই শক্ত মানসিকতার দল হই তাহলে পরের ম্যাচেই সেটি প্রমাণ করতে হবে। এখানে বলা সহজ কিন্তু আমাদের মাঠে দেখাতে হবে।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com